এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে :

বর্ত্তমান সময়ের রোমান্স্ : শ্রীবুদ্ধদেব বসু

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট্
কলিকাতা
১৯৩২

এই বই ১৯৩০-এ লেখা। বইয়ের প্রথম পরিচ্ছেদ আকাশে যখন সাত তারা ফুটলো নামে নবশক্তিতে, ও বাকি অংশ স্বদেশ মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিলো।

প্রথম পরিচ্ছেদ :
বজ্রধর আর শর্ব্বরী রায়

প্রথম পরিচ্ছেদ :

বজ্রধর আর শর্ব্বরী রায়

সকাল বেলায় চিঠি পেলাম বজ্রধরের—ডাকযোগে। ও নাকি কী-একটা বিষম সমস্যায় পড়েছে, অনেক ভেবে-চিন্তে কিছুতেই কোনো কূল-কিনারা করে' উঠ্‌তে পার্‌ছে না, আমার পরামর্শে ওর নিতান্ত প্রয়োজন ; সুতরাং যদিচ স্বর্গের দেবতারা আশা কর্‌ছেন যে ফাল্গুনের এই ঝির্‌ঝিরে সকালবেলায়, যে জানালা দিয়ে তাকালে কৃষ্ণচূড়ার উদ্ধত আভায় আকাশকে লাল বলে' মনে হয়, সেই জানালার ধারে চেয়ার টেনে নিয়ে আমি নিম্নস্বরে সুইন্‌ব্যর্ন্ পড়্‌বো—তবু আমাকে যেতে হ'বে সুদূর ভবানীপুর, বজ্রধরকে পরামর্শ দিতে, যে-বজ্রধর কী-একটা বিষম সমস্যায় পড়ে' অনেক ভেবে-চিন্তে কিছুতেই কোনো কূল-কিনারা করে' উঠতে পার্‌ছে না।

কাজে-কাজেই আজ্‌কের মত স্বর্গের দেবতাদেরকে হতাশ কর্‌তে হ'লো। বজ্রধর আমার বন্ধু, এবং বন্ধুদের উপকারে আসাই যে আমি আমার জীবনের 'মহান আদর্শ' বলে' বরণ করে' নিয়েছি, এ-কথা আমার বন্ধুরাও যখন মানে, তখন আপনাদের মেনে নিতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু—ভেবে অবাক হ'লাম—বজ্রধর কেন আমার পরামর্শ চাইবে? আমার পরামর্শ চাইবার মধ্যে কিছু আশ্চর্য্য নেই ; কারো কাছে পরামর্শ যদি চাইতেই হয়, তা হ'লে বাঙ্‌লা দেশের সব লোকের

মধ্যে আমার কাছেই চাওয়া উচিত—মানে, বজ্রধরের উচিত। আশ্চর্য্য হচ্ছে এই যে, বজ্রধরকে কেন আজ পরামর্শ চাইতে হচ্ছে? ও অদ্যাবধি কখনো কারো কাছে যে-সব জিনিষ চায় নি, পরামর্শ তা'র মধ্যে প্রথম। কারণ, পরামর্শ চাইবার উপলক্ষ জীবনে ওর কখনো হয় নি; কারণ, জীবনে ও কখনো কোনো অন্যায় করে নি। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীতে ন্যায় আর অন্যায় বলে' দু'টো জিনিষ আছে, এবং ন্যায় থেকে অন্যায়কে চিনে' নিতে ওর মুহূর্ত্তকাল ভাব্‌তে হয় না, এবং চিরকাল ও অন্যায়কে—অন্য কোনো কারণে নয়—ন্যায় নয় বলে'ই বর্জ্জন করে' এসেছে।

সুকুমার অবিশ্যি বলে, এটা আর কিছুই নয়, শুধু ওর sense of humour-এর অভাব। কিন্তু সুকুমার এমন অনেক কথাই বলে; এবং, সত্যি বল্‌তে কী, ওর অনেক কথাই আমি বিশ্বাস করি নে। যদিও ওর সব কথা শুনে'ই আমি হাসি। আমাদের এক বন্ধু আছেন, যিনি সুকুমারকে বলেন রসিকতার ফিরিওয়ালা; কিন্তু বজ্রধরের মতে ও-গুলো রসিকতাই নয়—ছ্যাব্‌লামি। বজ্রধর ছ্যাব্‌লামি পছন্দ করে না। ছ্যাব্‌লামি হচ্ছে—ওর মতে—দুর্ব্বল চরিত্রের লক্ষণ। যে-কর্ত্তব্য দিনের সূর্য্যের মত জাজ্জ্বল্যমান, সেই কর্ত্তব্যকে দেখে'ও না-চেন্‌বার ভাণ কর্‌বার স্ত্রৈণ কৌশল। যে-পুরুষাণুরা আত্ম-বিরোধে জর্জ্জর, তা'দের আশ্রয়-গুহা। বজ্রধরের মনে কখনো কোনো বিরোধ উপস্থিত হয় না। যা'দের মনে হয়, তা'দেরকে ও অপ্রশংসার চোখে দেখে। এই তো সেদিন সুরেশ লাহিড়ীর আচরণকে ও বাড়াবাড়ি বল্‌ছিলো। অঞ্জলি গাঙ্গুলির সঙ্গে লাহিড়ীর বিয়ে ঠিক হ'য়ে আছে ছ'মাস। বিয়ে হ'বার আগেই ওরা দু'জনে বেরিয়েছে ভারত-ভ্রমণে;

সুকুমারের ভাষায়, honey-হীন হানিমুন উপভোগ করতে। বজ্রধর রক্তমুখে জবাব দিলে, 'Honeyর কিছুমাত্র অভাব তো হ'বেই না, উপরন্তু সামাজিক হানিও ঘটবে।'

আমি বলেছিলাম, 'কিন্তু বিয়ে তো ওদের হ'বেই।'

'সেই জন্যেই তো বল্‌ছি। বিয়ের পর ভারত-ভ্রমণ কেন—মহাভারত পরিভ্রমণ কর্‌লেও ওদেরকে মার্‌তো কে? এটাই হচ্ছে অসংযম, এবং অসংযম অন্যায়। তা ছাড়া, দেখ্‌তেও অশোভন। যে-স্বাধীন দেশের আমরা অনুকরণ করি, সে-দেশেও এতটা প্রশ্রয় নেই।'

সুকুমার বলেছিলো, 'ওদের ইচ্ছে, যা'বে—বিলেতে যা ইচ্ছে তা-ই হোক্‌। অবিশ্যি বিয়ের পর গেলেও ওদের কিছু ক্ষতি হ'তো না, কারণ বিয়ে লাহিড়ী কর্‌বেই। আমি হ'লে অবিশ্যি ভারত-ভ্রমণ সমাপন করে' অঞ্জলি গাঙ্গুলিকে বল্‌তাম যে আমার ব্যাঙ্ক্‌ হঠাৎ ফেল পড়েছে।'

বজ্রধর কঠিন কণ্ঠে বলেছিলো, 'তুমি কেন, সমস্ত পৃথিবী যদি আজ একযোগে অন্যায় করতে আরম্ভ করে, তবু ন্যায় ন্যায়ই থাক্‌বে; এবং সে-অনুসারে সমস্ত পৃথিবী অপরাধী হ'বে।'

স্পষ্ট, দৃঢ়, পরিষ্কার বিশ্বাস; কখনো ঘোলাটে হয় না, টল্‌মলায় না—অকুণ্ঠিত নিঃসংশয়তায় বজ্রধর তা'র একমাত্র কর্ত্তব্য করে—কর্ত্তব্য সর্ব্বদাই একমাত্র। সেই বজ্রধরের আজ হ'লো কী? এমন-কী ব্যাপার হ'লো, যা'তে ওর একমাত্র কর্ত্তব্যকে চিন্‌তে ওর দেরি হচ্ছে? এমন-কী সমস্যা ওর জীবনে হ'তে পারে, দিনের সূর্য্যের মত জাজ্বল্যমান সত্যকে দিয়ে যা'র সমাধান চক্ষের পলকে হ'য়ে যায় না? এ-কথা কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লাম না যে ও কোনো খারাপ কাজ

করেছে। তবে কি অন্যের পাপ দৈবচক্রে ওর ঘাড়ে এসে পড়েছে? ও কি কোনো চোরাই মাল কিনে' ঠেকেছে? না, কেউ মানুষ খুন করে' ওর ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কিম্বা হয়-তো—এটাই সম্ভব মনে হ'লো—কোনো বিষম bore সিন্দ্‌বাদ-এর মত ওর কাঁধে চড়ে' বসেছে, ও কিছুতেই তা'কে স্পষ্ট বাঙ্‌লায় (বা ইংরেজিতে) কাঁধ থেকে নাব্‌তে বল্‌তে পার্‌ছে না।

এবম্বিধ জল্পনা কর্‌তে-কর্‌তে কেশ-বিন্যাস কর্‌ছি, এমন সময় ঘরে ঢুক্‌লো—কে আর?—সুকুমার, সুকুমার সেন। সুকুমার সেন ছাড়া বাঙ্‌লা দেশে এমন কে আর আছে, জুতোর শব্দ না করে' যে ঘরে ঢুক্‌তে পারে?—বাঙ্‌লা দেশে কে এমন আছে, যা'র আগমনে এই মুহূর্ত্তে আমি এর চেয়েও খুসি হ'তাম?

এই গল্প যাঁরা পড়্‌বেন, তাঁদের মধ্যে সুকুমারকে কে-ই বা না চেনেন—মানে, এই গল্প যাঁদের ভালো লাগ্‌বে (আর, তাঁদেরকে নিয়েই তো কথা!)—তাঁদের মধ্যে। আপনি বুঝি সুকুমারকে দেখেন নি? তা হ'লে ওর চেহারার বর্ণনা শুনে' নিশ্চয়ই হতাশ হ'বেন; কারণ, ওর সৌন্দর্য্য বল্‌বার নয়, দেখ্‌বার। আমি বল্‌বো, সুকুমার লম্বা নয়, ফর্সা নয়, কিন্তু যদি কখনো আপনার ওকে দেখ্‌বার সৌভাগ্য হয়, তা হ'লে বারো সেকেণ্ডের জন্য ট্রেইন্ ফেল করার পর ওর মুখ মনে আন্‌বার চেষ্টা করবেন—আর পৃথিবীটাকে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে' ভেঙে ফেল্‌বার ভয়ঙ্কর লিপ্সা হ'বে না। হ্যাঁ, ওর রঙ্ কালো, কিন্তু ওর চুল আরো অনেক কালো—কালো ও ঘন ও পরিচ্ছন্ন—দেখ্‌লেই ছুঁয়ে' দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। এবং ওর চুল যত কালো, ওর দাঁত তত শাদা—সার-বাঁধা, সমান—ও যতবার হাস্‌বে,

ততবার আপনার চোখে একটা শাদা আভা খেলে' যা'বে। মুচ্‌কি-হাসাটা ওর বিশেষত্ব—ওর পাৎলা ঠোঁট দু'টির চার-কিনারে যে-বাঁকা রেখাগুলো লুকোচুরি খেলে, তা দেখে' শ্রীমতী অমিতা চন্দ সাতদিন আয়নায় মুখ দেখে নি বলে' শহরে জনরব। হ্যাঁ, এর ফলে যদি আমাকে মুন্সেফ্‌ও হ'তে হয়, তবু আমি বল্‌বো, সুকুমার সেনের মত অমন মিষ্টি করে' মুচ্‌কি হাস্‌তে কোনো মেয়েকে আমি দেখি নি। তাই বলে' ও যে চেঁচিয়ে হাস্‌তে পারে না, তা নয়—তবে ঠিক চ্যাঁচায় না। ওর ক্ষণস্থায়ী উচ্চহাস্থ—সে কেমন? একটা মদের বোতল থেকে ঠাস্‌ করে' কর্ক্‌ ছুটে' গেলো—ঝির্‌ঝির্‌ করে' ফেনা উছ্‌লে উঠ্‌লো, বোতলের মুখ বেয়ে গড়িয়ে পড়্‌লো। এ-উপমা সম্বন্ধে যাঁদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তাঁদের জন্য অন্য-কোনো উপমা আপাতত আমার মনে আস্‌ছে না।

আমাদের এক খুঁতখুঁতে বন্ধু বলেন, সুকুমার সেনের চেহারা মেয়েলি। অবিশ্যি, চেহারাই যদি দেখ্‌তে চান্‌, তা হ'লে এক শনিবার সন্ধ্যেয় গ্লোবে গিয়ে অতনু মিত্রকে দেখে আসুন্‌। যদিও এ-বিষয়ে আমার অনেকদিন মনে হয়েছে—কিন্তু এখন থাক্‌, যখনকার যেটা।

বল্‌লাম, 'বস্‌বার কষ্টটা কোরো না, সুকুমার—এক্ষুনি আবার উঠ্‌তে হ'বে।'

'আমি তোমার সঙ্গে কোথায় যাবো?'

'বজ্রধরের বাড়ি।'

'গিয়ে তো দেখ্‌বো ও সকালবেলার প্রথম চা খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে?'

'আশা করি তা দেখ্‌বে না।' বজ্রধরের চিঠিটা ওকে পড়্‌তে দিলাম।

'আমি বল্‌তে পারি ওর কী হয়েছে।'

'প্রেমে পড়েছে ?'

'ঠিক বলেছো। তবে—ও নয়, ওর সঙ্গে এক ফোঁড়া। ও মনে-মনে ভাব্‌ছে, "ফোঁড়াটা এত কষ্ট করে' আমার গায়ে উঠ্‌লো, এখন আমি যদি ওকে ফাটিয়ে ফেলি, সেটা কি উচিত হ'বে ? ফোঁড়াটাই বা মনে কর্‌বে কী ?"'

'নাও—ওঠো এবার।'

'চলো, বজ্রধরের ফোঁড়া কাটিয়ে আসি।'

সিঁড়ি দিয়ে নাব্‌তে-নাব্‌তে আমি বল্‌লাম, 'কিম্বা ফাঁড়া।'

২

জানালার পর্দাগুলো সরিয়ে দিয়ে জ্ঞানদা পাখাটা খুলে' দিতে যাচ্ছিলো। বজ্রধর বল্‌লে, 'দরকার নেই। আর-কোনো দরকার নেই, জ্ঞানদা।'

জ্ঞানদা চলে' গেলে বজ্রধর বসু বল্‌তে সুরু কর্‌লো।

'সুকুমার এসে ভালোই করেছো। জানোই তো, humorous vein-টেইন্‌ আমার বড়-একটা নেই, এবং সেই জন্যই বোধ হয়—তোমার কাছে যা নিতান্ত সাধারণ মনে হ'বে, সুকুমার—তা'রই চাপে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। অবিশ্যি তোমাকে দিয়েই আমার দরকার, বিভূতি, কারণ মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার বিস্তৃত ও অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা থেকে তুমি আমাকে সাহায্য কর্‌তে না পার্‌লে আশ্চর্য্যই হ'বো। থামো, সুকুমার। জানি, তুমি যা বল্‌তে যাচ্ছিলে, সেটা খুব witty,

কিন্তু আমাকে বাধা দিলে আমি গুছিয়ে বল্‌তে পার্‌বো না। সুতরাং, আপাতত মন দিয়ে শোনো। জ্যাম্‌? এই যে।

'মাস ছয় হ'লো একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে—তোমরা বোধ হয় তা'কে আগে থেকেই চিন্‌তে—শর্ব্বরী রায়। অমিতা চন্দর এক পার্টিতে ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। তোমাদেরকে বলা বাহুল্য যে, ১৯২৬ সন থেকে যে-মার্জ্জিত উচ্ছৃঙ্খলতা দেশের কাল্‌চার্ড মহলের ফ্যাশান হয়েছে, তা আমাকে কখনোই আকর্ষণ করে নি। তোমার সঙ্গে মতদ্বৈধ হ'বে, বিভূতি, কিন্তু আমার কাছে সব মেয়েই—কী বলা যায়?—সব মেয়েই মেয়েলোক নয়।

'কিন্তু শর্ব্বরী রায়ের অন্ধকার চুল দেখে' আমার অমাবস্যার অজস্র তারার কথা মনে পড়ে' গেলো। কৃষ্ণকেশী শর্ব্বরীকে প্রথম যখন দেখ্‌লাম, সেই কালো চুলের ঘন অরণ্য ছাড়া আর-কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না।

'পার্টি ভেঙে যাওয়ার পরও আমি ঘোরাফিরি কর্‌ছি দেখে অমিতা—ফুর্‌ফুরে অমিতা—আমার কাছে এসে বল্‌লে, "শর্ব্বরী রায় সম্বন্ধে আমি যা জানি, তা তোমাকে বল্‌লে কী দেবে?"

'আমি ওর হাত ধরে' বল্‌লাম, "এখানে নয়। চলো বাইরে—লন্‌-এ।"

'অমিতার সঙ্গে লন্‌-এ আধ ঘণ্টা পায়চারি করার পর আমি বাড়ি ফির্‌লাম। সে-রাত্রে এই মধুর চিন্তা নিয়ে বিছানায় গেলাম যে শর্ব্বরী রায়ের সঙ্গে পরিচয় ঘনীভূত কর্‌বার একটা সুযোগ মিলেছে।

'সুযোগ হচ্ছে এই। ষোলো বছর বয়েসে—মানে, পাঁচ বছর আগে শর্ব্বরী প্রথম প্রেমে পড়ে। ছেলেটি মণি বোসের নায়ক—ছবি-

আঁকে-বাঁশি-বাজায় টাইপ্‌; নামও তেম্‌নি—মলয়। চেহারাও সেই গোছেরি—পাৎলা-লম্বা-ফর্সা-বড়-চুল-টাইপ্‌। না, চেহারার কথা অমিতা বলে নি; আমি ওকে—মলয়কে—চিন্‌তাম। আরো চা, সুকুমার?

'অমিতা বল্‌লো, ওদের সেই প্রেম বছর খানেক ছিলো। তারপর—তারপর কী যে হ'লো, অমিতা ঠিক বল্‌তে পার্‌লে না—কিছু-একটা হ'লো আর কি, যা'তে প্রেম ভাঙ্‌লো। বোধ হয় ঈর্ষা, তোমাদের মনে থাক্‌তে পারে যে রজত রায়ের মনেও ঈর্ষার উদ্রেক হ'তো। কিম্বা হয়-তো শর্ব্বরী ওকে ছোট করে' চুল ছাঁট্‌তে অনুরোধ করেছিলো। সে যা-ই হোক, সেই বিচ্ছেদের পর মলয় একটা চাক্‌রি নিয়ে আহ্‌মেদাবাদ চলে' যায়—তারপর তা'কে আর নাকি কল্‌কাতায় দেখা যায় নি।

'তারপর—অমিতা বল্‌লো—তারপর শর্ব্বরী আর প্রেমে পড়েছে বলে'ও নাকি শোনা যায় নি। দুষ্টু অমিতা আরো বল্‌লো, "সুতরাং next chance তোমার।"

'পরের দিন সকালে আমি টেলিফোনে শর্ব্বরীকে ডাক্‌লাম। হ্যাঁ, সাহস হ'লো। হ'বে না কেন? মলয়ের বন্ধু বলে' নিজের পরিচয় দিতে ক'টা লোক পারে?

'আমার গলা শুনে' আমাকে চিন্‌তে পার্‌লো না—পার্‌বার কথাও নয়। বল্‌লাম, "বজ্রধর—বজ্রধর বসু আপনার সঙ্গে কথা বল্‌ছে। কাল্‌কে—"

'"হ্যাঁ, কাল্‌কেই আপনার সঙ্গে আলাপ হ'লো।" ইংরেজিতে ঐ কণ্ঠস্বরকে বলে icy।

'বরফের প্রভাবে জমে' যাবার আগেই বল্‌লাম, "Excuse me—পরে অমিতার কাছে শুন্‌লাম, মলয়ের সঙ্গে আপনার—ও কী?"

'"কিছু নয়। কী শুন্‌লেন?"

'"না—মলয়কে আমি চিন্‌তাম কিনা—ও আমার বন্ধু ছিলো, তাই—"

'"আপনি মলয়কে চিন্‌তেন?"

'"চিন্‌তাম বলে'ই আপনাকে বিরক্ত কর্‌লাম। আচ্ছা—"

'"না—না—এই একটু। আপনি দয়া করে' একবার আমার এখানে আস্‌বেন? টেলিফোনে বেশিক্ষণ আলাপ করা যায় না। আস্‌বেন?"

আরো চা, বিভূতি?

'কালিঘাট ট্রাম-ডিপো ছাড়িয়ে গ্রীক গির্জ্জার পূব দিকে ছোট, একতলা, লাল একটি বাড়ি চেনো, সুকুমার? সাম্‌নে ফুলের বাগান আছে। সেই বাড়িতে গেলাম—বিকেলে—সেইদিনই। সেই থেকে প্রায়ই যাচ্ছি। রোজই, বল্‌তে পারো। আজ ছ'মাস হ'লো।

'সে-বাড়িতে থাকে শর্ব্বরী আর তা'র ভাই;—ভাইটি বয়েসে বড়, কিন্তু দেখ্‌তে ছোট মনে হয়। ভাইটিও খুব ইণ্ট্‌রেস্‌টিং, কিন্তু সম্প্রতি তা'র সঙ্গে মুখ-চেনা করে'ই বিদেয় নিতে হচ্ছে। পাখাটা খুলে' দেবো?

'মলয়কে অবলম্বন করে' আলাপ আরম্ভ কর্‌লাম। জম্‌লো। এমন জম্‌লো যে সেদিন শর্ব্বরীর জীবন-চরিত লেখ্‌বার মত তথ্য নিয়ে ফিরে' এলাম।

'মাসান্তে অপূর্ব্ব আনন্দের সহিত আবিষ্কার করা গেলো যে আমি শর্ব্বরীর প্রেমে পড়েছি, এবং, আর যা-ই হোক্‌, শর্ব্বরীর আমাকে

ভালো লাগে। বর্ত্তমানে ব্যাপারটা এতদুর গড়িয়েছে যে আমি ওকে বিয়ে কর্‌বার সঙ্কল্প করেছি, কিন্তু কিছুতেই এ-কথা ওকে বল্‌তে পার্‌ছি না।'

সুকুমার প্রশ্ন কর্‌লে, 'বাধা ?'

'বাধা মলয়। মলয়ের নামটা সিঁড়ির মত ব্যবহার কর্‌বার উদ্দেশ্য আমার ছিলো; কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সেই সিঁড়ি ছাড়িয়ে-ওঠা আমার হ'বে না। মলয় আমাদের দু'জনকে পেয়ে বসেছে। বুঝ্‌তে পার্‌ছো? এ-অবস্থায় এমন-কিছু আমি ভাব্‌তে পার্‌ছি নে, যা কর্‌লে নিষ্ঠুর বা কুৎসিত হ'বে না। সেই জন্যই তোমাদের পরামর্শ চাইছি। পাখাটা খুলে'ই দিই।

'হ্যাঁ, মলয়। আজও মলয়, কালও মলয়। মলয়কে ও ক্লীন্‌ ভুলে' গিয়েছিলো, কিন্তু আমি মলয়কে ফিরিয়ে এনেছি। শর্ব্বরীর জীবনে ওর ষোলো বছরের প্রেম, ওর এক বছরের প্রেম, ওর প্রথম প্রেম ফিরে' এসেছে। সেই জন্যই ওর কাছে আমার এত খাতির। আমিও সুবিধে পেয়ে ওর এই কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়েছি—মলয়ের সম্বন্ধে আমার স্বল্প অভিজ্ঞতাকে রঙ্‌ চড়িয়ে নানাভাবে ওর কাছে উপস্থিত করেছি, ও আমাকে আবার আস্‌তে বল্‌বে, আমার জন্যে অন্যান্য এনগেইজ্‌মেণ্ট্‌ ভাঙ্‌বে, এই লোভে—যা বিশ্বাস করি নে, তা-ই বলেছি—মলয়ের চোখ ছিলো শেলির মত, ছবির চর্চ্চা কর্‌লে ও ইণ্ডিয়ান আর্টকে সত্যিকারের আর্টে পরিণত কর্‌তে পার্‌তো; মলয়ের প্রেম অদৃশ্য ডানার মত ওকে ঢেকে রাখ্‌তো, জড়িয়ে রাখ্‌তো—পৃথিবীর কোনো মলিনতা ওকে স্পর্শ কর্‌তে পার্‌তো না। বলেছি, মলয় এ-সব বিষয়ে কথা বল্‌তো কম, কিন্তু একদিন—এক রাত্তিরে—বলেছিলো, কোনো নাম করে

নি, শুধু বলেছিলো, "ওকে প্রথম যখন দেখেছিলাম, ওর ঘন কালো চুলের অরণ্য ছাড়া কিছুই দেখ্‌তে পাই নি।"

'এমনি করে' যে-মলয়কে আমি রচনা করেছি, শর্ব্বরী তা'র সঙ্গে প্রেমে পড়ে' গেছে; সেই মলয়কে এখন আমি কী করে' পথ থেকে সরাই? এখন যে-কোনো বিষয়েই কথা উঠুক্ না, ঘুরে'-ফিরে' আস্‌তেই হ'বে মলয়ের কাছে। যে-কোনো উপলক্ষ্যে—মলয় কী কর্‌তো, আর কী ভাব্‌তো, মলয় কবে কী বলেছিলো, কোন্ চিঠিতে কী লিখেছিলো—তা'রি আলোচনা। স্মৃতিশক্তির ওপর অত্যাচার করে' শর্ব্বরী অনেক খুঁটিনাটি বা'র কর্‌লো, কিন্তু হাজার হোক্, এক বছরেরি তো আলাপ। একই গল্প ন' শো এগারো বার শুন্‌লাম, এবং ন'শো এগারো বার সায় দিলাম। এখন এমন হয়েছে যে আগে থেকেই বুঝ্‌তে পারি, মলয়ের জীবন-কাহিনী থেকে কোন্ প্যারাগ্রাফ্ আস্‌ছে। আপত্তি করা অসম্ভব, তা হ'লে হয়-তো ও চটে' গিয়ে কী যে করে, কে বল্‌তে পারে? তবু তো যা হোক্ ওকে দেখ্‌ছি, ওর কথা শুন্‌ছি। অথচ, বিয়ের কথা পাড়া অসম্ভব—কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে অসম্ভব। যে-মলয়কে আমিই তৈরি কর্‌লাম, তা'র এমন অপমান করি কী করে'? তা হ'লে শর্ব্বরী হয়-তো আমার আর মুখও দেখ্‌বে না। ও যে আমাকে শ্রদ্ধা করে, ভালো—হ্যাঁ, ভালোই বাসে বল্‌তে হ'বে, তা শুধু আমি মলয়কে শ্রদ্ধা করি ও ভালোবাসি বলে'। অথচ শর্ব্বরীকে—কৃষ্ণকেশী শর্ব্বরীকে আমি ভালোবেসেছি, সত্যি ভালোবেসেছি;—মণিকার সঙ্গে ব্যাপারটা যে আসলে ভালোবাসাই নয়, তা এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

'মণিকা বল্‌তে মনে পড়্‌লো। সেটা আবার শর্ব্বরী কী করে'

যেন টের পেয়েছে। একদিন—অনেকদিন আগে—ওর সঙ্গে প্রথম আলাপের অবস্থায়, শর্ব্বরী আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে "মণিকাকে তুমি চিন্‌তে না ?"

'প্রশ্ন শুনে' ঘাব্‌ড়ে গেলাম। জানোই তো, সুকুমার, আমার উপস্থিতবুদ্ধি তোমার মত ধারালো নয়। বোধ হয় একটু লাল হ'য়েও উঠেছিলাম। আম্‌তা-আম্‌তা করে' যে-জবাব দিয়েছিলাম, সেটার বিশেষ-কোনো মানে হয় না।

'এর পরে মাঝে-মাঝে ও মণিকার কথা শুন্‌তে চাইতো, আমি চুপ করে' থাক্‌তাম। আমার একটু ভয়ই হয়েছিলো, কিন্তু শীগ্‌গিরই ও মণিকাকে ভুলে' গেলো। বোধ হয় ও বুঝ্‌তে পেরেছে যে ওটা আসলে কিছু নয়, নইলে মণিকার প্রসঙ্গ আমার কাছে অপ্রীতিকর হ'বে কেন ? এখন মুস্কিল হয়েছে মলয়কে নিয়ে। আচ্ছা বিভূতি, বলো তো তুমি এ-অবস্থায় পড়্‌লে কী কর্‌তে ?''

জবাব দিলে সুকুমার, 'আমি হ'লে শর্ব্বরীকে চিঠি লিখ্‌তাম, "কাল রাত্তিরে ঈশ্বর এসে আমাকে বলে' গেলেন যে তুমি যদি আমাকে বিয়ে না করো, তা হ'লে তোমার জন্য তিনি অনন্ত নরকবাসের ব্যবস্থা কর্‌বেন। অনন্ত নরকবাসের চাইতে কি আমি ভালো নই ?"

সুকুমারের কথাটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে' বজ্রধর আমার মুখের দিকে তাকালে।

আমি বল্‌লাম, 'উপস্থিত মুহূর্ত্তে আমি কিছুই বল্‌তে পার্‌বো না, বজ্রধর। আমাকে ভাব্‌তে সময় দাও।'

সুকুমার বল্‌লে, 'আমি এক ভদ্রলোককে জান্‌তাম, যিনি বল্‌তেন যে পৃথিবীর সব চেয়ে কঠিন সমস্যার মীমাংসা কর্‌তে তাঁর লাগে

পনেরো মিনিট, আর ছোটখাটো ঘরোয়া সমস্যাগুলো দেড় থেকে দু' মিনিটের মধ্যে হ'য়ে যায়। সেই ভদ্রলোককে এখন পেলে হ'তো।'

বজ্রধরের মুখ দিয়ে যে-শব্দটা বেরুলো, সেটা অত্যন্ত শ্রুতিকটু।

৩

সুকুমার মৃদুকণ্ঠে শোফ্যর্‌কে বল্‌লে, 'এণ্টালি।'

এই ভর-দুপুরে এণ্টালিতে সুকুমার সেনের কী প্রয়োজন বা আকর্ষণ থাক্‌তে পারে, এ-প্রশ্ন করায় ও শুধু একবার ওর ফোলা-ফোলা চুলের ওপর আঙুল বুলোলে। প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করা গেলো। সংক্ষিপ্ত জবাব এলো, 'অমিতার কাছে।'

'সেটা তুমি না বল্‌তেই বুঝ্‌তে পেরেছিলাম, কিন্তু—'

'ব্যস্ত হচ্ছো কেন? একটু পরে তো প্রত্যক্ষই কর্‌বে।'

কর্‌লাম প্রত্যক্ষ। অমিতা চন্দ তা'র ঠাণ্ডা, আধো-অন্ধকার ঘরে বসে' পীস্‌বোর্ডের ওপর নানা রঙের কাগজের টুক্‌রো আঠা দিয়ে লাগিয়ে-লাগিয়ে একটা বিচিত্র মনুষ্যমূর্তি বানাবার দুরূহ এবং প্রশংসনীয় চেষ্টা কর্‌ছিলো। স্নানান্তে তা'র গায়ে একটা হল্‌দের ওপর কালো ছোপ-বসানো ড্রেসিং গাউন্‌, খোলা গলায় শাড়ির লাল-পেড়ে আঁচলটা চাদরের মত করে' জড়ানো; চুলগুলো দু' ভাগ হ'য়ে কাঁধের ওপর দিয়ে বুকের ওপর এসে লোটাচ্ছে।

সুকুমার ঢুকে'ই বল্‌লো, 'তোমাকে চিতা-বাঘের মত দেখাচ্ছে।'

'খিদেও পেয়েছে চিতা-বাঘের মতই। খেয়ে আস্‌বো?'

'অনেকদিন পর কোনো মেয়েকে দেখে' এইমাত্র মুগ্ধ হওয়া গেছে—

তাই তোমার এ-অভদ্রতা ক্ষমা কর্‌লাম। খেতে আমাদেরকেও হ'বে, এবং সে-অনুষ্ঠানটা যা'তে যথাশীঘ্র সম্পাদিত হ'তে পারে, সে-জন্য তোমাকে একটু অপেক্ষা কর্‌তে অনুরোধ কর্‌ছি। পাঁচ মিনিট।'

'তুমি জানো সুকুমার, আমি এই অসময়ে কিছুতেই তোমাদেরকে খেতে বল্‌বো না। বোহেমিয়ানিজ্‌ম্‌-এর দিন গেছে। পৃথিবীর সব চমৎকার ফ্যাশানের যা হয়, ওরো তা-ই হয়েছে ;—কয়েকজন লোক দায়ে পড়ে' সেটা সুরু করে, পরে সবাই তা'দেরকে অনুকরণ করে' জিনিষটাকে প্রেমের মতই মামুলি করে' তোলে। ওহে, শুনতে পাচ্ছি, আজকালকার সাহিত্যিকরা নাকি প্রেমে-পড়ার চল্‌ উঠিয়ে দিচ্ছেন? প্রেমে-পড়া ব্যাপারটা নাকি সেকেলে। সেকেলে হ'তে আমার মন কিছুতেই সর্‌বে না, অথচ ও-আপদ তো আমার একটা-না-একটা লেগেই আছে।'

'তোমার কিছু ভয় নেই, নারী। সাহিত্যিকদেরকে কাঁচকলা দেখিয়ে আরো দু'জন লোক হৃদয়-চর্চ্চায় নিযুক্ত। সুতরাং সেকেলে যদি হ'তেই হয়, তুমি—মানে, তোমরা—নিতান্ত নিঃসঙ্গ হ'বে না।'

'আমাদের জানাশোনার মধ্যে আর কে—? দাঁড়াও, ভেবে দেখ্‌ছি।—ও—'

'বজ্রধর তো বিয়ে কর্‌বার জন্য ক্ষেপে গেছে।'

'বেশ তো—করুক্‌ না।'

'এ-কথা ভেবে ভুল কর্‌ছো, অমিতা, যে তোমার অনুমতির জন্যই ও অপেক্ষা কর্‌ছে। কেননা, বজ্রধর যা'কে বিয়ে কর্‌বে বলে' ভাব্‌ছে, সে তুমি নও।'

'না হ'লেও তা'র হ'য়ে আমি অনুমতি দিতে পারি। তোমরা

পুরুষরা এ-কথা কেন সর্ব্বদা ধরে' নাও যে মেয়েদের মনে তোমাদের মত কোনো প্রাবল্য হ'তে পারে না ?'

'হয়েছে নাকি প্রাবল্য ? বাস্তবিক ? জান্‌লে কী করে' ?'

'কী করে' আবার জান্‌বো ? যেমন করে' সবাই জানে। আজ থেকে জানি ? ওদের তখন পরিচয় হয়েছে মাত্র। শর্ব্বরী একদিন এসে এটা-ওটা আলাপ কর্‌তে লাগ্‌লো। বয়স্ক লোকের এই লাজুক-ভাবটা আমার একেবারেই সয় না। মনে-মনে আমি সেই কথাই ভাব্‌ছিলাম। হঠাৎ, শর্ব্বরীর "টেনিস্‌ন্‌-এর আগে পোয়েট্‌-লরিয়েট্‌ কে ছিলো ?" প্রশ্নের উত্তরে আমি বলে' ফেল্‌লাম, "হ্যাঁ, এর আগে মণিকা ছিলো, তা সে চুকে'-টুকে' ভূত হ'য়ে গেছে। Next chance তোমার।" শর্ব্বরী মোটেও না-বোঝ্‌বার বা অপ্রীত হ'বার ভাণ কর্‌লে না। তারপর সাহিত্যের বদলে আমরা যে-জিনিষ চর্চ্চা কর্‌লাম, আজ-কালকার সাহিত্যে তা অচর্চ্চনীয়।'

'"Chance"টা লুফে' নেবার জন্যে শর্ব্বরী খুব গরজ দেখালে নাকি ?'

'বজ্রধর তোমাকে পাঠিয়েছে কেন ? নিজে এলেই পার্‌তো।'

'বজ্রধর আমাকে পাঠায় নি। না—সত্যি।' অমিতার আলখাল্লার ঢোলা হাতা নিয়ে সুকুমার খেলা কর্‌তে লাগ্‌লো।

'আমি তোমাকে শুধু একটি খবর দেবো—সে-খবর মূল্যবান। শর্ব্বরী সেদিন মোটারে ওঠ্‌বার মুখে মুখ ফিরিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস কর্‌লে, "মণিকা কে, জানো ?"—নাও এবার, তোমাদের মত আমি সকাল সাতটা থেকে এগারোটার মধ্যে চার বার চা খাই নে। এবং আমি রবীন্দ্রনাথের রাজকন্যা নই যে আমার খিদে পাবে না। তুমি

যদি কখনো কোনো বই লেখো, সুকুমার, আশা করি তা'র নায়িকার আহার-বর্ণনা সবিস্তারে কর্‌তে ভুল্‌বে না।'

'নিশ্চয়ই ভুল্‌বো, কারণ জীবমাত্রকেই যে আহার কর্‌তে হয়, এ-কথা সবাই জানে।'

'বাদে বাঙ্‌লাদেশের গল্প-লেখকরা—এবং আপাতত তুমি।'

৪

বাইরে এসে সুকুমার বল্‌লে, 'গর্ব্বিত হও, বিভূতি—সুকুমার সেন এ-বেলা তোমার সঙ্গে খা'বে।'

বেলা তখন দুপুর ছাড়িয়ে গেছে। ছোট-ছোট বাতাসে লোয়ার্ সার্কুলার্ রোড্-এ ধূলোর ঘূর্ণী উড়্‌ছে। সকালবেলাটা বসন্ত হ'লেও মধ্যাহ্ন গ্রীষ্মের। দিনের সঙ্গে-সঙ্গে আমার মেজাজও গরম হচ্ছিলো, তাই আমি চুপ করে' রইলাম। বিশ্রী কথা বলার চাইতে চুপ করে' থাকা ভালো।

এলো বিকেল—লম্বা ছায়া ফেলে', ঠাণ্ডা হাওয়া ছড়িয়ে। চায়ের পর সুকুমার বল্‌লে, 'চলো শর্ব্বরীর কাছে।'

আমি (আশা করি) দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, 'একদিনের পক্ষে যথেষ্ট ঘোরা হয়েছে। এখন আর কেউ আমাকে ঘরের বা'র কর্‌তে পার্‌বে না।'

কিন্তু সুকুমার পার্‌লো। সুকুমার কী না পারে? যদিও তখন পর্য্যন্ত আমি শর্ব্বরীকে চিনি নে, যদিও সন্ধ্যায় আমি অতিথি আশা কর্‌ছিলাম—তবু।

বজ্রধর-বর্ণিত লাল একতলা বাড়ির ফটকে সুকুমার নাব্‌লো। আমি গাড়িতে বসে' অপেক্ষা কর্‌লাম। বসে' ভাব্‌তে লাগ্‌লাম, হাতের ওপর চিবুক, উরুর ওপর কনুই, পায়ের ওপর পা রেখে একটি মেয়ে বসে' আছে—তা'র ঘন চুলের কালো অরণ্য দেখে' অমাবস্যার তারার কথা মনে পড়ে—বসে'-বসে' ভাব্‌ছে, কখন্ আস্‌বে বজ্রধর, এসে সেই ওর একটি মরা বছরকে আবার বাঁচিয়ে তুল্‌বে।

মনটা আর-একটু হ'লেই লিরিক্‌ল্ হ'য়ে উঠ্‌তো, ভাগ্যিস্ সেই মুহূর্ত্তে অতিশয় মন্থর পদক্ষেপে সুকুমারকে বাগান অতিক্রম কর্‌তে দেখা গেলো।

—'কী হে, এত শীগ্‌গির এলে ?'

সুকুমার ধপ্ করে' আমার পাশে বসে' পড়ে' এমন আরামের নিঃশ্বাস ছাড়্‌লে, যা শুন্‌লে মন ভালো হয়।

—'পদ্মপুকুর।'

'এখন আবার বজ্রধরের কাছে ? তোমার আজ হয়েছে কী ?'

'ওর বিয়ের খবরটা ওকে দিয়ে আসা যাক্—কী বলো ?'

'শুনি ?'

'শোনো। শর্ব্বরী অবিশ্যি বুঝ্‌তে পারে নি, আমি ঐ জন্যেই এসেছি। প্রসঙ্গক্রমে কী করে' আসল কথা উত্থাপন কর্‌তে হয়, তা আমি জানি। শর্ব্বরী—বেচারার অবস্থা কাহিল—বজ্রধরের নাম করা মাত্র সেটা লুফে' নিলে। অন্য-কোনো বিষয়ে—আমি চেষ্টা করে-ছিলাম—কথা উঠ্‌তেই দিলে না। পরে বল্‌লে, "কোনো আশা দেখ্‌ছি নে, সুকুমার। ও এত ভালো, এমন unsophisticated ! আজকালকার ছেলেদের মত—তোমার মত—cynicism-এর বিশ্রী

ভাণ নেই, একেবারে নিরহঙ্কার, নিরলঙ্কার, নির্ম্মল। ওর অমন উৎকট, কটমট নাম কে রেখেছিলো? ওর নাম অমল হ'লে মানাতো, মনে-মনে আমি ওকে অমল বলে' ভাবি।"

'"অমলবাবুকে হিংসে হচ্ছে, শর্ব্বরী।"

'"ঈশ্বর আমাদেরকেও একটি নির্ম্মল হৃদয় দিয়েছিলেন, সুকুমার, আমরা নানা আঁকিবুঁকি কেটে সেটাকে নষ্ট করে' ফেলেছি। বজ্রধর তা করে নি। ওর পবিত্রতা আমাকে—হ্যাঁ, পীড়াই দেয়। জানো, মণিকাকে ও ভুল্‌তে পারে নি। আমি ভেবেছিলাম—অমিতা আমাকে তা-ই বুঝ্‌তে দিয়েছিলো—কিন্তু ভাগ্যিস কিছু বলি নি—ছি-ছি, তা হ'লে কী লজ্জাই পেতাম! মণিকার নাম কর্‌তেই ওর মুখে রক্ত উঠে' আসে; একেবারে বোবা বনে' যায়। সেই জন্যেই মলয়—মলয় সে-সময়ে ওর বন্ধু ছিলো—মলয়ের ওপরও ওর শ্রদ্ধার সীমা নেই। ও ভাব্‌ছে, ও যেমন মণিকাকে, আমিও তেম্‌নি মলয়কে—কিন্তু আমি যে নানারকম আঁকিবুঁকি কেটে আমার হৃদয়কে নষ্ট করে' ফেলেছি, তা তো আর ও জানে না। ও জানে না, ও যখন আমার সঙ্গে মলয়ের বিষয়ে আলাপ করে, আমি কত ক্লান্ত হই, কত চেষ্টায় হাই চাপি। অবিশ্যি ওকে খুসি কর্‌বার জন্য আমিও উৎসাহ দেখাই; এমন কি, এক ভাঙা বাক্স থেকে মলয়ের চিঠিগুলো—বানান ও ভাষার ভুলে-ভরা চিঠিগুলোও টেনে বা'র করেছি। আমি জানি, ও আমার কাছ থেকে কী আশা করে; ওর সেই আশা পূরণ কর্‌বার জন্যে আমি যখন-তখন মলয়ের কথা তুলি—মলয়-সম্বন্ধে কারুণ্যের ভাণ করি;—এত কষ্ট করি শুধু ওর শ্রদ্ধা অর্জ্জন কর্‌বার জন্যে—কিন্তু শ্রদ্ধাই তো জিনিষ! প্রথমে খেলাচ্ছলে সুরু করেছিলাম, কিন্তু এখন এ-ই হ'য়ে

উঠেছে সব। এখন আর ওর মোহ ভাঙা সম্ভব নয়। সে বড় বেশি নিষ্ঠুর হ'বে, সুকুমার। আমার বড় বেশি ক্লান্ত লাগ্‌ছে—বজ্রধর আমাকে খুবই ভালোবাস্‌তে পারতো, কিন্তু ওর হৃদয় এত পবিত্র না হ'লেও তো পার্‌তো! মণিকা—" এই যে, এলাম।'

'ব্যাপার ভারি মজার হে। বজ্রধরটা কী বোকা!'

'বোকা নয় হে, ভালো, বড় বেশি ভালো। কিন্তু মাস খানেকের মধ্যে যদি ও শর্ব্বরীকে বিয়ে করে' না ফেলে, তা হ'লে ওকে বোকা বলে'ই সন্দেহ কর্‌বো।'

৫

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কেন যে ওদের বিয়ে হ'লো না, সে-কথা—অসংখ্য আঁকিবুঁকি কেটে হৃদয়কে যা'রা নষ্ট করে' ফেলেছে, কী করে' তা'দেরকে বোঝানো যায়? এক মাস গেলো; সুকুমারের ভবিষ্যদ্বাণী আংশিকরূপে সফল হ'ল—অর্থাৎ, শর্ব্বরী স্বগৃহ পরিত্যাগ কর্‌লে, কিন্তু পদ্ম-পুকুরের সিঁড়িতে পদ্ম ফুট্‌লো না—গ্রীক গির্জ্জার পেছনের ছোট, লাল বাড়িটির শাদা ফটক বুজে' গেলো, সবুজ শেইড্-এর নীচে সবুজ জানালার পাট বুজ্‌লো—আমাদের সকলকে তাক লাগিয়ে শর্ব্বরী এমন একটা কাজ কর্‌লে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যা মানাতো। শর্ব্বরী ভাইকে নিয়ে মুসৌরী চলে' গেলো—আসন্ন গ্রীষ্মটা ওখানেই কাটাবে বলে'।

ব্যাপারটা একটু জটিলই। বোঝানো শক্ত। বজ্রধরের মুখে শুনে' সুকুমার কিছুতেই 'point'টা বুঝ্‌তে পারে নি। এর আদৌ কোনো

'point' আছে কিনা, সে নিয়ে তর্ক করা যায়। বজ্রধর বলে—বল্‌বেই তো!—এ না হ'য়েই উপায় ছিলো না, পাপ না জেনে কর্‌লেও নাকি পাপ।

অবাক হচ্ছেন? এখানে আবার পাপ-টাপের কথা ওঠে কিসে? বজ্রধর ঐ রকমই—ও কেন মলয়ের নামের অপব্যবহার করেছিলো, এটুকু বক্রতার কোন্ প্রয়োজন ছিলো ওর, এত তাড়াই বা কেন কর্‌লে? অপেক্ষা কর্‌লে, অপেক্ষা কর্‌লে সবি হ'তো। এই—ওর মতে—নিদারুণ অপরাধে ওদের সমস্ত জীবন ভণ্ডুল হয়ে গেলো—যা অবশ্যম্ভাবী, তা-ই হ'লো। সুকুমারের মধ্যস্থতায় সব ঘোর-প্যাঁচ পরিষ্কার হ'য়ে-যাওয়া সত্ত্বেও বজ্রধরের মন নাকি আশানুরূপ পরিষ্কার হয় নি; একটা কেমন-কেমন ভাব নিয়ে পরের দিন ও শর্ব্বরীর কাছে গিয়ে—

বাকিটা নিয়ে একটা ছোটখাটো নাটক হয়। যেমন :—

[সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে। বাগানে দু'টো ডেক্-চেয়ার অত্যন্ত নীচু করে' পাশাপাশি পাতা। একটাতে শর্ব্বরী বসে'। আর-একটার শূন্যতা এইমাত্র পূর্ণ কর্‌লে বজ্রধর।]

শর্ব্বরী। তুমি এত দেরি করে' এলে!

বজ্রধর। ভাব্‌ছিলাম, আস্‌বো কিনা। হঠাৎ এমন-একটা ব্যাপার—

শর্ব্বরী। ঠিক এম্‌নি সঙ্কোচ মলয়েরো ছিলো।

বজ্রধর। তুমি চুপ করো, শর্ব্বরী।

শর্ব্বরী। চুপ কর্‌বো? কেন?

বজ্রধর। কেন নয়, এম্‌নি। দু'জন অন্তরঙ্গ নীরবে বসে' আছে,

এ-দৃশ্য দেখ্‌তে দেব্‌তারা ভালোবাসেন। কথা না কইলেই কি নয়, শর্ব্বরী ? অন্তত, আজ্‌কের মত ? তুমি কখনো ভাবো, শর্ব্বরী ?

শর্ব্বরী। এখন আমরা দু'জনে পাশাপাশি বসে' ভাব্‌বো তো ? বেশ। কিন্তু কা'র—কিসের কথা ভাব্‌বো ?

বজ্রধর। তোমার মতে, তুমি মলয়ের কথা ও আমি মণিকার। কিন্তু আমার মতটা অন্য রকম।

শর্ব্বরী (সোজা হ'য়ে উঠে' বসে')। মানে ?

বজ্রধর। একটা ইংরিজি কবিতা মনে পড়্‌ছে—শুন্‌বে ? মানে, কবিতাটা নয়, গল্পটা।

শর্ব্বরী। কা'র ?

বজ্রধর। . নামটা স্মরণীয় নয়। পঞ্চম শ্রেণীর কবি।—কিন্তু শুন্‌বে ?

শর্ব্বরী (আবার গা এলিয়ে)। বলো।

বজ্রধর। একটি ছেলে প্রেমে ব্যর্থ হ'য়ে এক পুকুরে গেলো ডুবে' মর্‌তে। গিয়ে দেখে, একটু দূরে একটি মেয়ে বসে' আছে। ডেকে জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'তোমার swain বুঝি আমার nymph-এর মতই নিষ্ঠুর ? তাই বুঝি ডুবে' মর্‌তে এসেছো ?'

মেয়েটি জবাব দিলে, 'আহা—তোমারো বুঝি সেই দশা ? মেয়ের প্রাণ এত কঠিন হয় ? এসো, দু'জনে একসঙ্গেই মরা যাক্‌।'

ছেলেটি প্রতিধ্বনি করে' বল্‌লে, 'মরা যাক্‌।'

শর্ব্বরী। ভূতের গল্প ?

বজ্রধর। শোনোই না।—দু'জনেই মর্‌তে প্রস্তুত, কিন্তু কেউই নাব্‌ছে না। ছেলেটি পায়ের আঙুল দিয়ে জলটা একটু ছুঁয়ে'ই শিউরে' উঠ্‌লো—'উঃ, কী ঠাণ্ডা !'

মেয়েটি পুকুরের জলের দিকে তাকিয়ে কেঁপে উঠ্‌লো : 'ইস্‌, জলগুলো কী কালো আর নোঙ্‌রা আর বিশ্রী !'

ছেলেটি বল্‌লে, 'শীতকালটা যাক্‌, তারপর গ্রীষ্ম এলে দু'জনে একসঙ্গে মরা যা'বে।'

মেয়েটি প্রতিধ্বনি করে' বল্‌লে, 'মরা যা'বে।'

শর্ব্বরী (আবার উঠে বসে')। এ-গল্প তুমি নিজে বানিয়ে বল্‌ছো ?

বজ্রধর। না, কবিতা একটা সত্যি আছে, তবে হয়-তো কিছু বাড়িয়ে-টাড়িয়ে বল্‌তে পারি।—তারপর, শোনো। তারপর ওরা সেই পুকুরের ধারে এক কুটীর বাঁধ্‌লে শীত কাটাবার জন্যে—গ্রীষ্ম এলেই মর্‌বে। শীত এলো। বরফে পৃথিবী শাদা হ'য়ে গেলো, পুকুরের জল গেলো জমে'। তারপর গ্রীষ্মের সূচনা দেখা দিলে। পৃথিবীতে সবুজের আভা এলো, পুকুর গলে' জল হ'লো—ঈষদুষ্ণ জল। অনেকদিন পর ওরা দু'জন ঘরের বাইরে এলো।

ছেলেটি জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'মর্‌বে ?'

মেয়েটি প্রতিধ্বনি করে' বল্‌লে, 'মর্‌বে ?'

ছেলেটি বল্‌লে, 'ও বড় হাঙাম। তা'র চেয়ে এসো আমরা বিয়ে করি।'

মেয়েটি প্রতিধ্বনি করে' বল্‌লে, 'এসো করি।'

শর্ব্বরী (ঝুঁকে' বজ্রধরের মুখের দিকে চেয়ে)। আমাকে এ-গল্প বলার মানে ?

বজ্রধর। গল্পটার একটা moral আছে, শর্ব্বরী। সেটা হচ্ছে এই যে, ভুলে'-যাওয়া শুধু সময়-সাপেক্ষ।

শর্ব্বরী (খপ্ করে' বজ্রধরের হাত ধরে')। এ-moral-এ তুমি বিশ্বাস করো ?

বজ্রধর। তুমি কি মলয়কে ভুলে' যাও নি ?

শর্ব্বরী (বজ্রধরের হাত শক্ত করে' আঁকৃড়ে)। তুমি কি মণিকাকে ভুলে' গিয়েছো ?

বজ্রধর। হঁ্যা।

শর্ব্বরী। হঁ্যা। (বলে'ই বজ্রধরের হাত ছেড়ে দিয়ে শুয়ে' পড়ে' হাত দিয়ে চোখ ঢাকৃলে। খানিকক্ষণ নীরবতা।)

বজ্রধর। শর্ব্বরী।

শর্ব্বরী। (নীরব)

বজ্রধর। শর্ব্বরী।

শর্ব্বরী। (নীরব)

বজ্রধর। শর্ব্বরী।

শর্ব্বরী (চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে)। আমরা এতদিন খেলা কর্ছিলাম, বজ্রধর !

বজ্রধর। হঁ্যা, এতদিন খেলাই হচ্ছিলো ; কিন্তু আজ তোমাকে একটা সত্যি কথা বলৃবো ?

শর্ব্বরী। (নিম্নস্বরে) আজই বলৃবে ? এখনি ?

বজ্রধর। হঁ্যা, সেই জন্যই তো আজ আসৃতে দেরি হ'লো।

শর্ব্বরী। ও।

বজ্রধর। শর্ব্বরী।

শর্ব্বরী। বলো।

বজ্রধর। বলৃবো ? শর্ব্বরী, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

শর্ব্বরী। তারপর ?

বজ্রধর। শর্ব্বরী, আমি তোমাকে বিয়ে কর্‌তে চাই।

শর্ব্বরী। হ'লো ? এইবার আমার পালা।

বজ্রধর। বলো।

শর্ব্বরী। বল্‌বো ? বজ্রধর, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

বজ্রধর। তারপর ?

শর্ব্বরী। বজ্রধর, আমি তোমাকে বিয়ে কর্‌তে চাই।

(হঠাৎ দু'জনেই একসঙ্গে হেসে উঠ্‌লো। তারপর বেশ খানিকক্ষণ নীরবতা।)

বজ্রধর। যাই এবার।

শর্ব্বরী। তুমি কখনো ছোট ছিলে, বজ্রধর ? সন্ধ্যেবেলায় আকাশের তারা গুণে' ঘরে যেতে না ? দ্যাখো, ঐ একটিমাত্র তারা ফুটেছে আকাশে। এখন ঘরে যেতে নেই। সাত তারা যখন ফুট্‌বে, তখন তুমি যা'বে।

বজ্রধর। এক তারা দেখে' ঘরে গেলে কী হয় ?

শর্ব্বরী। অনেক-কিছু। মলয় বল্‌তো—

বজ্রধর। থেমে গেলে যে ?

শর্ব্বরী। এম্‌নি। (হেসে) মলয়ের কথা বলা অভ্যেস হ'য়ে গেছে, দেখ্‌ছি।

বজ্রধর। কী অদ্ভুত, ভাবো তো শর্ব্বরী ! এখন যদি মলয় এখানে এসে উপস্থিত হয়—

শর্ব্বরী। থাক্‌, ও-কথা আর কেন ?

বজ্রধর। না, কিসে যে কী হয়, কেউ বল্‌তে পারে না।

আচ্ছা, এখন যদি শুনি, মলয়-মণিকার বিয়ে হচ্ছে, সে কেমন হয় ?

শর্ব্বরী। কেমন আবার হ'বে ? কথা বোলো না, বজ্রধর। ঐ ছাখো—দুই—না, তিন তারা ফুটেছে।

বজ্রধর। আচ্ছা, মলয়-মণিকা যখন এ-খবর শুন্‌বে, কী ভাব্‌বে ওরা ?

শর্ব্বরী। ছাই ভাব্‌বে ওরা। কোন্ জিনিষটা যে শুধু সময়-সাপেক্ষ, তা তুমিই না এইমাত্র বল্‌লে ?

বজ্রধর। সত্যি তা-ই ? না ? আচ্ছা শর্ব্বরী, তুমি মলয়কে ভালোবাস্‌তে ?

শর্ব্বরী। বজ্রধর, তুমি মণিকাকে ভালোবাস্‌তে ?

বজ্রধর। তখন তো তা-ই মনে হ'তো।

শর্ব্বরী। তখন তো তা-ই মনে হ'তো।

বজ্রধর। আশ্চর্য্য, না ?

শর্ব্বরী। আর কথা বোলো না, বজ্রধর। চার তারা—

বজ্রধর। আচ্ছা শর্ব্বরী, চার বছর পর আমরাও তো পরস্পরকে একেবারে ভুলে' যেতে পারি !

শর্ব্বরী। তা ভুল্‌বো না, কারণ আমরা সর্ব্বদা কাছাকাছি থাক্‌বো।

বজ্রধর। আর না থাক্‌লেই ভুল্‌তাম ? তোমার কথার কি তা-ই মানে নয় ?

শর্ব্বরী। তুমি এইমাত্র যে-গল্পটা বল্‌লে—

বজ্রধর (উঠে' দাঁড়িয়ে)। হ্যাঁ, আমিই বলেছি। Moralটা বড় বেশি সত্যি—না, শর্ব্বরী ? কেন আমি ওটা বল্‌তে গেলাম ?

শর্ব্বরী। একটু বোসো বজ্রধর, একটু। পাঁচ—পাঁচ, ঐ যে ছ' তারা। (হাতে ধরে') একটু বোসো না।

বজ্রধর (শর্ব্বরীর হাতে চাপ দিয়ে)। তখন ওটাই কি কম সত্য মনে হয়েছিলো? কী বলো, শর্ব্বরী? ঠিক এখনকার মতই কি নয়? চার বছর পর আমাকে ভুলে'ই যেয়ো, শর্ব্বরী, আমি তোমাকে ভুলি কিনা দেখা যা'বে। (হাত ছেড়ে দিয়ে) সে-ই ভালো। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে করিয়ে দিলে তবে মনে থাকে। আশ্চর্য্য—না, শর্ব্বরী?

শর্ব্বরী (রুদ্ধস্বরে)। মানে?

বজ্রধর। আকাশে সাত তারা ফুট্‌লো।

(বজ্রধর দৃঢ় পদক্ষেপে বাগান পেরিয়ে রাস্তায় অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।)

শর্ব্বরী (কয়েক মিনিট পরে)। দাদা।

(বাড়ির ভেতর থেকে লম্বা একটি ছেলে বেরিয়ে শর্ব্বরীর কাছে এসে দাঁড়ালো। তা'র মুখের সিগ্রেট জ্বালানো নয়, হাতে দেশ্‌লাই।)

শর্ব্বরী। কাল সকালে প্রথম কী কাজ কর্‌বে, জানো? মুসৌরীর দু'টো টিকিট কিনে' আন্‌বে। জহুরকে বলে' দিয়ো, জিনিষপত্তর বেঁধে-ছেঁদে রাখে যেন।

দাদা। মুসৌরী—

শর্ব্বরী। হ্যাঁ, মুসৌরী। তুমি যা-ই বলো, অন্য-কোথাও আমি যাবো না। বাড়িটা ক'মাস বন্ধই থাক্। ভাড়া দিলে নষ্ট হ'য়ে যা'বে।

দাদা। কিন্তু—

শর্ব্বরী। না, দাদা—মুসৌরীতে আপত্তি কোরো না। কাল্‌টনে একটা তার করে' দিতে ভুলো না কিন্তু।

দাদা (সিগ্রেটের জন্য দেশলাই জ্বালালে, কিন্তু সিগ্রেট ধরাবার আগেই কাঠিটা তা'র হাত থেকে পড়ে' গেলো)। তোমার চোখে ও কী, শর্ব্বরী ?

শর্ব্বরী। জল, দাদা। বাজে জিনিষ বল্‌তে পারো। জলের কি কোনো দাম আছে ? ঘরে চলো, দাদা—আকাশে যে অনেক সাত তারা ফুট্‌লো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

অতনু মিত্র আর সাবিত্রী বোস্‌—আর বুলু

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

অতনু মিত্র আর সাবিত্রী বোস্—আর বুলু

সুন্দর চেহারা আমাদের অতনু মিত্রর। ওর সৌন্দর্য্য কানের কাছে চুপি-চুপি কথা কয় না, তারস্বরে চীৎকার করে—অন্যমনস্ক হ'য়ে থাক্‌বার জো নেই; অনেক লোকের মধ্যে লক্ষ্য না করে' উপায় নেই। বেচারার নিজের আর দোষ কী? বিধাতাই ওকে এমন করে' তৈরি করেছেন যে ওর কপালের ওপর বড়-বড় অক্ষরে 'আমার দিকে তাকাও' লেখা থাক্‌লেও কোনো ক্ষতি ছিলো না। তাকাতে ওর দিকে হয়ই।

মাজা গায়ের রঙ্; ফর্সা বল্‌লে তা'র বর্ণনা হয় মাত্র, ব্যঞ্জনা হয় না। গ্রীক দেবতার মত নাক; বড়, গভীর-কালো চোখ—আলস্যে, বাসনায় টল্‌টলে দুই চোখ, লম্বা, সরু পলকগুলি বেড়ার মত তা'দেরকে ঘিরে' আছে। টস্‌টসে ঠোঁট দু'টি ঈষৎ ফাঁক হ'য়ে থেকে ঝক্‌ঝকে দাঁতের একটু আভাস দেয়; শানের মত পালিশ-করা কপাল—তা'কে ললাট-ফলক বল্‌লে কবিত্ব হয় না; সিল্কের মত পাৎলা, নরম চুল—

কিন্তু এ-ই থাক্। আপত্তি উঠ্‌তে পারে—পুরুষমানুষের চেহারা, তা যত ভালোই হোক্ ও নিয়ে অত ফ্যানানোর কী দরকার রে বাপু? ঠিকই, আমার হয়-তো একটু বাড়াবাড়িই হয়েছে; কিন্তু অতনুর এই সুন্দর চেহারা তা'কে একবার যে-ফ্যাসাদে ফেলেছিলো,

তা-ই নিয়ে এই গল্প ; বলা যেতে পারে, এই গল্পের নায়ক অতনু নয়, অতনুর চেহারা। কেননা, অতনুর চেহারার জন্যই তো মেয়েরা সব পাগল হ'য়ে গেলো, এবং সব মেয়েরা পাগল হ'য়ে গেলো দেখেই তো সাবিত্রী বোস্ পণ কর্‌লে, অতনুকে জয় কর্‌তেই হ'বে ; এবং সাবিত্রীর হাতে একবার ধরা দিয়ে ফেলে' তারপর হঠাৎ অন্যত্র হৃদয়াবেগের সঞ্চার হ'লো বলে'ই তো অতনু পড়্‌লো মুস্কিলে, এবং অতনু দায়ে পড়ে' আমাকে অনেক কথা বলে' ফেলেছিলো ; তাই না আমি এ-গল্প লিখ্‌তে পার্‌ছি।

গোড়ায় দেখা যাচ্ছে ওর চেহারা ; মামুলি রীতি-অনুসারে, তাই, গোড়াতেই সুরু কর্‌লাম।

সুকুমার ঠাট্টা কর্‌বার চেষ্টা করে' বল্‌তো, 'যেমন নাম, তেম্‌নি চেহারা ! আহা আমার কিউপিড্ রে !'

সুনীল ঠাট্টা কর্‌তো, 'যেমন চেহারা, তেম্‌নি চরিত্র ! "কী করা হয়, মশাই ?" "প্রেম।" '

সুনীল আমাদের আর্টিস্‌ট্ বন্ধু—চৌকো-মুখো পুরুষ এঁকে নাম করেছে। ওর চোখের ভেতর মিকায়েলেঞ্জোলোর মত লাল্‌চে ছিটে আছে বলে' ওর ভারি দেমাক। ও ঠিক করে' রেখেছে, বছর দশেকের মধ্যে ও প্রকাণ্ড একটা-কিছু না হ'য়ে যা'বে না। অতনুর চোখ যতই সুন্দর হোক্, তা'তে লাল্‌চে ছিটে-ফিটে কিছু নেই—সুনীল তাই ওকে কথায়-কথায় ঠোকে। সুনীল একটা জিনিষ কিছুতেই বুঝ্‌তে পারে না—অতনুর সঙ্গে কেন মেয়েরা এত প্রেমে পড়ে—খেয়ে-দেয়ে ওদের আর কি কাজ নেই কোনো ? প্রেমে-পড়া ব্যাপারটাই বাজে ; কিন্তু যদি এমন-কোনো মেয়ে থাকে, যা'র

নেহাৎই প্রেমে না পড়্‌লে নয়—আসুক্ না সে সুনীলের কাছে! হ্যাঁ, অতনুর চেহারা ভালো হ'তে পারে, কিন্তু জিনিয়াস্...! ইজাডোরা ডান্‌কান্ বাঙ্‌লা দেশে জন্মায় নি কেন? সুনীল ব্যানার্জি কলালক্ষ্মীর উপাসক; অতনু মিত্রর মত যা'রা খালি মেয়ে শুঁকে' বেড়ায়, তা'দেরকেও বড় জোর করুণা করে।

অথচ, দোষ বল্‌তে অতনুর কিছুই নয়। ওর সুন্দর চেহারাই ওর কাল হ'লো। কোনো মেয়েই ওকে দেখে মাথা ঠিক রাখ্‌তে পারে নি—এক অমিতা চন্দ ছাড়া। অমিতা চন্দর মনটা নদীর স্রোতের মত—মাঝখান দিয়ে বয়ে' যায়, কোনোখানেই আট্‌কে থাকে না। ওর হৃদয়টা তরল পদার্থ, তাই তা'র ভাঙ্‌বার আশঙ্কা নেই। অতনু না জেনে কত মেয়ের হৃদয় যে কাচের বাসনের মত গুঁড়ো-গুঁড়ো করে' ভেঙে দিয়েছে, তা'র ইয়ত্তা নেই। আমাদের অমিতা—ফুর্‌ফুরে অমিতা—শুধু বেঁচে গেলো।

ওর প্রতি নারী-জাতির এ-দুর্ব্বলতায় অতনু—আর যা-ই হোক্—দুঃখে মরে' যায় নি। অবিশ্যি এ-দুর্ব্বলতা না থাক্‌লেও ও শুকিয়ে মরে' যেতো না। ওকে যা'রা কামসর্ব্বস্ব বলে' জানে, তা'রা ওর সম্বন্ধে কিছুই জানে না। সুবিধে পেলে ও রামকৃষ্ণ মিশনে ঢুকে,' দু'চার বার আমেরিকায় গিয়ে বত্রিশ বছরে মর্‌তে পার্‌তো। কিন্তু সুবিধেই যে ও পেলো না ছাই! বল্‌তে গেলে, মেয়েদের আঁচলের হাওয়ায় ও বড় হয়েছে। ও যখন প্রথম ওর নিজের আকর্ষণ-শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হ'লো, তখন ওর বয়েস—কত আর? চোদ্দ কি পনেরো। সেই থেকে—বলা যায়—মেয়েরা ওকে মাথায় তুলে' নেচে বেড়াচ্ছে। সেই থেকে নারী-সংস্পর্শের নরম মাখন খেয়ে ওর অভ্যেস।

হ'তে-হ'তে এমন হয়েছে যে অনেক অনুশীলনে ও ফ্লার্ট্-করাটাকে একটা আর্টে পরিণত করেছে। মেয়েদেরকে ও উপভোগ করে না, ব্যবহার করে। এ ছাড়া আর ওর উপায় কী? একা মানুষ; বাধিত করতে হয় অনেককে। এদেরি মধ্যে যে-কোনো একটিকে ও ভালোবাস্তে পার্তো, কিন্তু আর-সবাই ওকে ছেড়ে দেবে কেন? এবং সবাই যখন ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, ও ই বা কেন একজনকে নিয়ে পড়ে' থাক্বে? অতনুর কারবার হৃদয় নিয়ে নয়—তা'তে অত টানা-হেঁচ্ড়া সয় না। ওর ধারণা ছিলো, হৃদয় জিনিষটা সভ্য মানুষের শেষ কুসংস্কার। সত্যি-সাত্য তা-ই ধারণা ছিলো কিনা, জানি নে, তবে মুখে অন্তত ও তা-ই বল্তো। মুখে ও অনেক অনাচার করে'ই বেড়াতো—যদ্দিন না পনেরো বছরের একটি শ্যামলা মেয়ে—কিন্তু যখনকার যেটা।

আপাতত সাবিত্রী বোসের দিকে নজর দে'য়া যাক্।

২

একদা এক শনিবারে গ্লোব থিয়েটারে বেজায় ভিড় হয়। সাবিত্রী বোস্ আর অমিতা চন্দ এসে অনেক খোঁজাখুঁজি করে'ও পাশাপাশি দুটো চেয়ার পেলো না। ফিরে' যাওয়ার চাইতে—ওরা ভাব্লে—বরং আলাদা বসে' দেখাই ভালো। ওরা যখন ঢুক্লে, তখন পালা আরম্ভ হয়-হয়। যে যা'র জায়গায় বসা মাত্র অন্ধকারে সব গেলো হারিয়ে।

সাবিত্রী জান্তো না যে ওর ঠিক পেছনেই অতনু মিত্র বসে' আছে।

অতনুকে ও তখনো চিন্‌তো না। তা ছাড়া, ওর মন ছিলো ছবিতেই'; আশে-পাশে তাকাবার ফুর্‌সৎই ওর নেই।

অতনু কিন্তু ছবি দেখ্‌তে-দেখ্‌তে অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়; গল্পটা বুঝ্‌তে পারে না; ঘরসুদ্ধ লোক যখন হেসে ওঠে, চম্‌কে উঠে পর্দ্দার দিকে তাকিয়ে হাসির কিছুই দেখ্‌তে পায় না। দেখ্‌তে পায় একটি শিঙ্গ্‌ল্‌-করা মাথার পেছন; দু'দিকের চুল ঘণ্টার মত নেমে এসেছে; ঘাড়ের ওপরটা পুরুষের মত ছাঁটা। ও যদি আস্তে, খু—ব আস্তে ঐ ঘাড়ের ওপর একবার হাত রাখে—রেখেই হাত তুলে' আনে—তা হ'লে কি মেয়েটি টের পা'বে? একবার ও হাত বাড়িয়ে ফিরিয়ে আন্‌লে। নাঃ! কে না কে, একটা ফ্যাসাদ্‌ বাধ্‌তে কতক্ষণ? অথচ, আর-কোনো কথা অতনু ভাব্‌তে পার্‌ছে না; ঐ পরিষ্কার, নরম ঘাড় ছাড়া আর-কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছে না। অতনু দৃঢ়ভাবে হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে দিলে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে' মনে-মনে বল্‌লে, 'এইমাত্র কী সাংঘাতিক সংযম অভ্যাস কর্‌লাম, তা যদি জান্‌তে, ঈশ্বর!'

এম্‌নি করে' ইন্‌টার্ভেল্‌ এলো।

ঘরের আর-এক কোণ থেকে অনেক চেষ্টায় অমিতা এসে উপস্থিত হ'লো।—'হ্যালো, অতনু!'

'গুড্‌ গড্‌! অমিতা যে! তুমি এখানে? তোমার মত cinema-hater—'

'সাবিত্রী জোর করে' নিয়ে এলো। ও, তোমাদের আলাপ নেই বুঝি? এই, সাবিত্রী!—'

সাবিত্রী আচম্‌কা চোখ নামিয়ে নিলে।

অতনু বল্‌লে, 'আপনি এতক্ষণ আমার সাম্‌নে বসে' ছিলেন বলে' আমি কিচ্ছু দেখ্‌তে পাবি নি। গল্পটা কী, বলুন তো!'

অমিতা বল্‌লে, 'আমাব সঙ্গে জায়গা বদল কব্‌বে, অতনু? তুমিও ছবি দেখ্‌তে পাবে— আর আমিও সারাক্ষণ ছবি দেখ্‌বাব শাস্তি থেকে রক্ষে পাবো।'

সাবিত্রী বল্‌লে, 'তা হ'বে না। তুমি এত ববর্‌-বকর্‌ কব্‌বে, অমিতা, যে আমি হয়-তো কিছুই দেখ্‌তে পাবো না।'

অমিতা দূবে থাকা সত্ত্বেও ইন্‌টার্ভেলেব পব সাবিত্রী কিছুই দেখ্‌তে পেলো না। না অতনু। মাঝখান থেকে বেচাবা অমিতা বায়োস্কোপ দেখে মর্‌লো।

এ পর্য্যন্ত গল্পের ভূমিকা।

৩

মাসখানেক পরে এক সন্ধ্যায় সাবিত্রীদের ড্রয়িং রুমে সায়েবি পোষাক-পবা এক আধবয়সী ভদ্রলোক পাযচাবি কর্‌ছিলেন। তাঁর মুখে পাইপ্, দু'হাত ট্রাউজার্সেব পকেটে ঢোকানো। মাঝে-মাঝে বাঁ হাত বা'র করে' তিনি রিস্ট্-ওয়াচ্ দেখ্‌ছেন, আব ভুরু কুঁচ্‌কোচ্ছেন। প্রায় পনেবো মিনিট পাইচারিব পর শ্রান্ত হ'য়ে তিনি একটা সোফায় বস্‌তে যাবেন, এমন সময় সাবিত্রীব প্রবেশ। ভদ্রলোক না বসে' এগিয়ে গেলেন। সাবিত্রী বল্‌লো, 'বসুন।'

ভদ্রলোক মুখ থেকে পাইপ্ না নাবিয়েই বল্‌লেন, 'সময় নেই। **It's getting late for the theatre'.**

সাবিত্রী বল্‌লো, 'বসুন।'

ভদ্রলোক মুখ থেকে পাইপ্‌ নাবিয়ে বল্‌লেন, 'I say, it's getting late for the theatre. And you not yet dressed! What the—'

সাবিত্রী বল্‌লে, 'Don't swear.'

ভদ্রলোক বল্‌লেন, 'আমাকে আধ ঘণ্টার ওপর বসিয়ে রাখা হয়েছে—অথচ not yet dressed! By—'

সাবিত্রী বল্‌লে, 'Don't swear.'

ভদ্রলোক চটে' আগুন হ'য়ে বল্‌লেন, 'I'm not going to stand—'

সাবিত্রী মিষ্টি করে' বল্‌লে, 'Please sit down.'

ভদ্রলোক বল্‌লেন, 'Hell! I'm off.'

সাবিত্রী বল্‌লে, 'Thank you.'

একটু পরে সাবিত্রী ফোন রিং কর্‌লে।—'হ্যালো—that you? —এখন আস্‌বে একবার? থিয়েটারে যেতাম, সরকারকে ভাগিয়ে দিয়েছি।—আস্‌বে? That's all right. You'll find me quite ready.'

টেলিফোন রেখে সাবিত্রী ওপরে চলে' গেলো সাজসজ্জা কর্‌তে।

পরের দিন সরকার এসে বল্‌লেন, 'সাবিত্রী, কাল তুমি থিয়েটারে গিয়েছিলে—with a young man who looked like a professional lover—'

সাবিত্রী বল্‌লে, 'Dont be ridiculous'.

সরকার গম্ভীরভাবে বল্‌লেন, 'I demand an explanation.'

সাবিত্রী বল্‌লে, 'It needs none.'

সরকার সাবিত্রীব হাত ধবে' বল্‌লেন, 'Darling, I love you to desperation'

সাবিত্রী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বল্‌লে, 'I dont mind.'

এর পবে কোনো ভদ্রলোক সেখানে থাক্‌তে পাবেন না; এবং সরকাব যে ভদ্রলোক তা পূর্ব্বে বহুবার বলা হয়েছে। এ-বইয়ে এই ভদ্রলোকেব আব-কোনো উল্লেখ পাওয়া যা'বে না।

অতনুর সঙ্গে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে সাবিত্রী টাল্‌ সাম্‌লাতে পার্‌লো না। ছিট্‌কে পড়্‌লো। মাথায় তা'ব বক্ত উঠে' এলো। বিস্তীর্ণ কুয়াশাব মত সে চাবদিক থেকে অতনুকে জাপ্‌টে ধবেছে—অতনুকে দেখ্‌লে আর চেনা যায় না।

সাবিত্রীব বাপ ব্যাবিস্‌টব, বালিগঞ্জে ওদের বাড়ি। সাবিত্রীব অ্যাড্‌মায়ারের দল বলে যে ও বাঙ্‌লার আগে শেখে ইংরিজি বল্‌তে; এবং বাঙ্‌লাব চেয়ে ভালো জানে ফ্রেঞ্চ। ওর ফ্রেঞ্চ বিদ্যার পবিধি নির্ণয় কর্‌বার যোগ্যতা আমার নেই; তবে সুকুমারের মতামত এ-স্থলে লিপিবদ্ধ কর্‌লে অবান্তর হ'বে না। সাবিত্রীব কথাবার্ত্তা—সুকুমার বলে—ইংবেজি-বাঙ্‌লায় মিশোনো হ'লেও ফরাসী ভাষায় ওব দখল—সুকুমার বলে—দু'টি কথায় সীমাবদ্ধ 'নেস্‌পা ?' ও 'মা' (কি 'মন্‌') 'শের্‌'। ঐ দু'টি শব্দের ও এমন প্রচুব

ব্যবহার করে যে তা'কে অপব্যবহার বলা যায়। তবে, এটা ঠিক—সুকুমার বলে—যে ও-দুটো শব্দের মানে ও জানে।

কিন্তু সুকুমার কী-ই বা না বলে! সাধে কি আর ওকে রসিকতার ফিরিওয়ালা বলা হয়!

এটা ঠিক, চাল-চলনে সাবিত্রী বোসের তুলনা নেই। ওর মত পিটোনো, মাজা-ঘষা, হাল্‌কা ফিন্‌ফিনে শরীর আর কোন্ মেয়ের? ওর মত ভুরু কুঁচ্‌কোতে, ঠোঁট বাঁকাতে, ঘাড়-ঝাঁকুনি দিতে আর কোন্ মেয়ে জানে? ওর চলাফেরা বিলিতি ছন্দে বাঁধা; প্রতি পদক্ষেপে ওর দোলা;—তা'তে ওর শরীরের নারীত্ব পরিস্ফুটতরো হ'য়ে পথচর পুরুষের চিত্তবিভ্রম ঘটায়। একটু উঁচু করে' শাড়ি পরার ফ্যাশান ও-ই তো প্রবর্ত্তন করে—এবং বাঙালী মেয়েদের মধ্যে ও-ই প্রথম চুল শিঙ্গ্‌ল্ করে—এই সাবিত্রী বোস্। সে ১৯২৫ সনের কথা—ওর বয়েস তখন সবে সতেরো। এক বিকেলে কলেজ-ফের্‌তা মেয়েকে দেখে মা হঠাৎ চিন্‌তে পার্‌লেন না। চিন্‌তে যখন পার্‌লেন, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁর মনে হ'লো এ তাঁর মেয়ে না হ'লেই যেন ছিলো ভালো। এমন কি, সাবিত্রীর ব্যারিস্‌টর বাবাও চট্ করে' মেয়ের এতটা মেমিয়ানা হজম কর্‌তে পার্‌লেন না। কিন্তু একমাস না যেতেই দীর্ঘকেশিনী মেয়েকে তাঁরা কল্পনাও কর্‌তে পার্‌তেন না। এরি নাম অভ্যেস।

সাবিত্রীকে শিঙ্গ্‌ল্ মানিয়েছে, এ-কথা সুকুমারকেও মান্‌তে হয়েছে। বাদামি রঙের চুল দু'দিকে ঘণ্টার মত নেমে এসে ওর ফর্সা, ছোট মুখখানা ঘিরে' রয়েছে—সুন্দর ছবির জুটেছে সুন্দর ফ্রেইম্। ওর চোখে নীল আভা; সেখানে নীল জলে রোদের রেখার মত

হাসি ঝিক্‌মিক্ করে। এবং সব চেয়ে যা উল্লেখযোগ্য, তা হচ্ছে এই যে লিপ্‌স্টিক্ ব্যবহারের মূলে যে-মানসিক বিকার আছে, তা ওর নজরে পড়েছে। (দেখ্‌তে পাচ্ছেন, হঠাৎ ওকে যা মনে হ'তে পারে, ও তা নয়।) ওর ঠোঁটের রঙ্ স্বাভাবিক। এ-কথা যদি কারো বিশ্বাস না হয়, অতনুকে জিজ্ঞেস করে' দেখ্‌বেন।

এই সাবিত্রী বোস্ অতনুকে কুয়াশার মত করে' জড়িয়ে ধরেছে; ওকে দেখ্‌লে আর চেনা যায় না। সত্যি বল্‌তে কী, ওকে বড় একটা দেখাই যায় না। আমার বাড়িতে প্রতি সন্ধ্যায় যে-আড্ডা বসে, অতনু আজকাল সেখানে প্রায়ই অনুপস্থিত। কদাচ যখন আসে, এমন-একটা ভাব করে' আসে, যেন ম্যাক্‌ডনাল্ড্-সাহেব ওর সঙ্গে পরামর্শ করে' ভারতবর্ষকে স্বরাজ দে'য়ার দিনক্ষণ ঠিক করে' ফেলেছেন—আমরা হতভাগারা কেউ সে-খবরটা পর্য্যন্ত জানি নে! কোনো প্রসঙ্গে ওর উৎসাহ নেই। ভিল্‌মা ব্যাঙ্কি কা'কে ছেড়ে কা'কে বিয়ে কর্‌লো; কাপাব্লাঙ্কার পর কে-কে দাবা খেলায় পৃথিবী জয় করেছে; বাঙ্‌লা ভাষা সংস্কৃতর প্রকৃত বংশধর কিনা;—এম্‌নি সব মরণ-বাঁচন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হ'লেও ও নিজের মনে ঝিমুতে থাকে। ওর কানে কোনো কথাই ঢোকে না, কিম্বা ঢুক্‌লেও কানেই আট্‌কে থাকে, মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত পৌঁছয় না। ফলে ও মাঝে-মাঝে যা দু'একটা কথা বলে, তা এমন অর্থহীন এবং অবান্তর হ'য়ে পড়ে যে সুকুমার বলতে বাধ্য হয়, 'গর্দ্দভ!' ('গর্দ্ধব' নয়, 'গর্দ্দভ'।)

কিন্তু সাবিত্রী বোস্ যা'কে কুয়াশার মত ঘিরে' আছে, তা'কে গালাগাল দে'য়া বৃথা। পৌঁছবে না। সেই গাঢ় অন্তরঙ্গতার আবরণ

ভেদ করে' ওর চোখ বাইরের কোনো জিনিষ দেখ্‌তে পায় না, কান পায় না শুন্‌তে। তাই তো সুকুমারের বিদ্রূপ-বাণকে ও ঈষৎ হাসি দিয়ে ফিরিয়ে দেয়—একটু বোকার মত হাসি, তা ঠিক। না-হয় বড় জোর আলস্যজড়িত স্বরে বলে, 'যা-যাঃ';—একটু বোকার মত বলে, তা ঠিক। এমন পুরুষ কে কোথায় আছে যে প্রেমে পড়্‌লে—বা প্রেম পেলে—একটু বোকা হ'য়ে না যায়?

অতনুর সম্বন্ধে 'প্রেম পেলে' বলাই ভালো; কেননা, ও কোনো মেয়েকে ভালোবাস্‌তে পারে বলে' আমরা কেউ সন্দেহ কর্‌তাম না। ও সাবিত্রীকে সহ্য করে—এ পর্য্যন্ত। কিন্তু সাবিত্রীর মন রাখ্‌বার জন্যে ও যে কখনো একটুখানি রাত জাগ্‌বে, বা ধুতির সঙ্গে শার্ট পর্‌বে, বা দুপুরের রোদ্দুরে বাড়ি ছেড়ে বেরোবে, এমন ছেলেই অতনু মিত্র নয়। সাবিত্রীর গৌরব শুধু এইটুকু যে ও অতনুকে সম্পূর্ণ দখল কর্‌তে পেরেছে—অতনুর গতিবিধি আজকাল একপথবর্ত্তী। এই একনিষ্ঠতার পেছনে কতটা স্বাভাবিক ক্লান্তি আছে বা থাক্‌তে পারে, এ-চিন্তা সাবিত্রীর মনে আসে নি। সাবিত্রী—হাজার হ'লেও—মেয়ে। ভালোবেসেই ওর সুখ, ওর সুখ সম্পূর্ণ, নিঃসঙ্কোচ, নিঃসন্দেহ আত্ম-সমর্পণে; পেছনে ফিরে' তাকাবার সময় কোথায় ওর? কোথায় সময় ওর ভাব্‌বার?

তাই, অতনুর সঙ্গে যখনি ওর দেখা হয়, ও প্রথমে অতনুর হাত ধরে, পরে সে-হাতের ওপর একটু চাপ দেয়, পরে হাত ছেড়ে দিয়ে ওর (অতনুর) চোখে তাকায়, তাকিয়ে নীচের ঠোঁটের এক কোণ একটু কাম্‌ড়ে' ধরে—তারপর হাসে—ওর চোখের নীল আভায় নীল জলে রোদের রেখার মত হাসি ঝিক্‌মিক্ করে। তারপর একবার

মাথা-ঝাঁকুনি দেয়—দু'পাশের চুল সোনার ঘণ্টার মত দুলে' ওঠে, রূপোর ঘণ্টার মত বেজে ওঠে ওর মন।

ঘাসের ওপর ছায়ার চলার মত হাল্‌কা ওর ডাক, 'Prince Charming!'

অতনু অনেকটা কর্ত্তব্যের খাতিরে সাড়া দেয়, 'Golden Guendolen! (কেননা, অতনু সাবিত্রীকে বলেছে যে তা'র চুলের পাকা ধানের মত রঙ্‌, যদিও আসলে—কিন্তু কবিতার প্রাণ কি অতিরঞ্জন নয়, এবং প্রেমের প্রাণ কবিতা?)

সাবিত্রী বলে, 'My own!' আর অতনু:

'Love!'

এম্‌নি খানিকক্ষণ প্রণয়-সম্বোধনের বিনিময়, তৃতীয় ব্যক্তির কাছে যা'র কোনো মানে নেই।

তদন্তে সাবিত্রী বলে, (কোনো এক দিনের কথাই ধরা যাক্‌) 'বৃষ্টি হ'বে বলে' মনে হচ্ছে, নেস্‌পা?'

'বৃষ্টি অবিশ্যি হ'তে পারে', অতনু জবাব দেয়. 'সত্যি বল্‌তে কী, বৃষ্টি হওয়া খুবই সম্ভব; ক'দিন ধরে' যে-রকম গরম যাচ্ছে, বৃষ্টি হওয়াই উচিত—বৃষ্টি হ'লেই আমরা বেঁচে যাই।'

'কিন্তু—' সাবিত্রী হেসে ফেলে, 'কিন্তু, মন্‌ শের্‌, বৃষ্টি হ'লে আমরা বেরুতে পার্‌বো না, এবং ঘরে বসে' থেকে আমরা কী কর্‌বো?'

অতনু তা'র কবিতার জীর্ণ পুঁজি ঘেঁটে—যে-কথা সে বহুবার বহু মেয়েকে বলেছে, তা'র পুনরাবৃত্তি করে, "'We are in love's hand today, where shall we go?'"

সাবিত্রী ইংরেজি সাহিত্যে বি-এ পাশ করেছে; মাছ যেন পুরোনো, পরিচিত জলে ফিরে' এসেছে, এম্নি ওর আরাম। নীল আভা-ভরা চোখ বড় করে' বলে, 'Charmant! এই জন্মেই তো Keats has always been my favourite। ভারি languid!—নেস্‌পা?'

'ডার্লিঙ্', অতনু বল্‌তে থাকে, 'কীট্‌স্ যে তোমার প্রিয় কবি, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহের কারণ নেই; এবং কীট্‌স্ যে languid, এ-নিয়েও কেউ তোমার সঙ্গে তর্ক করবে না। যে-লাইন্‌টি আমি এইমাত্র বল্‌লাম, তা'তে এক-আধটু languorও থাকতে পারে, কিন্তু তা কীট্‌স্-এর নয়। ও-লাইন্‌টি কা'র, তা অবিশ্যি আমি বল্‌তে পারবো না, কিন্তু কীট্‌স্-এর যে নয় তা তুমি জেনে রেখো।'

সাবিত্রী মুগ্ধ হ'য়ে বলে, 'How clever you are, mon cher! কিন্তু—বৃষ্টি যে এলো—what shall we do?'

'বাজাতে পারো। গান করতে পারো। পিংপং খেল্‌তে পারো। নভেল পড়্‌তে পারো। গল্প করতে পারো। চুপ করে' বসে' থাকতে পারো। যা তোমার খুসি। তুমি যা-ই করো, তোমাকে অ্যাড্‌মায়ার করবার লোকের অভাব হ'বে না—যতক্ষণ আমি আছি।'

সাবিত্রী শুধু বলে, 'Oh!' যে-কথার কিনা নানা রকম ব্যাখ্যা হ'তে পারে। তারপর আবার অতনুর হাত নিজের হাতে নেয়,—এবং তারপর যা হয়, তা আগেই বলা হয়েছে।

এ-কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে ওর প্রতি সাবিত্রীর এই মনঃসংযোগে অতনু উৎফুল্ল, উল্লসিত, এমন কি, উদ্‌ভ্রান্ত হয় নি।

তা হ'লেও—রবিঠাকুরী ভাষায় বল্‌তে গেলে—ওর ঘুম ভাঙে নি, হৃদয় জাগে নি। হ'তে পারে, এই ওর জাগ্রত অবস্থা। ওর মধ্যে আমরা একটি জিনিষ বরাবর লক্ষ্য করে' এসেছি,—মজ্জাগত আলস্য, উৎসাহের অভাব। পারস্য বেড়ালের মত ও আরামপ্রিয়। ও চুমো-খাওয়ার চাইতে ঘুমোতে ভালোবাসে। আহার-ব্যাপারে পান থেকে চূণ খস্‌লে ও মেজাজ ঠিক রাখ্‌তে পারে না। শারীরিক কোনোরকম অসুবিধে ও একেবারেই সইতে পারে না। না চাইতে ও এত পেয়েছে যে এখন কোনোরকম চেষ্টা বা কষ্ট কর্‌তে হ'লে ও মরে যা'বে। নিতান্তই যা হাতের কাছে এসে ঠেকে, তা ও দয়া করে' মুখে তুল্‌তে পারে। আর নয়। এ-ও ঠিক যে ওর হাতের কাছে যত-কিছু এসে ঠেকে, তা'র সব মুখে তুল্‌তেই ওর সময়ে কুলোয় না—অন্বেষণ বা উপার্জ্জন তো দূরের কথা। এই অতি-প্রাচুর্য্য ওকে ঢিলে, নরম করে' দিয়েছে। প্রবল আবেগ ওর মধ্যে নেই, প্রখর উত্তাপ নেই, ক্ষুরধার উৎসাহ নেই। ও ভদ্র, ও ঠাণ্ডা, ও মধুর। ওকে দিয়ে নেশা হয় না, আরাম হয়। পুরুষের চরিত্রে এর চেয়ে বড় গলদ কিছু হ'তে পারে না, কিন্তু মেয়েদের তা আবিষ্কার কর্‌তে এত সময় লাগে যে প্রায়ই তা'র আগেই অতনু সরে' পড়ে, বা সরে' পড়্‌তে বাধ্য হয়। আর মেয়েরা অত-শত বুঝ্‌তে চায়ও না; ওর চেহারা দেখেই ঝাঁপ দেয়, ওর চেহারাতেই ডোবে। ওর কাছ থেকে যা পায়, তা-ই দু' হাতে কুড়িয়ে নেয়—বিচার করে না, নিজের মন তৃপ্ত হচ্ছে কিনা, তা'রো একবার সন্ধান নেয় না। অতনুকে পেয়ে ওদের ভ্যানিটি ঠাণ্ডা থাকে; এবং মনের পরিপূর্ণতার চেয়ে ভ্যানিটির পরিতৃপ্তি যে ওদের কাছে বড় জিনিষ, তা কে না জানে!

সেই জন্যই তো গোড়াতেই বলা হয়েছে যে এ-গল্পের নায়ক অতনু নয়, অতনুর চেহারা।

২

এখানে গল্পের দ্বিতীয় পর্ব্বের সুরু ;—কী করে' পনেরো বছরের একটি কালো মেয়ের প্রভাব সাবিত্রীরূপিণী কুহেলিকা ভেদ করে' সূর্য্যালোকের মত তীক্ষ্ণ উষ্ণতায় অতনুকে চঞ্চল করে' দিলে—তা'র ইতিহাস। এই ইতিহাস আমি শুনেছি অতনুর মুখ থেকে, এবং আপনারাও অতনুর মুখ থেকেই শুন্‌বেন। একদিন হঠাৎ বিকেল তিনটের সময় ও এসে উপস্থিত। এর আগে ক্রমান্বয়ে দশ-বারো দিন আমরা কেউ ওর দেখা পাই নি। আড্ডায় তো ও আসেই নি, ওর বাড়ি গিয়েও ফিরে' এসেছি, এবং বার দুই ওকে ফোনে ডেকে ওর বাঁকুড়ানিবাসী ভৃত্যের উড়ে-ঘেঁষা ভাষা শুনে' রাগ করে' নিশ্চেষ্ট হয়েছি। যাক্ গে—ও খারাপ নেই, এ-কথা যখন শুনি নি, তখন ভালোই আছে, সম্ভবত খুবই ভালো আছে, আমাদের অনেকের চাইতেই ওর ভালো থাকার কথা। অন্তত, যে-হতভাগ্য শুধু বন্ধুদের প্রেমোপাখ্যান লিপিবদ্ধ কর্‌বার জন্যই জন্মেছে, তা'র চেয়ে যে ও ভালো আছে, এ-কথা আমার নিজের খুব সহজেই বিশ্বাস হয়েছিলো।

অতনু বলে' কেউ যে পৃথিবীতে আছে, বা কখনো ছিলো, তা প্রায় ভুলে' গিয়েছি, এমন সময় একদিন শ্রীমান সশরীরে এসে উপস্থিত। তায় আবার বেলা তিনটের সময়, কলকাতা যখন পাঁচ ঘণ্টার একটানা গরমে হাঁপিয়ে উঠেছে। একটু অবাকই হ'লাম।

বল্‌লাম, 'তুমি তা হ'লে বেঁচে আছো ?' কল্‌কাতাতেই আছো ? বিয়ে করে কব্‌লে ? না, এখনো করো নি ? নেমন্তন্ন করতে এসেছো ?'

অতনু পাখাটা আব-একটু জোবে চালিয়ে দিয়ে খাটেব ওপর চিৎ হ'যে শুয়ে' পড়লো।

জিজ্ঞেস কব্‌লাম, 'কবে বিযে ?'

অতনু বল্‌লে, 'সিগ্রেট দাও।'

জিজ্ঞেস কর্‌লাম, 'ক' মিনিট থাক্‌বে ? চা খেয়ে যেতে পারবে কি ? না—'

অতনু বল্‌লে, 'দেশ্‌লাই দাও।'

তাবপব সিগ্রেটটা ধবাবাব আগে দু' আঙুলে নাড়াচাড়া করতে-করতে—

'বিভূতি, তোমাব কাছে প্রভাত মুখুয্যেব গল্পের বই আছে ?'

আকাশ থেকে পড়্‌লাম। প্রভাত মুখুয্যে! গল্পেব বই! বাঙ্‌লা বই! অতনু! শুনেছিলাম বটে, অতনু নাকি কবে একবাব বাঙ্‌লায় এম্‌-এ পাশ কবে' বেখেছিলো, কিন্তু ও যে বাঙ্‌লা বই পড়ে, ওর সম্বন্ধে এ-হেন খাবাপ ধারণা কব্‌বাব কোনো কারণ এ-অবধি ঘটে নি। বিশেষ আজকাল! সাবিত্রী বোস্‌ তো বাঙ্‌লার আগে শেখে ইংরিজি বল্‌তে, এবং বাঙ্‌লাব চেয়ে ভালো জানে ফ্রেঞ্চ্‌।

করুণকণ্ঠে বল্‌লাম, 'জেনে-শুনে' কেন লজ্জা দিচ্ছো, অতনু ? প্রভাত মুখুয্যে যখন লিখ্‌তে আরম্ভ কবেন, ঠিক সেই সময়ে আমি প্রথম গল্প-পড়ার স্বাদ পাই কিনা ;—এখনো মায়া কাটিয়ে উঠ্‌তে পারি নি।'

'আছে, তা হ'লে ? গুড্‌! আমাকে এক-এক করে' সবগুলো দিয়ো তো।'

'একবারেই নিয়ে যাও না কেন সব?' উৎফুল্ল স্বরে বল্‌লাম, 'এক নিঃশ্বাসে সব পড়ে' ফেল্‌তে পারবে।'

মূর্খ আমি, মনে করেছিলাম—এতদিনে বুঝি অতনুর নিজের সাহিত্য সম্বন্ধে কৌতূহল হয়েছে! প্রভাত মুখুয্যের রচনা কী-কী কারণে টেঁকসই, তা ওকে বুঝিয়ে ছাড়্‌বো বলে' পাঁয়তাড়া কষ্‌ছি, এমন সময় 'আমার জন্যে বই চাচ্ছি নে,' অতনু বল্‌লে, 'মনসা-মঙ্গল পড়ার পর থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, বাঙ্‌লা বই আর ছোঁবো না। ছুঁইও নি।'

আমি কুঁকড়ে একেবারে এতটুকু হ'য়ে গেলাম। ভয়ে-ভয়ে বল্‌লাম, 'কিন্তু সাবিত্রীর তো প্রভাত মুখুয্যে ভালো লাগবে না। বরঞ্চ নরেশ সেনের সাইকো-ক্রিমিনলজিক্‌ল্‌ উপন্যাসগুলো—'

অতনু বল্‌লে, 'চুপ করো। তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি সব ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছো নাকি? সাবিত্রী—' অতনু সিগ্রেটের ছাই ঝাড়্‌লে—'সাবিত্রী lauguid সাহিত্য পছন্দ করে; প্রভাত মুখুয্যে কি languid?'

আমি গম্ভীরমুখে বল্‌লাম, 'না। এবং এ-জন্য ঈশ্বরকে শত-সহস্র ধন্যবাদ।'

অতনু বল্‌লে, 'তা ছাড়া, ওর সময় কোথায়? প্রয়োজনই বা কী? বোদ্‌লেয়ারের নাম জান্‌লেই যথেষ্ট।'

বোদ্‌লেয়ারের আমি নাম পর্য্যন্তই জানি, তাই নিরুৎসাহভাবে শুধু বল্‌লাম 'হুঁ।'

'বইগুলো', অতনু বল্‌লে, 'আমার কী জন্যে দরকার, জিজ্ঞেস করবে না?'

'আমার কাছ থেকে নিয়ে সবগুলো হারিয়ে ফেল্‌বে আর কি। বুঝ্‌তে পেরেছি. আমি আর বাঙ্‌লা পড়ি, এ-ও তোমার ইচ্ছে নয়।' বলে' আমি বিমর্ষভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

অতনু দেয়ালকে উদ্দেশ্য করে' বল্‌লে, 'বুলুকে পড়্‌তে দেবো।'

ইহজীবনে এই প্রথম বুলু-নাম আমার কর্ণগোচর হ'ল। এ-ব্যক্তি আবার কে? অতনুর সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই ও বল্‌লো, 'বুলু একটি মেয়ের নাম। ও আমাদের—'

কিন্তু এখানে অতনুর ঘরের কথা একটু বলে' নিতে হয়।

পরিজনের মধ্যে অতনুর এক বিধবা মা। পূর্ব্ববঙ্গে ওদের বিস্তীর্ণ জমিদারি ছিলো, কিন্তু তা বেশির ভাগই পদ্মায় তলিয়ে গেছে। থাক্‌বার মধ্যে আছে মুক্তারাম রো-তে এক বাড়ি—ওর ঠাকুর্দ্দার আমলের; এবং ব্যাঙ্কে ওর বাবার সারা জীবনের সঞ্চয়, যা, কোনো ভাই-বোন না-থাকায়, সবি ওর কপালে জুটেছে। বাড়িটা ওদের দু'টি প্রাণীর পক্ষে নিতান্তই বড়, তাই ওরা বাধ্য হয়েছে নীচের তলাটা ভাড়া দিতে। অতনু তো অনেক সময়েই বাড়ি থাকে না, এবং সে-সময়টা ওর মা-কে একেবারে একা থাক্‌তে না হয়, এ-ও একটা কারণ। ভাড়াটা নেহাৎই না নিলে নয় বলে' ও নেয়; কোনো পরিবার যদি দয়া করে' এম্‌নি এসে থাক্‌তো, তা হ'লেই অতনু সব চেয়ে খুসি হ'তো। ভাড়া-দে'য়া ব্যাপারটা ওর আত্ম-সম্মানে ঘা দেয়। কিন্তু অন্য লোকেরও তো আত্ম-সম্মান আছে! এবং দয়া করে' ওর দয়া গ্রহণ করে, এমন লোক যা'রাও বা আছে, তা'দেরকে বাড়িতে থাক্‌তে দে'য়া যায় না। সুতরাং ভাড়াই দিতে হয়। এই পর্য্যন্তই জান্‌তাম; ওদের নীচের তলায় কা'রা ছিলো বা আছে বা থাক্‌বে, তা নিয়ে

কখনো অনুসন্ধান করি নি। তাই, অতনু যখন বল্‌লো, 'বুলু একটি মেয়ের নাম, ও আমাদের নীচের তলায় থাকে।' তখন স্বভাবতই বলে' ফেল্‌লাম, 'কিন্তু অ্যাদ্দিন তোমার মুখে এ-মেয়ের নাম শুনি নি তো!'

অতনু বল্‌লে 'এরা নতুন এসেছে। মাসখানেক হয। আগেকার ভাড়াটেরা কবেই তো চলে' গেছে।'

অতনুর মুখের চেহারা দেখে মনে হ'লো, ও যা বল্‌ছে, তা যে ওকে মানায না, ও তা জানে, এবং সে জন্য ও লজ্জিত এবং সে-জন্য ও আমার কাছে ক্ষমা চায। সিগ্রেটটা ছুঁড়ে' ফেলে' ও হঠাৎ বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লো ·

'তোমাদের ধারণা থাকতে পারে, বিভূতি, মেয়েদের মন নিয়ে পিংপং খেলা আমার নেশা। আমার পক্ষে প্রতিবাদ করা সম্ভব নয়, কেননা facts বল্‌তে যা বোঝায, তা আগাগোড়া আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে। নয় কি?'

আমি চেয়ারটা খাটের কাছে টেনে নিযে বল্‌লাম, 'তা দিচ্ছে।'

'কিন্তু তোমরা যখন আমাকে ঠাট্টা করতে, ভুলে' যেতে যে নেপথ্যে বসে' আর-একজন আমাকে—কথা দিযে নয়, ব্যথা দিয়ে বিদ্রূপ করবার আযোজন করছে—গ্রীকরা তা'কে বল্‌তো নেমেসিস্‌। সম্প্রতি আমার মন নিয়েও খেলা সুরু হযেছে—এবং সে-খেলা পিংপং নয়। তা'র চেযে অনেক মারাত্মক।'

'তোমার প্রচুর অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও,' গম্ভীরভাবে বল্‌লাম, মেয়েদের মন জান্‌তে তোমার ঢের দেরি। আমি বই-টই লিখি, নারী-চরিত্রে আমার অন্তর্দৃষ্টি'—একটু বিনয কর্‌লাম—'সাধারণের চাইতে একটু

বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। মেয়েরা যখন বলে, "কিছুতেই নয়," তা'র মানে, "এখনো নয়"; যখন বলে, "না", তা'র মানে, "হ'তে পারে"; যখন বলে, "হয়-তো," তা'র মানে, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, এই মুহূর্তেই।" সাবিত্রী মুখেই "হ্যাঁ" বলেছে, সুতরাং তা'র মানে যে কতখানি, তা ভাবতে আমার সাহস হয় না। অথচ তবু তুমি নর্ভাস্?'

অতনুকে আমার কথার গভীরতা উপলব্ধি কর্‌বার সময় দেবার জন্য চুপ কর্‌তেই ও ফোঁস্ করে' উঠ্‌লো, 'Shut up, fool!'

আমি একটু আহত হ'য়ে বল্‌লাম, 'আমার কথা যদি না-ই শুন্‌তে চাও—'

অতনু বল্‌লে, 'যেন তুমিই আমার কথা শুন্‌ছো!'

আমি বল্‌লাম, 'শুন্‌ছি নে? এতক্ষণ তবে কর্‌ছিলাম কী?'

অতনু বল্‌লে, 'এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলে তোমার সাবিত্রী বোস্ আর আর নারী চরিত্র আর platitudes নিয়ে। Damn the whole lot! পৃথিবীতে যত রকম লোক আছে, তাদের মধ্যে লেখকরা ভদ্রলোকের মেশ্‌বার উপযুক্ত নয়—ইডিয়টদের কাছে যে-কোনো কথাই তোলো, একটু পরেই ওরা ওদের এলেকায় এসে পৌঁছবে—character বা temperament বা illusion বা এম্‌নি কোনো damned nonsense! কথা, খালি কথা!'

অতনুর পক্ষে এই উষ্মা স্বাভাবিক নয়। আরো অস্বাভাবিক, 'damned lot'-এর মধ্যে সাবিত্রীকে জড়ানো। সন্দেহ হ'লো। ঘোর সন্দেহ হ'লো। প্রথমটায় বিশ্বাস করা অসম্ভব, পরে দুঃসাধ্য, তা'র পরেও কঠিন।

কিন্তু একেই তো বলে নেমেসিস্।

বুলুকে দেখে প্রথম মনে হয় না (অতনু বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লো) যে ওর মধ্যে দেখার মত কিছু আছে। মনে হয়, ওর মত মেয়ে যে-কোনো সাধারণ বাঙালী ঘরে—মানে রান্নাঘরে—মুঠো-মুঠো দেখা যায়; তা'রা বড় হয়, বিয়ে করে, গোটাকয়েক শিশুর জন্ম দেয়, তারপর আর তা'দের সম্বন্ধে কিছু শোনা যায় না। ওপরে ওঠ্‌বার সময় মাঝে-মাঝে ও আমার চোখে পড়েছে;—প্রথম কয়েকদিন এটা ওর পক্ষে বেজায় বেয়াদপি মনে হ'তো। মনে হ'তো, ওকে বলি, 'আমি যখন সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা কর্‌বো, তুমি দয়া করে' পাশের ঘরে চলে' যেয়ো; আমার চোখ তোমাকে দেখে বড় পীড়িত হয়।'

অথচ, জান্‌তাম যে ওর মা-র সঙ্গে আমার মা-র প্রাক্কালে প্রগাঢ় বন্ধুতা ছিলো, এবং সেই কারণেই আমার মা অনেক গরজ করে' ওদেরকে নীচ তলায় আনিয়েছেন, যদিও ওর মা এখন বেঁচে নেই। থাক্‌বার মধ্যে আছেন ওর বাবা, যিনি কর্পোরেশনে চাকুরি করেন—কী চাকুরি, তা আমি অনেক চেষ্টা করে'ও ভালোমত বুঝ্‌তে পারি নি,—তবে, চাকুরি একটা করেন, তা ঠিক। ভদ্রলোক দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন নি, তাই ঘর-সংসার দেখ্‌বার জন্যে তাঁর বিধবা দিদিকে নিজের কাছে এনে রেখেছেন। আর আছে মেয়েটির এক ভাই, বড় ভাই, সাংঘাতিক বড় ভাই। ছেলেটি দু'বার বি-এস্‌-সি পাশ কর্‌বার মহান্ এবং ব্যর্থ চেষ্টা করে' এখন সকালে ডন্ করে আর বিকেলে বেহালা বাজায়। এর মনের বাসনা মাইনিং শিখ্‌তে বিদেশে যাওয়া, কিন্তু

বিধি এম্‌নি বাম যে এই সামান্য অভিলাষও নেহাৎই অর্থাভাবে পূর্ণ হচ্ছে না। একে দিয়ে পরে আমাদের দরকার হ'তে পারে, তাই এর নাম বলে' রাখি—অমূল্য। তোমাকে গোপনে বল্‌ছি, বিভূতি, আমার সন্দেহ হয়, অমূল্য ছোক্‌রা কমিউনিস্‌ট্‌ দলের একজন। কেন্, শুন্‌বে? ও ডন্ করে আর বেহালা বাজায় বলে'। ডন্ করাও ভালো, বেহালা-বাজানোও ভালো, কিন্তু যে লোক ডন্‌ও করে, এবং বেহালাও বাজায়, তা'র পকেটে না থাক্ পেটে বোমা আছে নিশ্চয়ই। পারতপক্ষে তা'র কাছে ঘেঁষো না। না তা'র ছোট বোনের।

আমার মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অসীম ঔদাস্য প্রদর্শন করে' মা যা-হোক্ এদেরকে নিয়ে মহানন্দে কালাতিপাত কর্‌তে লাগ্‌লেন। বিকেলে আমি বাড়ি থাকি নে, এবং সেই অবসরে মা বুলুকে ওপরে নিয়ে এসে নানারূপ আদর আপ্যায়ন করে' সাবেকি বন্ধুতা তুল্‌লেন সার্থক করে'। পিসীমাটিও মা-র সঙ্গে জুটে' গেলেন ; দু'জন সমবয়সী হিন্দু-বিধবা একত্র হ'লে পারস্পরিক প্রীতি-সঞ্চার হ'তে দু'দিনও লাগে না কিনা।

রাত্তিরে আমি যখন খেতে বস্‌তাম, মা বুলুর গল্প কর্‌তেন। ভারি লক্ষ্মী মেয়েটি—যেমন মিষ্টি কথা, তেম্‌নি ঠাণ্ডা মেজাজ। আসন্নযৌবনা মেয়েদের সম্বন্ধে এই গতানুগতিক বর্ণনা শুন্‌লেই আমার গা জ্বালা করে, তাই আমি জলের গেলাশের মধ্যে তাকিয়ে সেখানে সাবিত্রীর ছবি দেখ্‌তাম। মা আরো বল্‌তেন, বরিশালে থাক্‌তে বুলুর মা-র সঙ্গে কী-রকম ভাব ছিলো তাঁর—এক ইস্কুলে পড়্‌তেন তাঁরা, বুলুর মা ঐ বয়েসেই কী চমৎকার রসগোল্লা তৈরি কর্‌তেন, এবং তা খেয়ে তাঁর বাবা (আমার মা-র বাবা) কী বলে' প্রশংসা কর্‌তেন,—বুলুর মা-র

বিয়ের রাত্তিরে তিনি (আমার মা) কী ভয়ানক কেঁদেছিলেন, বিয়ের পরেও বহুকাল তাঁরা পত্র-বিনিময় করেছিলেন, এবং তাঁর বিয়ে হ'বার পর বাবা (আমার বাবা) সেই চিঠি নিয়ে কী সব রসিকতা কর্‌তেন—ইত্যাদি, ইত্যাদি, আরো ইত্যাদি। প্রৌঢ়া মহিলাদের বাল্য ও যৌবনের স্মৃতি-কথা শুন্‌লেই আমার হাই আসে, সেই জন্য মনে-মনে আমি সাবিত্রীর মুখ থেকে শোনা হেরেদিয়ার সনেট আবৃত্তি কর্‌তাম। হ্যাঁ, সাবিত্রী সত্যি-সত্যি ফ্রেঞ্চ্ জানে; অন্তত, মনে তো হয় তা-ই।

এক রাত্তিরে বাড়ি ফিরে'ই আমি ভীষণ চটে' গেলাম। চেঁচিয়ে বল্‌লাম, 'মা, তোমাকে একশো দিন আমি আমার টেবিল ছুঁতে বারণ করি নি? অমন করে' গুছিয়ে রেখেছো কেন? এলোমেলো না থাক্‌লে আমি কোনো জন্মেও কোনো বই কি কাগজ খুঁজে' বা'র কর্‌তে পার্‌বো না।'

মা বল্‌লেন, 'কক্ষনো আমি তোমার টেবিল ছুঁই নি। সারা বিকেল তো আমি নীচেই ছিলাম, সন্ধ্যের পর ওপরে এসে দেখি, টেবিলের শ্রী ফিরেছে। এ বুলুর কাজ না হ'য়ে যায় না। এমন খারাপই বা কী হয়েছে, যা'র জন্যে মেজাজ তিরিক্ষি কর্‌তে হয়? ঘরের মধ্যে বারো মাস একটা আস্তকুঁড় না থাক্‌লে তোর যদি নিঃশ্বাস ফেল্‌তে অসুবিধে হয়, তা হ'লে বুলুকে না-হয় বলে' দেবো, আর যেন তোর টেবিলে হাত না দেয়।'

ভারি অনুগ্রহ যে আমার ওপর। লুকিয়ে এসে টেবিল গুছিয়ে দে'য়া হয়! কোন্‌দিন হয়-তো টেবিলের ওপর ফুল-টুলই রেখে যা'বে! তা হ'লেই সেরেছে! রাগ করে' বই-টই সারা টেবিলে ছড়িয়ে খানিকক্ষণ বসে' পড়ার চেষ্টা কর্‌লাম। কিন্তু মন গেছে বিগ্‌ড়ে, বইয়ে বস্‌বে কী করে'? ধুপ্ করে' বইটা মেঝের ওপর ছুঁড়ে' ফেলে' সে-

রাত্তিরের মত শু'তে গেলাম। শুয়ে'-শুয়ে' ভাবলাম, মা-কে কাল বলে' দেবো, তাঁর সখিতনয়াকে আমার ঘরে ঢুকতে বারণ করে' দেন যেন।

পরের রাত্তিরেও বাড়ি ফিরে' দেখি, সেই অবস্থা। শুধু টেবিল নয়, সব শেল্‌ফ, আল্‌মারি, চেয়ার, বইগুলো—একেবারে ফার্নিচারের দোকানের বিজ্ঞাপনের মত ঝক্‌ঝক্‌ করছে। সারা ঘর এমন সাংঘাতিক রকম পরিষ্কার যে সেটা হাসপাতাল বা বড় জোর হোটেল মনে হয়—মানুষের বসবাস করবার বাড়ি কোনোমতেই নয়। এমন ঘরে নিঃশ্বাস ফেল্‌তে আমার বাস্তবিক অসুবিধে হয়।

আগুন হ'য়ে ডাক্‌লাম, 'মা!'

মা এলেন।

ক্রোধের আতিশয্যে শুধু বল্‌তে পার্‌লাম, 'আবার!'

মা বল্‌লেন, 'আজো বুলু এসে গুছিয়ে গেছে।'

গুছিয়ে গেছে! উদ্ধার করেছে আমাকে!

'—এ-সব কাজে ওর ভারি সখ্; এসেই বল্‌লে, "কী নোঙ্‌রা হ'য়ে আছে টেবিলটা। গুছিয়ে রাখ্‌বো, মাসীমা?" আমি কিছুতেই বারণ কর্‌তে পার্‌লাম না, পার্‌বোও না। কর্‌তে হয় তুমি নিজ মুখে কোরো।' বলে' মা গম্ভীরমুখে নিজের ঘরে চলে' গেলেন।

মা যতই গম্ভীর হোন্ গে—আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম—কাল সকালে আমি মেয়েটাকে গোটা কয়েক কড়া কথা না শুনিয়ে ছাড়ছি নে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা কর্‌বার সময় রোজই তো ওকে দেখি—ওদের ঘরের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে। প্রত্যেকবারই দেখি। কী যে করে ও ওখানে দাঁড়িয়ে, ভগবান জানেন। এ-ছাড়া সারা বাড়িতে আর কি জায়গা নেই দাঁড়াবার? যা-ই হোক্, কাল ওকে…

কিন্তু এম্নি আমার মন্দ বরাত, পরদিন সকালে নীচে নাব্‌বার সময় ওকে দেখ্‌লামই না। ওকে বকৃতে পার্‌লাম না বলে' মনে রীতিমত কষ্ট হ'লো। আজ ওর এমন কী কাজ ছিলো যে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকৃতে পারলো না? আর, আজই যদি না পারলো, তবে এ ক'দিন ধরে' দাঁড়িয়ে থাক্‌বার কী প্রয়োজন ছিলো ওর? আর, মজা এই যে তা'র পরেও বার দু'-তিন আসা-যাওয়া কর্‌লাম, ওকে দেখ্‌তে পেলাম না। মনের ঝাল মনেই রয়ে' গেলো।

সেদিন বিকেলেও সাবিত্রীর কাছে যাবো—কোন্‌দিন বিকেলেই বা নয়। কলেজ স্ট্রীটের মোড় অবধি হেঁটে গিয়ে ট্যাক্সি নেবার আগে পুরোনো বইয়ের দোকানের সাম্‌নে ঘোরাফিরি কর্‌ছি, এমন সময় ছাত্রাবস্থার এক পরিচিতর সঙ্গে দেখা। লোকটি boor এবং bore and all that; পৃথিবীতে এ-শ্রেণীর লোকই বেশি; পথে ঘাটে, ট্রেইনে-ইষ্টিমারে, হোটেলে-থিয়েটারে—সর্ব্বত্র এর জাত-ভাই ওৎ পেতে আছে, সুবিধে পেলেই তোমার জীবন দুর্ব্বহ করে' তুল্‌বে। লোকটির নামও আমার মনে ছিলো না, কিন্তু সে শকুনির মত ধুপ্ করে' আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়লো, এবং কোনো ওজর-আপত্তি না শুনে' আমাকে হিড়্‌হিড়্ করে' টেনে নিয়ে গেলো Y M C A-তে। শেষ মুহূর্ত্তে আমি মৃত্যুশয্যায় শায়িত আত্মীয়কে অবিলম্বে দেখ্‌তে যাওয়ার অনিবার্য্যতা সম্বন্ধে খানিক বিড়্‌বিড় কর্‌লাম—কিন্তু সে কথা বোধ হয় তা'র কানেই ঢুকলো না—'মেনু' নির্ব্বাচনে তা'র মন এম্‌নি নিবদ্ধ ছিলো। উপায় যখন নেই—চা-ই খেতে হ'লো—অন্তত, খাওয়ার ভাণ করতে হ'লো—for old acquaintance' sake। আমি তো কোনো-রকমে পেয়ালায় কয়েক চুমুক দিয়েই খালাস, কিন্তু সে পট্যাটো-চপ্

থেকে পুডিং পর্যন্ত কী যে না খেলো, তা জানি নে। ভদ্রতার খাতিরে আমায় বসে' থাক্‌তে হ'লো—এবং শুনতে হ'লো তা'র সাহিত্যালাপ—সাহিত্যালাপ—ye gods। ঠাসা আধ ঘণ্টা পর মুক্তি এলো;—আর ছ'মিনিট থাক্‌লেই বোধ হয় আমি চায়ের পেয়ালার মধ্যে ঝর্‌ঝর্‌ করে' কেঁদে ফেল্‌তাম।

বেরিয়ে এসে দেখি, আকাশে মেঘ করেছে। পুরোনো বইয়ের দোকানে ম্যান্‌গানের কবিতার বই দেখে রেখে এসেছিলাম; কিনতে গিয়ে দেখি, পকেটে একটি পয়সা নেই। বাড়ি থেকেই নিয়ে বেরোই নি। ভাগ্যিস্‌ এখনি ধরা পড়্‌লো! কিন্তু কী আপদ! একেই দেরি হ'য়ে গেছে, তা'র ওপর আবার বাড়ি ফির্‌তে হ'বে। মন-খারাপ করে' জোব্‌-এর মত আমার জন্মের দিনকে অভিশাপ দিলাম, তা'র পর বাড়ির দিকে দ্রুত পা চালালাম। বৃষ্টিও বুঝি এলো—ম্যাকিন্‌টোষটা নিয়ে নিতে হ'বে।

তুমি তো জানো, বিভূতি, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে'ই সাম্‌নের ঘরটি আমার সিটিং রুম্‌। তা'র এক পাশে আমার শোবার ঘর, অন্য পাশে ছ'টি ছোট ঘর নিয়ে মা'র রাজত্ব। তিন লম্ফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে ধাঁ করে' ঘরে ঢুকে'ই আমি যা দেখ্‌লাম, তা দেখে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ালাম। কিন্তু, মনে রেখো, তিন-চার সেকেণ্ডের বেশি দাঁড়িয়ে ছিলাম না। ঐ অল্প সময়ে আমি যা দেখে নিলাম, বিভূতি, তা তোমার কাছে বর্ণনা কর্‌তে অনেক বেশি সময় নেবে।

মেঝেতে বসে' (মানে, মেঝের ওপর—পাটি বা মাছুর কিছু না বিছিয়ে) মা একটি মেয়ের চুল বেঁধে দিচ্ছেন। মেয়েটি মেঝের ওপর ছ'টি পা পাশাপাশি রেখে হাঁটু উঁচু করে' বসেছে, হাঁটুর একটু নীচে

দু'টি হাত এসে মিলেছে—আঙুলে আঙুল জড়ানো। তা'র এক হাতে বালা। কোলের ওপর শাড়ির আঁচলের স্তূপ পড়ে' আছে—গায়ে শাদা শেমিজ, মাথা একটু পেছনে হেলানো, তা'তে গলা আর থুত্‌নি স্পষ্ট ফুটেছে। কালো চুলগুলি কোমর পর্য্যন্ত এসে পড়েছে—একটি গোছায় সবগুলো চুল ঘাড়ের নীচে রিবন্ দিয়ে বাঁধা। মা চুলের নীচের দিকটা আঁচ্‌ড়াচ্ছেন। এত জিনিষ যে আমার চোখে পড়েছে, তা তখন বুঝ্‌তে পারি নি, পরে ভেবে মনে হয়েছে। তখন, হঠাৎ দেখা মাত্র, আমার মনে পড়্‌লো রিহ্বিয়ের্‌-এর আঁকা Circe র ছবি, বসার ধরণ সেই রকম, তেম্‌নি পাৎলা শরীর, সেই কালো চুলের গোছা, পেছন দিকে হেলানো মাথা—গলা আর থুত্‌নি—একটু চোখা, একটু শক্ত থুত্‌নি। মেয়েটির রং অবিশ্যি কালো, কালো, কিন্তু নির্ম্মল। মনে রেখো, বিভূতি, তিন কি চার সেকেণ্ড্ মাত্র আমি ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভেবে দেখ্‌ছি, চারের চাইতে তিন সেকেণ্ড্ হওয়াই সম্ভব।

এরি মধ্যে মা বল্‌লেন, 'কী রে? ফিরে' এলি যে?'

আমি এগিয়ে গিয়ে ব্র্যাকেট্ থেকে এক টানে ম্যাকিন্‌টোষটা নিয়ে, দেরাজ খুলে' কয়েকটা টাকা পকেটে ফেলে', দেরাজটা আর বন্ধ না করে'ই ছুটে বেরিয়ে আস্‌ছি, এমন সময় মা বল্‌লেন, 'আবার বেরুচ্ছিস্ নাকি? এক্ষুনি বৃষ্টি আস্‌বে কিন্তু।'

আমি মুখ ফিরিয়ে বল্‌লাম, 'বৃষ্টিতে আমাকে কী কাঁচকলা কর্‌বে? তা ছাড়া, হাজার বৃষ্টি এলেও যেতে আমাকে হ'বেই।'

মেয়েটির দিকে আড় চোখে একবার না তাকিয়ে পার্‌লাম না। আমি যখন দেরাজ থেকে টাকা নিচ্ছিলাম, সেই ফাঁকে ও কোল

থেকে আঁচলেব স্তূপ তুলে' নিয়ে গায়ে জড়িয়েছে—বাঙালী মেয়েরা যেমন জড়িয়ে থাকে। এবার আর ওকে অতটা সার্সিব মত লাগ্‌লো না।

কোনো মেয়ের দিকে তুমি যতই আড় চোখে তাকাও, কী করে' যেন সে টেব পেযেই যায়। ও-ও পেলো। এবং মুখটা এমন ভাবে ঘুবিয়ে নিলে, যা'তে ওর একটি কান এবং ঘাড়েব এক টুক্‌বোব বেশি আমার চোখে না পড়ে।

আমাব উচিত ছিলো, আমাব পক্ষে স্বাভাবিক ছিলো, ও-কথা বলে'ই, চোখেব পলক ফেল্‌বাব সময় না দিয়েই বেবিযে যাওয়া। কিন্তু মেয়েটিকে দেখ্‌তে গিয়ে একটু দেবি হ'য়ে গেলো। এবং সেই সুযোগে মা হাস্‌তে-হাস্‌তে বল্‌লেন, 'এই তো বুলু। তোমাব ওকে যা বল্‌বাব আছে, অতনু, তা এখন বল্‌তে পাবো। বুলু, অতনু তোকে বক্‌বে।'

বুলু মুখ ফিবিযে আমাব দিকে তাকাতে গিযেই চোখ নামিযে নিলে। ওর কপাল, গলা, কান সব এমন টুক্‌টুকে লাল হ'য়ে উঠ্‌লো যে বেচারাব জন্য আমাব কষ্টই হ'তে লাগ্‌লো।

এ-অবস্থায় কিছু-একটা না-বলা অকোয়ার্ড, তাই আমি অন্য দিকে তাকিয়ে বল্‌লাম, 'এখন আমাব সময় নেই, মা। এক্ষুনি যেতে হ'বে—' বলে' আমি আর-একবার পা বাড়ালাম, কিন্তু মা বল্‌লেন—

'এই, বৃষ্টি এসে পড়েছে। একটু পবে যাস্, এক্ষুনি ধরে' যা'বে।'

সত্যি-সত্যি তখন হুড়্‌মুড়্ করে' বৃষ্টি এসে পড়্‌লো। কিন্তু ম্যাকিন্‌টোষ থাক্‌লে আবাব বৃষ্টিতে ভয় কী? প্রিয়া যা'র জন্য উৎসুক হৃদয়ে প্রতীক্ষা কর্‌ছে, সে চাকরকে দিয়ে—বা ফোন্ করে'—হু'-মিনিটের মধ্যে একটা ট্যাক্সিও আনিয়ে নিতে পারে। আমিও তা-ই

কর্‌বো কিনা, ভাব্‌তে লাগ্‌লাম, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভাব্‌তেই লাগ্‌লাম। আশ্চর্য্য এই, শুধু ভাব্‌লামই।

বুলু বল্‌লে, 'আজ্‌কে আর চুল না বাঁধ্‌লাম, মাসীমা; আমি যাই।'

মা বল্‌লেন, 'যাবিই তো। চুলটা চট্ করে' বেঁধে দিচ্ছি।' বলে' তিনি ক্ষিপ্রহস্তে কয়েকটা বেণী তৈরি করে' ফেল্‌লেন।

বুলু আবার আপত্তি করার চেষ্টা কর্‌লে, 'বাবা হয়-তো এক্ষুনি আপিস থেকে ফির্‌বেন।'

মা ধম্‌কালেন, 'চুপ থাক্।'

এদিকে বৃষ্টির মনে বৃষ্টি হচ্ছেই।

মা বল্‌লেন, 'বুলু, অতনুর টেবিলের ওপব বই-পত্র ছত্রখান হ'য়ে ছড়িয়ে না থাক্‌লে ও কোনোজন্মেও কোনো জিনিষ খুঁজে' পায় না—'

আমি ডাক্‌লাম, 'মা!'

'—শুনে' অনেকেরই বিশ্বেস হয় না, কিন্তু সত্যি-সত্যি ওর এই অভ্যেস। তাই তো আমি কোনোকালে ওর টেবিলে হাত দিই নে—'

বুলুর মুখ আবার টুক্‌টুক্ কর্‌তে লাগলো।

আমি তাড়াতাড়িতে ওর দিকে তাকিয়ে বল্‌লাম, 'তোমার ইচ্ছে হ'লে—ভালো লাগ্‌লে—যত খুসি আমার টেবিল গুছিয়ো। অভ্যেস বদ্‌লাতে আর ক'দিন!'

মা বল্‌লেন, 'এখন যে ভালোমানুষ সাজা হচ্ছে বড়! না রে, বুলু, তুই ওর টেবিলে হাতই দিস্ নি; ভদ্রতার কথায় কি বিশ্বেস কর্‌তে আছে! পরে, রাত্তিরে আমার ওপর তম্বি না করেছে তো কী বল্‌লাম!'

বুলু আরম্ভ কর্‌লে, 'আমি আগে জান্‌লে—'

আমি বাধা দিয়ে বল্‌লাম, 'মা-র কথা তুমি একদম কানেই তুলো না।'

মা বল্‌লেন, 'এই অতনু, জলটা বুঝি ধর্‌লো ; যেতে হয়, এই ফাঁকে যা—আবার কখন্‌ আসে ঠিক কী ?'

যাবো ? কোথায় যাবো ? ও, হ্যাঁ, সাবিত্রীর কাছে। হঠাৎ—এক মুহূর্ত্তের জন্য—মনে হ'লো, সাবিত্রীর সঙ্গে দশ লক্ষ বছর ধরে' মেলামেশা কর্‌ছি, অ্যাদ্দিনে শ্রান্তি আসা উচিত, একটু বিশ্রাম দরকার। মনে রেখো, বিভূতি, এক মুহূর্ত্তের জন্য এ-কথা মনে হ'লো ; তারপর আর নয়। কিন্তু বৃষ্টিটারও কী মাথা-খারাপ ! হুড়্‌মুড়্‌ করে' এসে দু' মিনিটের মধ্যেই আবার ঝটাৎ করে' থেমে গেলো। আশ্চর্য্য ! এত অল্প সময়ের মধ্যে বৃষ্টি থেমে যেতে আমি আর কখনো দেখেছি বলে' মনে পড়্‌লো না। তা ছাড়া, বেশ খানিকক্ষণ ধরে' বৃষ্টি হ'লে শহরের লোক বাঁচ্‌তো—যে গরম যাচ্ছে ! এতে আমার অবিশ্যি সুবিধে হয়েছে, কিন্তু বৃষ্টিটারই বা এ-রকম রসিকতা কর্‌বার মানে কী ? এ রকম ফাজিল বৃষ্টির জন্য মানুষ কৃতজ্ঞ হয় না, ক্রুদ্ধ হয়।

সাবিত্রী সেদিন কথা বল্‌তে-বল্‌তে বার-বার বল্‌ছিলো, 'But you aren't listening, mon cher !' ওর সব কথার মধ্যে—আমি যে কিছু শুন্‌ছি নে, ওর এই অভিযোগই আমি বার-বার শুন্‌ছিলাম। আশ্চর্য্য !

এক হিসেবে, (অতনু বলে' চল্‌লো) বুলুর মত মেয়ে যে আমাকে অভিভূত কর্‌বে, এ অত্যন্ত স্বাভাবিক, এমন কি, অনিবার্য্য। দু'জনে

যখন টাগ্-অব্-ওয়ার্ হ'তে থাকে, তখন খানিকক্ষণ খুব জোরে টেনে রেখে হঠাৎ ছেড়ে দিলে বিপক্ষ দ্বিগুণ বেগে উল্টো দিকে ছিট্‌কে পড়্‌বেই। যা'রা সাধারণ বাঙালী ঘরের মেয়ে দেখে অভ্যস্ত, তা'দের কাছে বুলুর কোনো আকর্ষণ নেই। তা'রা সত্যি-সত্যি বিশ্বাস করে যে যে-কোনো রান্নাঘরে মুঠো-মুঠো বুলু পাওয়া যায়। বোকারা এটাও বোঝে না যে তা-ই যদি হ'তো, তা হ'লে আমরা সব নিজেদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে রান্নাঘরের স্যাঁৎসেতে মেঝেয় কোঁচার খুঁট বিছিয়ে শুয়ে' পড়্‌তাম। আর নড়্‌তাম না।

কিন্তু আমি ছেলেবেলা থেকে যে-শ্রেণীর মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করে' এসেছি, সাবিত্রী বোস্‌কে তা'দের প্রতিনিধি—এবং যোগ্য প্রতিনিধি—বলে' ধরা যেতে পারে। তাই বুলু আমার কাছে এসেছে অপরিচিতের বিস্ময় নিয়ে, অভিনবত্বের কৌতূহল-সঞ্চার নিয়ে। ও অন্য দেশের—এমন কি, অন্য গ্রহের—লোক; ওর চাল-চলন আমি ঠিক বুঝি নে। ওর চোখ যে-ভাষা বলে, তা কোনোকালে হয় তো জান্‌তাম, কিন্তু অনভ্যাসে তা ভুলে' গেছি। ওর সঙ্গে যে-খেলা খেল্‌তে হ'বে, তা'র নিয়ম-কানুন আমার জানা নেই, চট্ করে' আন্দাজ কর্‌তেও পার্‌ছি না। তাই তো, ও হচ্ছে প্রথম মেয়ে, যা'র মুখের দিকে একেবারে সোজা তাকাতে পারি নি—কোথায় যেন বেধেছে। ও হচ্ছে প্রথম মেয়ে, যা'কে দেখ্‌তে পেলে আমার বুক টিপ্‌টিপ্ করেছে —সত্যি-সত্যি করেছে। উপন্যাসের পৃষ্ঠার বাইরেও যে কোথাও বুক টিপ্‌টিপ্ করে, তা এতদিন আমার অভিজ্ঞতার বহির্ভূত ছিলো।

বুলু হচ্ছে প্রথম মেয়ে, যা'কে আমি মনে-মনে আকাশের তারার

সঙ্গে তুলনা করেছি। কথাটা কাবতা হ'তে পারে, কিন্তু কবিত্ব নয়। মানে, সাবিত্রী বোস্ (প্রতিনিধি-হিসেবে) কিছুতেই তারার সঙ্গে উপমেয় নয়; কারণ, আকাশের তাবার চাইতে ও অনেক বেশি উজ্জ্বল। ও তীব্র সার্চ্চ-লাইট; ওব আলো ঘুবে'-ঘুবে' চাবদিক থেকে পড়বে তোমার ওপব; অত্যুগ্র দীপ্তিতে তোমার মধ্যে প্রবিষ্ট হ'বে—তোমার মনের মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে, হৃদয়েব হৃদয়ের মধ্যে। সম্পূর্ণ করে' তোমাকে দেখে নেবে, বুঝে' রাখ্‌বে। কিছুই লুকিয়ে রাখতে পার্‌বে না, কোনো ছদ্মবেশই টিকে থাকবে না। তোমার চোখ দেবে ধাঁধিয়ে, স্বাভাবিক দৃষ্টি নেবে হরণ করে'—অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অন্য দিকে তাকিয়ে আর-কিছুই দেখ্‌তে পা'বে না। সাবিত্রী রাতকে দিন করে' দেয়, দুই হাতে অন্ধকার ঠেলে সরিয়ে নিয়ে চলে—কোথায় লাগে ওর কাছে আকাশের তারা!

কিন্তু বুলুকে যেদিন তুমি সত্যি-সত্যি দেখ্‌তে পাবে, তোমার জীবনের সে এক প্রকাণ্ড আবিষ্কার। সেদিন তুমি মনে-মনে বল্‌বে, এ-মেয়েটি আকাশের তারা, সন্ধ্যার তাবা, সন্ধ্যাতারা। তেম্‌নি নরম এর আলো—ঘুমের মত, মোমের আলোর মত নরম আলো। তেম্‌নি ঠাণ্ডা—দেখ্‌লেই সন্ধ্যার শিশির মনে পড়ে। প্রায় তেম্‌নি সুদূর। ওকে কোনোদিন হাতের মুঠোয় পাওয়া অসম্ভব নয়, জানি; কিন্তু সম্ভব বলে'ও বিশ্বাস হ'তে চায় না। ও কোনো প্রশ্ন করে না, শুধু চোখ মেলে' তাকিয়ে থাকে। ওকে কোনো প্রশ্ন করা যায় না, শুধু চোখ মেলে দেখ্‌তে হয়। কবিরা যে তারা বল্‌তেই প্রিয়া বোঝেন কেন, তা'র কারণ আজ বুঝতে পার্‌ছি।'

তুমি এ-সব কথা বল্‌তে কিনা, বিভূতি, তা তুমিই জানো, কিন্তু আমি

বলেছিলাম। একটি কবিতার কথা বার-বার মনে পড়েছে, সেই একটি তারার কবিতা—

What matter to me if their star is a world ?

Mine has opened it's soul to me ; therefore I love it.

৬

চা শেষ হ'য়ে গেলে আমি বল্‌লাম, 'হায় অতনু, তোমার কপালে এ-ও ছিলো !'

অতনু ফ্যাকাশে হেসে বল্‌লে, 'এ আর কী ? শোনোই না।'

শুন্‌লাম। আপনারাও শুনুন্।

তারার উপমা মনে রেখো, বিভূতি, (অতনু বল্‌তে লাগ্‌লো), কাজে লাগবে। তারাকে শুধু দেখেই তৃপ্তি ; ওকেও চোখে দেখ্‌বো, এর বেশি উচ্চাভিলাষ আমার প্রথমটায় হয় নি। ওকে চোখে দেখাই একটা অভিজ্ঞতা, সম্মোহন, উন্মাদনা। ওর দিকে তাকালে তোমার শরীর জুড়িয়ে যা'বে।

তাই যতবার সম্ভব ওকে দেখ্‌বার চেষ্টা চল্‌তে লাগ্‌লো। ব্যাপারটা শুন্‌তে যত সহজ, কাজে ততটা নয়। সাধারণ হিন্দু-পরিবারের কাণ্ড-কারখানা তো জানো না, বিভূতি,—না, তুমি তো জানোই ;—জানোই তো, ওদের মনে সন্দেহ আছে যে মেয়েরা কর্পূর, বাইরে একটু রেখেছো কি উবে' হাওয়ায় হারিয়ে গেছে। আমি বহু প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপসৃত করে' নিজকে প্রতিষ্ঠা কর্‌বার কঠিন বিদ্যা আয়ত্ত

করেছি, কিন্তু ঐ ক্ষেত্রে তা কোনো কাজেই লাগে না—কারণ, বাধা আসে অন্য দিক থেকে। অথচ, ঐ দিক থেকে যে আদৌ বাধা আসে, এবং সে-বাধা যে এই ধরণের হয়, তা আমি জান্‌তাম না। ঘাব্‌ড়ে গেলাম।

সারা বাড়িতে শুধু একটি জায়গা আছে, যা দু' পরিবারের এলাকার মধ্যেই পড়ে ; সিঁড়ির গোড়া থেকে বাইরের দরজা পর্য্যন্ত প্যাসেজ্‌টুকু। ওখান দিয়ে যেতে ওদের দরজা পেরোতে হয়, এবং আগেই বলেছি, সেই দরজার কাছে বুলুকে প্রায়ই দেখা যেতো। এখন আমার জীবনের উদ্দেশ্য হ'লো দিনের মধ্যে অগুন্‌তিবার সেখান দিয়ে আসা-যাওয়া করা—মানে, বাইরে গিয়ে একটু পরেই আবার ফিরে'-আসা। মিছিমিছি এতবার যাওয়া-আসা করা ভালো দেখায় না, (দেখ্‌তে পাচ্ছো, বিভূতি, কোন্‌টা ভালো দেখায় বা না দেখায়, সে-বিষয়ে আমার টন্‌টনে জ্ঞান হয়েছে), তাই আমি নিজে গলির মোড়ের মুদি-দোকান থেকে এটা-ওটা আন্‌তে লাগলাম। মা তো অবাক !

মা আরো অবাক হ'লেন, যেদিন আমি খড়ম পরে' বাড়িতে চলা-ফেরা কর্‌তে লাগ্‌লাম। মা-কে বল্‌লাম 'আমার এক বন্ধুর খড়মের ফ্যাক্টরি আছে। সে এ-জোড়া আমাকে উপহার দিয়েছে—দেখি পরে'।'

মা ভুরু কুঁচ্‌কে বল্‌লেন, 'খড়মের ফ্যাক্টরি !'

আমি বল্‌লাম, 'মানে, দোকান আর কি !' বলে' তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা চাপা দিলাম।

ফ্যাক্টরিই হোক্ আর দোকানই হোক্, খড়ম-পরা আমার চল্‌তে লাগ্‌লো। অতিরিক্ত উৎসাহে খট্‌খট্ কর্‌তে-কর্‌তে নীচে নাবি। আগে থেকে নোটিশ দিই—বুঝতেই তো পার্‌ছো ! এবং এ-কৌশল

কাজেও লেগেছে। কোনোবারই কাষ্ঠপাদুকা ব্যবহার করার ক্লেশ বৃথা যায় না। বুলু ঠিক দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়—চোখোচোখি হয়—আমার বুক ঢিপ্‌ঢিপ্‌ কর্‌তে থাকে। আমি তোমাকে বল্‌তে পারি, বিভূতি, বুলু খড়মের খটাখটের জন্য কান পেতে থাকে। ও যদি স্কচ্‌ মেয়ে হ'ত, তা হ'লে হয়-তো গুণ্‌গুণ্‌ করে' গান কর্‌তো

> Tho' father and mither and a' should gae mad,
> O whistle, and I'll come to ye, my lad.

আমাদের দেশে এ-উদ্দেশ্যে শিষ্‌-দে'য়া রীতি-বিরুদ্ধ, তাই খড়মকে শরণ কর্‌তে হয়। তা ছাড়া, শিষ দিতে আমি পারিও নে।

এত-সব কাণ্ড-কারখানা কর্‌তে হ'লো, সহজভাবে মেলা-মেশা করা সম্ভব নয় বলে'। বিকেলে যে ওকে আমাদের ঘরে স্বচ্ছন্দে যেতে দে'য়া হয়, তা'র কারণই এই যে আমি তখন বাইরে থাকি। দু'একদিন বাড়ি থেকে না বেরিয়ে দেখেছি, বিভূতি, বুলু আসে নি, বা এসেই চলে' গেছে—এবং মা-ও গেছেন সঙ্গে। তখন বাধ্য হ'য়ে আমাকে বেরিয়ে পড়্‌তে হয়, বাধ্য হ'য়েই যেতে হয় সাবিত্রীর কাছে।

ক্রমে আমি উপলব্ধি কর্‌লাম যে আকাশের তারার সঙ্গে হয়-তো বুলুর সামান্য একটু পার্থক্য আছেও বা। বুলুকে নিছক চোখে-দেখা কম কথা নয়, কিন্তু ওর সঙ্গে আলাপ করা, তা—কে জানে?—হয়-তো আরো বেশি। দৃষ্টি-বিনিময় এক রকম চল্‌ছিলো, কিন্তু বাণী-বিনিময়ের বাসনা হৃদয়ে যখন বলবতী হ'লো, তখনই সম্যক্‌রূপে বিপদগ্রস্ত হ'লাম।

একদিন সকাল থেকে আমি গ্রামোফোন চালাতে লাগ্‌লাম। প্রতি মুহূর্তে আশা কর্‌ছি, এক্ষুনি বুলু এসে পড়্‌বে, এমন সময় হঠাৎ

খেয়াল হ'লো যে নীচ থেকেও গ্রামোফোন শোনা যায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে' একটা গানের মাঝখানেই রেকর্ড তুলে' নিলাম। এই জায়গায় তুমি বাস্তবিক বল্‌তে পারো, বিভূতি, 'হায় অতনু, তোমার কপালে এ-ও ছিলো।'

বেরোবার মুখে, বা বাইরে থেকে এসে ওপরে যাবার আগে একটু দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে একটু-আধটু আলাপ কর্‌বার চেষ্টা করেছি—কী আলাপ, তা আব না-ই শুন্‌লে, বিভূতি। কিছু বলা নেই, কওয়া নেই—যেন মাটি ফুঁড়ে' আবির্ভূত হয়েছেন সেই কম্যুনিস্‌ট্‌ দাদা—এসে এক গাল হেসে আমার সঙ্গে আলাপ জুড়ে' দিয়েছেন। সে আলাপও কি যে-সে আলাপ! ব্রড্‌কাস্‌টিং-এ সভ্যতার কতখানি উন্নতি হয়েছে, অবিশ্যি একে যদি উন্নতি বলা যায়; মুস্‌সোলিনিব সঙ্গে নেপোলিয়নের তুলনামূলক সমালোচনা; নেপ্‌চুনের আলো পৃথিবীতে এসে পৌছতে ক' বছর (বা ক'শো, বা ক' হাজাব বছব—সংখ্যাটা আমার ঠিক মনে নেই) লাগে।···হে ঈশ্বর!

ছোক্‌রার এ-সমস্ত সদালাপেব কাবণ যে আমার প্রতি দুর্নিবার প্রীতি নয়, তা বোঝা অবিশ্যি শক্ত নয়। বুঝ্‌লে, বিভূতি, আমার সুন্দর চেহারা আমার কাল হ'লো। আমার চেহারা-সম্বন্ধে কম্যুনিস্‌ট্‌-ছোক্‌রার ভয় আছে। অবিশ্যি এ-কথাও ঠিক, বুলু যে প্রথম থেকেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাক্‌তো, তা-ও আমার চেহারা দেখ্‌তে, আমাকে দেখ্‌তে নয়। তবু, মরার পর যদি কখনো স্বর্গে যাই, এবং স্বর্গে গিয়ে যদি ভগবানের সঙ্গে দেখা হয়, তা হ'লে আমার চেহারা নিয়ে এমন বিশ্রী বাড়াবাড়ি কর্‌বার জন্যে খুব একচোট ঝগ্‌ড়া করে' নেবো। সাধারণ চেহারা হওয়ার মত এমন আরাম কিছু নেই—দেখে কেউ কিছু সন্দেহ কর্‌বে

না। অবিশ্যি, তোমার মত অতটা সাধারণ না হ'লেও আমার আপত্তি নেই, বিভূতি।

এতদিনের মধ্যে আজ সকালবেলা ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ হ'লো—মানে, আলাপ বলা যায়, এমন। আশ্চর্য্যের বিষয়, ও নিজেই এসেছিলো। ওর সঙ্কোচ অনেক কমেছে ; আর কথায়-কথায় লাল হ'য়ে ওঠে না। বরঞ্চ, কথায়-কথায় হাসে। কখনো বা চেঁচিয়েও হাসে। ওর এই উচ্চহাসি আমি মুখস্থ করে' রেখেছি, ইচ্ছে কর্‌লেই শুন্‌তে পাই। অমন হাসি তুমি জীবনে শোনো নি, বিভূতি।

ও এসে হাসিমুখে জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'আপনার কাছে কোনো বই আছে ?'

হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে' আমি থতমত খেয়ে গেলাম। একটু পরে বল্‌লাম, 'বই ছাড়া আর-কিছুই নেই, বল্‌তে পারো। তুমি তো দেখেইছো।'

'দেখেছি। কিন্তু সবি তো ইংরিজি। কোনো বাঙ্‌লা বই নেই— যা পড়া যায় ?'

হঠাৎ মাতৃ-ভাষার প্রতি অসীম মমতা অনুভব কর্‌লাম। বাস্তবিক, আমরা যদি বাঙ্‌লা বই না কিনি, কে কিন্‌বে ? আর লেখকরাই বা খা'বে কী ?

চেয়ার ছেড়ে উঠে' শেল্‌ফের দিকে এগোলাম। 'খুঁজে' দেখি।

বুলু বল্‌লে, 'আমি অনেক খুঁজে' দেখেছি, নেই। একখানাও নেই।'

আমি বল্‌লাম, 'তুমি চাও ? পড়্‌তে চাও ?'

'খুব।'

আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, 'অমূল্যবাবু কোথায়?' জিজ্ঞেস করাটা বোধ হয় বেখাপ্পা হ'লো, তবু করলাম।

'দাদা ব্যারাকপুরে বেড়াতে গেছেন। ও-বেলা ফিরবেন।'

ও, তাই।—যাক্।

বুলু টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলো; আমি টেবিলে হেলান্ দিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, 'বোসো চেয়ারটায়।'

'এ-ই বেশ আছি।'

'বোসো না!'

'না—এক্ষুনি আবার যেতে হ'বে কিনা। পিসীমা—'

'আচ্ছা থাক্, না-ই বস্‌লে। আচ্ছা, তুমি ইস্কুলে পড়ো না কেন?'

'আগে পড়্‌তাম। তারপর মা—'

'বুঝেছি, বুঝেছি। তোমায় ঘরের কাজকর্ম্ম করতে হয় বুঝি খুব?'

'খুব আর কী—পিসীমাই তো আছেন।'

'রান্না করো?'

'রাত্তিরে মাঝে-মাঝে করতে হয়; পিসীমা বিধবা-মানুষ—'

'বুঝেছি। ভালো রান্না করো?'

'আপনি জান্‌লেন কী করে'?'

'জানি নে বলেই তো জিজ্ঞেস করছি, ভালো রান্না করো কিনা।'

বুলু চুপ করে' রইলো।

কথা-বলায় আমার অসাধারণ নৈপুণ্য লক্ষ্য কোরো, বিভূতি।

পাছে বুলু এখনি চলে' যায়, সেই ভয়ে আমি চট্ করে' আবার কথা পাড়্‌লাম।—'তোমার ইস্কুলে পড়্‌তে ইচ্ছে করে?'

'খুব।'

'ইস্কুলে না পড়্লেও অনেক জিনিষ শেখা যায়। যায় না?'

'খুব।'

'খুব' কথাটার অতি-ব্যবহার লক্ষ্য কোরো, বিভূতি। ওর মুখে কথাটার মানে অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু তা বুঝ্তে হ'লে আবার ওর মুখে শোনা দরকার।

'তুমি সেলাই কর্তে পারো নিশ্চয়ই?'

'ও তো সবাই পারে।'

'ছবি আঁক্তে?' (আমার বাক্‌নৈপুণ্য লক্ষ্য কোরো, বিভূতি, একটু ফাঁক যেতে দিচ্ছি না।)

'না।'

'একটুও না?'

'একটুও না।'

'আমার আল্‌মারিতে যে-ছবির বইগুলো আছে, দেখেছো?'

'দু'একটা নেড়ে-চেড়ে দেখেছি।'

'কেমন?'

'বড় বেশি—'বুলু হঠাৎ থেমে গেলো।

'বুঝেছি।' (আশা করি, বিভূতি, তুমিও বুঝেছো।)

বুলু ছেঁড়া জায়গায় চমৎকার তালি দিলে, 'বেশ সুন্দর ছবিগুলো।'

আমি সুযোগ পেয়ে বল্‌লাম, 'ছবি যাঁরা আঁকেন, তাঁদের কী অদ্ভুত ক্ষমতা ভাব্‌তে পারো? আচ্ছা, বুলু, কোনো দেবতা যদি তোমাকে একটি—শুধু একটি—বর দিতে চান্, তা হ'লে তুমি কী চাও?'

বুলু মাথা নীচু করে' চুপ করে' রইলো।

'এমন-কোনো সাংঘাতিক ইচ্ছে নেই তোমার?'

বুলু এবার পালানো জবাব দিলে, 'কোনো দেবতা আস্‌বেনও না, বরও চাইতে হ'বে না।'

'কিন্তু তবু—ধরো, যদিই আসেন!'

এমন সময় নীচ থেকে পিসীমার ডাক এলো—'বুলু!'

বুলু বল্‌লে, 'আমি যাই।'

বল্‌লাম, 'এসো গে। তোমার জন্যে বিকেলে আমি বই নিয়ে আস্‌বো।'

এবং এই কারণেই, বিভূতি, তোমার কাছে আসা। একবার ভাব্‌লাম, বই কিনে'ই দিই, কিন্তু আন্‌কোরা নতুন বই দেখে পাছে কেউ কিছু—বুঝ্‌লে না? সমীচীনতার জ্ঞান আজকাল আমার বড়ই টন্‌টনে হয়েছে কিনা। একখানা করে' দেবো, প্রত্যেকটি বই দিতে এবং নিতে—বুঝলে না? দাও একখানা বই। যাই।

আমি বল্‌লাম, 'তা দিচ্ছি, কিন্তু সাবিত্রী?'

অতনু বল্‌লে, 'সাবিত্রীকে বলেছি, আমি বাঙ্‌লা শব্দতত্ত্ব নিয়ে একখানা বই লিখ্‌ছি—চাই কি, এর জোরে ডি-লিট্‌ও হ'য়ে যেতে পারি। সেই জন্য অত ঘন-ঘন দেখাশোনা করা আর সম্ভব হ'বে না। করুণ করে'ই বলেছি কথাটা। বিকেলে বাড়ি থেকে না বেরুতে পার্‌লেই বাঁচি, কিন্তু একেবারে ঘরে বসে' থাকাটাও অশোভন, তাই গোলদীঘির দিকে একটু ঘোরাঘুরি করে' সন্ধ্যে উৎরোতেই ফিরে'

আসি। এসে বইপত্র ছড়িয়ে গম্ভীরমুখে বসি। ডি-লিট্-এর কথাটা মা-কেও বল্‌তে হয়েছে কিনা।

আজকাল অতনুর দেখা প্রায়ই পাই; ছু' তিন দিন পর-পরই একখানা বই ফিরিয়ে দিয়ে আর-একখানা নিয়ে যায় এসে; বেজায় হাসিখুসি। অজস্র কথা বলে; কেউ যখন আশা করে না, ঠিক সেই সময়ে অদ্ভুত সব রসিকতা করে, সুকুমারের সঙ্গে টেক্কা দেয়। বেশি-ক্ষণ থাকে না বটে, কিন্তু যতক্ষণ থাকে—একেবারে ঠাসা, জমাট্। ওর মধ্যে এই চাঞ্চল্য একেবারে অপূর্ব্ব। ওর নদীতে এতকাল স্রোত ছিলো না; কিন্তু হঠাৎ আকাশের সব কোণ থেকে জেগে উঠেছে হাওয়া, তাই তো জলে এত ঢেউ!

৭

বুলুর সঙ্গে অতনুর আলাপ ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। কোনো দেবতা এসে যদি ওকে একটিমাত্র বর দিতে চান্, তা হ'লে বুলু কী চাইবে, তা ও মনে-মনে ঠিক করে' রেখেছে। এখন দেবতা এলেই হয়।

সুবিধে পেলেই বুলু ওপরে এসে অতনুর সঙ্গে খানিক গল্প করে' যায়। সুবিধে পেলেই—মানে, ওর কম্যুনিস্ট্ দাদা (অবিশ্যি ভদ্দর-লোক আসলে কম্যুনিস্ট্ না-ও হ'তে পারেন, কিন্তু হ'তেও পারেন—কে জানে?) বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেই। দাদাকে ওর বড় ভয়। এতেই বোঝা যায়, কোন্‌টা ভালো দেখায় এবং কোন্‌টা দেখায় না, এ-বিষয়ে ওরো কম টন্‌টনে জ্ঞান নয়। আমরা যদি পাপ-পুণ্যে বিশ্বাস

কর্‌তাম, তা হ'লে বল্‌তাম যে বুলুর মনেও যে পাপ আছে, এ-ই তা'র প্রমাণ।

বুলু সবে যৌবনের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে; এখন পর্য্যন্ত ও শুধু শিখেছে অনুভব কর্‌তে, বিশ্লেষণ কর্‌তে নয়; ও যা'কে ভালো-বাস্‌বে, তা'কে শুধু ভালোই বাস্‌বে, যাচাই কর্‌বে না; দূর থেকে পূজো কর্‌বে, কাছে এসে পরখ্ করবে না। তাই তো, অতনুকে ও প্রথম যেদিন দেখ্‌লো, বুকের মধ্যে ওর হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠ্‌লো—রুদ্ধস্বরে ও বল্‌লে, 'কী সুন্দর।' তাই তো, অতনু প্রথম যেদিন ওর সঙ্গে কথা কইলো, ওর বুকের মধ্যে একটা পাখী উঠ্‌লো গান করে', আর সেই পাখীর গান শুনে'-শুনে' ওর রাত গেলো ভোর হ'য়ে, ঘুম এলো না।

একদিন অতনু জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'বুলু, তুমি চা খাও?'

'খুব।'—একটু থতমত খেয়ে—'খুব খেতাম।

'এখন?'

এখন ছেড়ে দিয়েছি। আর তো কেউ খায় না। মা খুব চা খেতেন কিনা—'

'ও, বুঝেছি। তোমার দাদাও খান্ না চা?' (অতনু এক ফাঁকে ওর দাদার কথা পাড়্‌বেই।)

'দাদা? চা খাবেন!' বুলু এমনভাবে চুপ কর্‌লো যেন এর চেয়ে আজ্‌গুবি, অসম্ভব আর-কিছু হ'তে পারে না।

'চা না খেয়ে তোমার কষ্ট হয় না?'

'প্রথমে হ'তো। তারপর এখন সয়ে' গেছে।'

'তুমি আজ বিকেলে আমার সঙ্গে এসে চা খেয়ো।'

'একদিন খেয়ে আর লাভ কী?'

'তবে রোজই খেয়ো।'

'তা নয়। আমি বল্‌ছিলাম, অভ্যেস যখন গেছে, তখন আর দু' একদিনের জন্য খেয়ে কোন্ কাজ?'

'দু' একদিন কেন? বল্‌লাম যে, রোজই খেয়ো।'

'রোজ? রোজ হ'লেই বা ক'দিন আর?' কথাটা বলে' ফেলে'ই বুলু অপ্রতিভ হ'য়ে পড়্‌লো।

অতনু ওর অপ্রতিভতা লক্ষ্য না কর্‌বার ভাণ করে' বল্‌লে, 'যে-ক'দিন হয়। আজ বিকেলে আস্‌বে?'

বুলু নীরব।

'কেউ বক্‌বে তোমাকে এলে?'

'বক্‌বে কেন? কক্ষনো নয়।' বুলুর প্রতিবাদের তীব্রতাই ওকে ধরিয়ে দিলে। যেন ওর কথা অকপটে বিশ্বাস করে' নিয়েছে, এই ভাবে অতনু বল্‌লে, 'তা হ'লে আস্‌বে না কেন?'

বুলু একটু চুপ থেকে বল্‌লে 'আচ্ছা, আস্‌বো।'

এলোও। এসে নিজেই তৈরি কর্‌লে চা। অতনুর টী-সেট্-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কর্‌লে; অতনু চায়ে দুধ খায় না দেখে বিষম বিস্ময় প্রকাশ কর্‌লে। কিন্তু টেবিলে ও কিছুতেই বস্‌বে না। না বসুক্—অতনু জোর কর্‌লো না।

অতনু বল্‌লে, 'রোজ এসো। আস্‌বে?'

বুলু তখন রাজি হ'লো বটে, কিন্তু পরদিন চায়ের সময়ে আর এলো না। এলো যখন, তখন প্রায় সন্ধ্যা, অতনু বিমর্ষচিত্তে ভাব্‌ছে—এখন আর না বেরুলে চল্‌ছে না।

অতনু জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'এই বুঝি তোমার কথা?'

বুলু গড়্গড়্ করে' বল্লে, 'অনেকদিন পর চা খেয়ে কাল আমার সারারাত ঘুম হয় নি। আর চা খাবো না।'

অতনু মনে-মনে বল্লে, 'বুলু কিছুতেই এমন চমৎকার মিথ্যে কথা বল্তে পারে না। জবাবটা ও নিশ্চয়ই তৈরি করে' এসেছিলো।'

একটু পরেই বুলু চলে' গেলো। অতনু রাস্তায় বেরিয়ে ভাব্লে, 'যা-ই বলো, মোটার-চাপা-পড়া ব্যাপারটা নেহাৎ মন্দ নয়।'

৮

এদিকে, সাবিত্রী বোস্ গা-হাত-পা ছেড়ে একেবারে চুপ করে' থাক্বে, এমন মেয়েই সে নয়। অতনুর বাঙ্লা শব্দ-তত্ত্ব নিয়ে বই লেখার উপন্যাস তা'কে মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলোতে পার্বে, এমন মেয়েই সে নয়। অতনুকে সাবিত্রী চেনে; সাবিত্রী জানে, অতনুকে সর্ব্বদা প্রাণ-পণে আঁক্‌ড়ে ধরে' রাখ্তে হয়, নইলে ফস্ করে' কখন্ ফস্‌কে যায়, ঠিক নেই।

একদা এই সাবিত্রী বোস্ প্রাগৈতিহাসিক বিশাল অরণ্যের সঙ্কীর্ণ পথে তা'র পুরুষকে পরস্ত্রীর সঙ্গে পদচারণা কর্‌তে দেখে নিঃশব্দে তা'র গুহা-গৃহ থেকে বেরিয়ে এসে তীক্ষ্ণ নখাঘাতে তা'র শত্রুর হত্যা-সাধন করেছিলো। কিন্তু এখন আর তা'র সে-দিন নেই। এখন তা'র মুখে কথা ফুটেছে। এখন সে ইংরেজি বলে, ফরাসী কবিতা আওড়ায়। এখন সে—শুধু যে নখ্ কাটে তা নয়, নখ্-কাটার পেছনে বিস্তর সময় ও অর্থ ব্যয় করে। এখন মনের ভাব গোপন কর্‌বার কৌশল সে শিখেছে। এখন আর ঈর্ষার প্রথম উদ্রেকের সঙ্গে-সঙ্গেই সে মার্‌তে

ছোটে না। এখন তা'র সবুর সয়। একদিন, দু'দিন তিন দিন, এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত সবুর সয়।

কিন্তু অষ্টম দিনেও যখন অতনু আবির্ভূত হ'লো না, তখন সাবিত্রী বোস্ ধৈর্য্য হারালো। হয়-তো একবার তা'র মনে হ'লো—'থাক্ গে, আমার কী গরজ—!' কিন্তু আজকালকার সাবিত্রী বোস্ অভিমানের ধার ধারে না; অভিমান ভারি মেয়েলি! অতনুকে হাতে-পায়ে বেঁধে কেউ হিড়্‌হিড়্ করে' তা'র কাছে টেনে নিয়ে আসে, তা হ'লে সে আনন্দে চীৎকার করে' ওঠে; জুতোর চোখা মুখটা দিয়ে অতনুর চোখা নাকটাকে ঠুকে' দেয়; কিন্তু অভিমান—ছোঃ!

তাই সে টেলিফোন নিয়ে ডাক্‌লে, 'হ্যালো...'

এটা হচ্ছে বুলুর চা-খাওয়ার দু'দিন পরের কথা। সময়, সন্ধ্যা—যখন অতনু নিতান্তই মুখ রক্ষে কর্‌বার জন্যে গোলদীঘির ধারে একটু হেঁটে বেড়ায়। বুলু অতনুর মা-র সঙ্গে বসে' গল্প কর্‌ছিলো, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠ্‌লো।

অতনুর অনুপস্থিতিতে টেলিফোন ধর্‌বার হুকুম ছিলো চাকরের ওপর। (মা কখন্ কী টের পেয়ে যান্, তা'র পর বাধুক এক ফ্যাসাদ!) কিন্তু চাকরটা তখন গেছে বেরিয়ে; তাই অতনুর মা বল্‌লেন, 'দেখে আয় তো, বুলু, কে ডাক্‌ছে। বলে' দিস্, অতনু বাড়ি নেই। ওকে কিছু বল্‌তে হ'বে কিনা, জিজ্ঞেস করিস্।'

বুলু গিয়ে রিসিভার কানে তুল্‌তেই শুন্‌লে, 'অতনু?' গলাটা মেয়েলি।

বুলু বল্‌লে, 'না।' তারের অন্যপ্রান্তে সাবিত্রী চম্‌কে উঠ্‌লো। গলাটা মেয়েলি।

'অতনুবাবুকে আমার দরকার। তাঁকে একটু ডেকে দেবেন দয়া করে' ?'

'তিনি বাড়ি নেই।'

'কোথায় গেছেন।'

'জানি নে।'

'কখন্ ফির্বেন ?'

'একটু পরেই।'

'একটু পরেই ? ঠিক জানেন ?'

বুলু ঠিকই জান্তো, কিন্তু চট্ করে' নিজের অজান্তেই সে সাবধান হ'য়ে পড়্লো।

—'না, ঠিক জানি নে।'

'আপনি কি অতনুবাবুর মা ?'

'না।'

'তাঁর কোনো আত্মীয় ?'

'না।' বুলুর গলা মিইয়ে এলো।

'তা-ও নয় ? আপনি তবে কে ?'

বুলুর ইচ্ছে হ'লো, টেলিফোন ছেড়ে-ছুড়ে' ফেলে' দিয়ে পালায়। ভয়ে-ভয়ে সে বলে' ফেল্লো, 'আমি কেউ নই।'

বুলু এবার রূপোর ঘণ্টার মত অল্প একটু হাসি শুন্তে পেলো। 'That's funny. That's almost the funniest thing I've ever been told. Do you mind if I repeat the question ?'

বুলু অথই জলে পড়ে' হাঁপাতে লাগ্লো।

একটু পরে: 'ও, আপনি ইংরিজি বোঝেন না বুঝি ?' আবার

একটু হাসি ধারালো তলোয়ারের ডগার মত এসে বুলুকে কেটে দিয়ে গেলো। বুলু কথা বল্‌বে কী, তা'র সমস্ত মুখ এমন ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগলো যে নিঃশ্বাস ফেলাও তা'র পক্ষে কঠিন হ'য়ে উঠলো।

আবার প্রশ্ন হ'লো, 'কে আপনি ?'

বুলু যদি এখন শুধু বলে' দেয় যে সে আর অতনু এক বাড়িতে থাকে না, তা হ'লেই গোল অনেকটা চুকে' যায়, কিন্তু প্রতিহিংসা নেবার একমাত্র সুযোগই বা সে ছাড়বে কেন ? প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করে' সে বল্‌লে :

'আমি কে, তা না জান্‌লেও আপনার চল্‌বে।'

তারের ওপারে সাবিত্রী ঠোঁট কামড়ালে।

বুলু কর্ত্তব্য-সমাপন করলে, 'অতনুবাবু এলে তাঁকে কিছু বল্‌তে হ'বে ?'

'বল্‌বেন যে সাবিত্রী বোস্ তাঁকে ডেকেছিলো। সা-বি-ত্রী—মনে থাকবে নামটা ? আর-কিছু বল্‌তে হ'বে না।'

টেলিফোন রেখে দিয়ে সাবিত্রী দাঁতে-দাঁত চেপে বল্‌লে, 'So !'

একটু পরে আবার বল্‌লে, 'And with a girl who doesn't understand a word of English ! What *low* taste !'

একবার সাবিত্রী ভাব্‌লে, অতনুকে আবার ডেকে—কিন্তু না, not yet। আর, মুখোমুখি কথা না বল্‌লে কোনো কাজ হ'বে না। কিন্তু অতনু—what a doddering ass he's making of himself ! সাবিত্রী মুচ্‌কি হাস্‌লো। লোকে শুনলেই বা ভাব্‌বে কী ? এ-সঙ্কট থেকে অতনুকে উদ্ধার করতে হ'বে—অতনুরই ভালোর জন্য। সাবিত্রীই উদ্ধার করবে।

যেন এই উদ্ধার-কার্য্যে হাত দিতে সাবিত্রীর নিজের কোনোই গরজ নেই, এবং এ-ঝঞ্ঝাট তা'র ঘাড়ে না জুটলেই সে বেঁচে যেতো, এই ভাবে গভীর আলস্যে সে সোফার ওপর গা এলিয়ে দিয়ে এক খানা বই খুল্লে। একটু পরেই তা'র হাত থেকে বইখানা খসে' পড়্লো। সাবিত্রী ঘুমিয়ে পড়েছে। আজকালকার সাবিত্রীর সবুর সয়।—

অতনুর মা-র প্রশ্নের উত্তরে বুলু ঢোঁক গিলে' বল্লে, 'কে একজন বন্ধু—নাম-টাম তো বল্লে না।'

'কিছু বল্তে বল্লো ?'

'না।'

বুলুর বুকের ওপর গন্ধমাদন পর্ব্বত চেপে বসেছে।

এ-সব কথা হচ্ছিলো বুলুর মা-র ঘরে বসে', তাই অতনু একটু পরেই যখন বাড়ি ফিরে' এলো, কাউকে দেখ্তে না পেয়ে বেশ-পরিবর্ত্তন কর্বার জন্য শোবার ঘরে চলে' গেলো। চুল আঁচড়াচ্ছে, এমন সময় আয়নায় বুলুর ছায়া পড়ায় সে ফিরে' তাকালো। বুলুর মুখ কাগজের মত শাদা, তা'র নীচের ঠোঁট অল্প কাঁপ্ছে।

'আপনি এসেছেন !' বল্তে বুলুর গলা কেঁপে গেলো।

অতনু শঙ্কিত হ'য়ে বল্লে, 'কী হয়েছে, বুলু ?'

বুলু বল্লে, 'এইমাত্র সাবিত্রী বোস্ টেলিফোনে ডেকেছিলেন। সা-বি-ত্রী। নামটা ঠিক মনে আছে তো ?'

অতনু বুঝ্তে পার্লো, বুলু অনেক কষ্টে কান্না চেপে আছে। ওর মন হাল্কা করবার জন্য সে চেষ্টা করে' মুখে হাসি এনে খুবই সহজ সুরে বল্লে, 'ও, সাবিত্রী। তা, আর-কিছু বল্লে ?'

'বল্‌লেন—আর-কিছু বল্‌তে হ'বে না।' বুলুর দু'চোখ ভরে' এবার জল এলো।

অতনু জীবনে অনেক মেয়ের সঙ্গে মিশেছে, কিন্তু এ-পর্য্যন্ত কোনো মেয়ের চোখে জল দেখে নি। কবিতার বাইরেও যে অশ্রু ঝরে, এটাও এতকাল তা'র অভিজ্ঞতার বহির্ভূত ছিলো। তাই, সে কী কর্‌বে, বা বল্‌বে, কিছুরি দিশে করে' উঠ্‌তে পার্‌লো না। তাই, এ-অবস্থায় যে-কথা তা'র কক্ষনো বলা উচিত ছিলো না, সে ঠিক সেই কথাই বলে' ফেল্‌লো—'বুলু, তুমি কাঁদ্‌ছো!'

বলে'ই বুলুর হাত ধর্‌তে গেলো, কিন্তু কোথায় বুলু? দরজার বাইরে অতনু মুহূর্ত্তের জন্য তা'র শাড়ির কালো পাড় দেখ্‌তে পেলো। অতনু চেঁচিয়ে ডাক্‌লো 'বুলু!'

ভাব্‌বার সময় অতনুর নেই। এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে সে ধাঁ-ধাঁ করে' বুলুর পেছন-পেছন নাব্‌তে লাগ্‌লো। সিঁড়ি [illegible]। বু[illegible] এসে যখন দাঁড়ালো, তখন তা'র মুখ গরম হ'য়ে গেছে, জোরে-জো[illegible] নিঃশ্বাস পড়্‌ছে। বুলু গেছে অদৃশ্য হ'য়ে, আর তা'র সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছে অমূল্য।

অমূল্য অমায়িকভাবে হেসে বল্‌লে, 'কী খবর, অতনুবাবু? এত তাড়া কিসের?'

অতনু (হায় অতনু!) কপালের ঘাম মুছে' বল্‌লে, 'ভারি গরম।'

'সে-কথা আর বল্‌বেন না, মশাই;—গরমে আলু-সেদ্ধ হ'য়ে গেলাম। দেখ্‌ছেন এবারকার মন্‌সুন্‌-এর ব্যাভারটা! যেন বৃষ্টির জল পুঁজি করে' ও লাট হ'বে—একটু-আধটু করে' খরচ কর্‌ছে।

বেল্‌জিয়মে, জানেন, এক বৈজ্ঞানিক বৃষ্টি তৈরি করেছেন। Manu-fatcured rains! ভাব্‌তে পারেন? আশ্চর্য্য শক্তি, মশাই, বিজ্ঞানের।'

অতনু ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে' তাকিয়ে বল্‌লে, 'আশ্চর্য্য।'

অমূল্য প্রবল উৎসাহের সঙ্গে বল্‌তে লাগ্‌লো, 'শিক্ষা, অতনুবাবু, শিক্ষা! যে-দেশের শিক্ষা নেই, তা'র কখনো কিছু হ'বে না, এ আমি আপনাকে এক কলমে লিখে' দিতে পারি। আমাদের দেশের নেতারা কবে যে এটা বুঝ্‌বেন, তা-ই ভাবি। এই ধরুন্‌, আমরা যে মেয়েদেরকে লেখা-পড়া শেখাচ্ছি না, এতে কি দেশের মঙ্গল হচ্ছে? আমি বল্‌বো, কক্ষনো নয়। আমি, মশাই, ফীমেল-এডুকেশনের ঘোর পক্ষপাতী। ইস্কুলের ডিবেটিং ক্লাবে এ নিয়ে এমন সব বক্তৃতা দিতাম যে—বুঝ্‌লেন, মশাই—হেডমাষ্টার থেকে সুরু করে' মায় দারোয়ান সব থ খেয়ে এ-সব [illegible] বে বল্‌তে পারেন, আমার মতামত যদি এতই আপ্‌-টু-[illegible], ছোট বোনটাকে কেন ইস্কুলে পড়াচ্ছি না? আহা—আপনি না বল্‌তে পারেন, আপনি সব দিক বোঝেন-সোঝেন,—কিন্তু বাইরের দশজন বল্‌তে ছাড়্‌বে কেন?—"কই, মুখে যে লম্বা-লম্বা বক্তৃতা করো, ইদিকে নিজের বোনেরই তো শিক্ষার ব্যবস্থা কর্‌ছো না!" একেবারে যে করি নি, তা নয়। ইস্কুলে ওকে দিয়েছিলাম। কিন্তু—আপনি ঘরের লোকের মতই, আপনার কাছে বল্‌তে বাধা নেই—মা গেলেন মারা, সংসার চালায় কে? তাই ছাড়িয়ে আন্‌তে হ'লো। তবে বল্‌তে পারেন—আহা, আপনি না-হয় বল্‌বেন না, কিন্তু বাইরের লোকে বল্‌তে ছাড়্‌বে কেন?—বল্‌তে পারেন, মাষ্টার রেখে দিয়ে ঘরেও তো পড়ানো যায়! যায় বই কি! আল্‌বৎ যায়। আর, মাষ্টার যে একেবারে না

রেখেছিলাম, তা নয়। তা-ও রেখে দেখেছি। কিন্তু এমন বিশ্রী কাণ্ড হ'লো, মশাই, তা বল্‌বার নয়।'

'মাষ্টারটা গোমূর্খ ছিলো বুঝি ?'

'শুনুন্ তা হ'লে। আপনি ঘরের লোকের মত, আপনাকে বল্‌তে বাধা নেই। মাষ্টার তো রাখ্‌লাম—এম্-এ পাশ এক ছোক্‌রা; সপ্তাহে চারদিন—কুড়ি টাকা। প্রথম সপ্তাহ যেতেই মাষ্টার রোববার ছাড়া রোজ আস্‌তে আরম্ভ কর্‌লো। বল্‌লে—"অনেক শেখাতে হ'বে, চার দিনে কুলোবে না।" আমি বল্‌লাম, "বিলক্ষণ! তবে টাকা কিন্তু কুড়িতেই কুলোনো চাই।" মাষ্টার সাধুতার অবতার সেজে বল্‌লে, "ও-কথা তুলে' আর আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন কেন ?" তখনি আমার সন্দেহ হ'লো। পরের দিন যখন মাষ্টার এলো, আমি দরজার বাইরে লুকিয়ে রইলাম। খানিক পরে উঁকি মেরে দেখি, বুলুর হাত থেকে একটা বই নিতে গিয়ে মাষ্টার বইটা না নিয়ে ধরেছে হাতটা। বুলু অবিশ্যি হাত ছাড়িয়ে নিলে, কিন্তু রাগে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে' গেলো। হুঁ-হুঁ, এই ব্যাপার! তক্ষুনি আমি ঘরে ঢুকে'—"You bloody swine"' (চীৎকার করে') 'বলে' জামার আস্তিন গুটিয়ে' (সত্যি-সত্যি গুটিয়ে) 'সোনাচ্চাঁদ মাষ্টারের গালে এমন-এক চড় বসালাম' (সঙ্গে-সঙ্গে অমূল্য এক বিশাল চড়ের অভিনয় করলে; তা'র হাতের তেলো অতনুর গালের পাঁচ আঙুল দূরে এসে থাম্‌লো;—অতনু দু'পা পেছনে হটে' গেলো) 'যে সে চেয়ারসুদ্ধ উল্টিয়ে মেঝেয় পড়ে' গেলো। কোন্ ধানে কত চাল, বাছাধনকে টের পাইয়ে দিলাম। হাঃ-হাঃ-হাঃ।'

বলে' অমূল্য অতনুর মুখের খুব কাছে মুখ নিয়ে অসম্ভব

চীৎকার করে' হাস্‌তে লাগলো। অতনু আরো দু'পা পেছনে হট্‌লো।—

সে-রাতটা অতনুর নানারকম দুঃস্বপ্ন দেখে কাট্‌লো। একবার দেখ্‌লো, তা'র মা পাগল হ'য়ে তা'কে কাম্‌ড়াতে আস্‌ছেন; একবার দেখ্‌লো, এক গালের দাড়ি কামিয়ে সে চৌরঙ্গী দিয়ে হেঁটে চলেছে, আর প্রত্যেক দোকানের আয়নায় নিজের মুখ দেখ্‌ছে; একবার দেখ্‌লো, একা এক সমুদ্রের পারে দাঁড়িয়ে সে বৃষ্টিতে ভিজ্‌ছে, আর কাঁচা চিংড়ি মাছ চিবিয়ে খাচ্ছে। এম্‌নি আরো অনেক। ভোরের দিকে (যা আর কখনো হয় নি) তা'র ঘুম ভেঙে গেলো। তেষ্টায় তা'র গলা শুকিয়ে গেছে। বিছানা ছেড়ে উঠে' এক গ্লাশ জল খেয়ে সে আবার এসে শু'লো। এইবার সত্যি-সত্যি ঘুমুলো।

পরদিন ঘুম ভাঙামাত্র তা'র প্রথম যে-কথা মনে হ'লো, তা হচ্ছে এই, 'বুলুকে আর দেখ্‌বো না।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লো, ন'টা বাজে। যতটা খুসি বাজুক্, আজ তা'র বিছানা ছেড়ে ওঠ্‌বার কোনো তাড়া নেই। একটু পরে চাকর তা'র চা আর খবরের কাগজ নিয়ে এলো। চায়ে এক চুমুক দিয়ে খবরের কাগজ খুল্‌তে যা'বে, এমন সময় তা'র আবার মনে পড়্‌লো, 'বুলুকে আর দেখ্‌বো না।' কাগজটা রেখে দিয়ে পেয়ালা হাতে তুলে' নিয়ে সে একটু-একটু করে' চা খেতে লাগ্‌লো।

তা'র পেয়ালার আদ্ধেকও শেষ হয় নি, এমন সময় বাড়ির ফটকে এক ঝক্‌ঝকে মরিস্‌-কাউলি এসে দাঁড়ালো, এবং তা থেকে নাম্‌লো এক ঝক্‌ঝকে মেয়ে। সাবিত্রী বাড়ির ভেতর ঢুক্‌তেই যা'র দেখা পেলো, সে বুলু। অতনুর বাড়িতে যে অন্য ভাড়াটে আছে, এটা

সাবিত্রীর জানার কথা নয়, এবং একটু আগেই রান্নাঘরে নিযুক্ত ছিলো বলে' তা'র হাতে, শাড়ির আঁচলে হলুদের দাগ লেগে ছিলো। তাই সাবিত্রী তা'কে ঝি বা ঐ গোছের কিছু একটা মনে করে' সজ্ঝেপে জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'অতনুবাবু অ্যাট্ হোম্ ?'

বুলু নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে সিঁড়ি দেখিয়ে দিয়েই অদৃশ্য হ'লো।

নারী-কণ্ঠ শুনে' কৌতূহলী হ'য়ে আর-সবাই এলেন—বুলুর দাদা, পিসীমা, বাবা। কিন্তু সাবিত্রী তাঁদেরকে ভ্রুক্ষেপমাত্র না করে' গট্‌গট্ সোজা ওপরে উঠে' গেলো।

বুলুর বাবা বল্‌লেন, 'মেয়েটি ভারি পাখোয়াজ তো! এ কে ?'

পিসীমা সাবিত্রীকে দেখে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলেন। কোনো কথাই বল্‌তে পারলেন না।

অমূল্য বল্‌লে, 'বেশ বেশ। চিরকালই আমি ফীমেল-ইমান্‌সিপেশনের ঘোর পক্ষপাতী।' বলে' সে একটা খেলো নাচের সুর শিষ দিতে-দিতে ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো।

অতনুর মা ছেলের রাইটিং টেবিলে বসে' একখানা চিঠি লিখ্‌ছিলেন; সাবিত্রীকে দেখে কলম রেখে দিয়ে তা'র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চেন্‌বার চেষ্টা কর্‌লেন, পার্‌লেন না। সাবিত্রী নিঃসঙ্কোচে তাঁর কাছে এসে বল্‌লে, 'Hullo, mater! Oh, I'm sorry, what I mean is—মানে, আপনি অতনুর মা তো ?'

'হ্যাঁ।' তারপর কুণ্ঠিতভাবে বল্‌লেন, 'তোমাকে আগে কখনো দেখেছি বলে' তো মনে পড়্‌ছে না, বাছা।'

'না, আমাকে দেখেন নি, তবে আমার কথা ঢের শুনেছেন। আমি সাবিত্রী। সাবিত্রী বোস্।' বলে' সাবিত্রী অতনুর মা-র মুখে দপ্

করে' পরিচয়ের আলো জ্বলে' উঠ্‌তে দেখ্‌বার জন্য একটু অপেক্ষা কর্‌লো। কিন্তু তাঁর মুখ যে তিমিরে সেই তিমিরে। মনের সমস্ত অলি-গলি খুঁজে'ও তিনি সাবিত্রী বোসের নাম পেলেন না। আরো ভালো করে' তা'র মুখ দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

সাবিত্রী মর্ম্মাহত হ'য়ে বল্‌লে, 'অতনুর মুখে আমার নাম কখনো শোনেন নি ?' এই প্রশ্নের কী উত্তর দিলে নিষ্ঠুর হ'বে না, অতনুর মা তা ঠিক করে' উঠ্‌তে পার্‌লেন না। তাঁর দ্বিধা দেখে সাবিত্রী বল্‌লে, 'অতনুকে একটু ডেকে দেবেন kindly ?'

কিন্তু ডাক্‌তে হ'লো না। সাবিত্রীর রূপোর ঘণ্টার মত স্বর অতনুর কানে গেছে, এবং যাওয়া মাত্র তা'র মন গেছে অতল পাতালে ডুবে, মুখ গেছে ম্লানিয়ে ; এক চুমুকে পেয়ালা শেষ করে' সে বিছানা থেকে উঠ্‌লো। পোষাক বদ্‌লাবার সময় নেই ; শোবার পোষাকের ওপর একটা ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে নিলে। তারপর সিগ্রেটের বদলে পাইপ্ ধরিয়ে—যা থাকে কপালে—সে তা'র অনিবার্য্য অদৃষ্টের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালো। তা'র চালচলনে কৃত্রিম প্রফুল্লতা।

সাবিত্রীর সঙ্গে কোনো কথা বল্‌বার আগে অতনু মা-কে বল্‌লে, 'মা, তোমার স্নান কর্‌বার সময় হয়েছে।'

মা যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়েই ছিলেন, কিন্তু তিনি চেয়ার ছেড়ে ওঠ্‌বার আগেই সাবিত্রী অতনুর দু'হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বল্‌লে, 'Good morning, darling.'

অতনু বল্‌লে, 'Good morning.'

অতনুর মা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লেন।

একটু পরে অতনু বল্‌লে, 'তারপর ?'

মুহূর্ত্তের জন্য হিংস্র প্রতিকূলতায় দু'জনের চোখোখোখি হ'লো। মুহূর্ত্তের জন্য অতনুর ইচ্ছে হ'লো, সাবিত্রীর গালে ঠাস্ করে' এক চড় বসিয়ে দেয়; মুহূর্ত্তের জন্য সাবিত্রীর ইচ্ছে হ'লো, অতনুর ঘাড়ের ওপর ঘ্যাঁক্ করে' এক কামড় বসিয়ে দেয়। এই সাংঘাতিক মুহূর্ত্ত তা'রা দু'জনেই নিরাপদে উৎরোলে—ধন্যবাদ আমাদের সভ্যতাকে।

পরের মুহূর্ত্তে অতনু একটা চেয়ারে বসে' পড়ে' ফের পাইপ্ ধরালে, আর সাবিত্রী হঠাৎ তা'র মধুরতম নারীত্বে গলে' গেলো। অতনুর পেছনে দাঁড়িয়ে তা'র চুলগুলি হাতে মুঠোয় নিয়ে বল্‌লে, 'অতনু, তুমি আমার ওপর রাগ করেছো?'

অতনু কাষ্ঠ-কণ্ঠে বল্‌লে, 'না।'

সাবিত্রী তা'র আঙুল দিয়ে অতনুর চুল আঁচ্‌ড়াতে-আঁচ্‌ড়াতে বল্‌লে, 'ডার্লিঙ, তুমি মুখে "না" বল্‌ছো বটে, কিন্তু তুমি রাগ করেছো, করেছো, করেছো—এ আমি তোমার মুখ না দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি। কেন রাগ করেছো? কী করেছি আমি?'

অতনু বল্‌লে, 'অসহ্য!' কথাটা সে এতক্ষণ মনে-মনে ভাব্‌ছিলো, বলার উদ্দেশ্য তা'র ছিলো না; অসাবধানে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

চক্ষের নিমিষে সাবিত্রীর শরীরের ও স্বরের সব তরল উষ্ণতা জমে' বরফের মত ঠাণ্ডা ও শক্ত হয়ে উঠ্‌লো। অতনুর চুল ছেড়ে দিয়ে তা'র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে বল্‌লে, 'অতনু, you are an ass!'

অতনু বিনীতভাবে বল্‌লে, 'হ্যাঁ, আমি তা-ই। তা'র চেয়েও খারাপ। নইলে তোমাকে বাড়ি থেকে বা'র করে' দিতাম।'

অপমানে সাবিত্রীর মুখ আবীরের মত লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। কিন্তু সে হিস্‌টি ক্‌স্‌-এর ধার ধারে না—ওটা ভারি মেয়েলি। আশ্চর্য্য তা'র সংযম—সে ধীরে-ধীরে ভ্যানিটি-ব্যাগ খুলে' মুখে এক পোঁচ পাউডার লাগালে। তারপর এতক্ষণে একটা মনের কথা বল্‌লে, 'অতনু, এখন আমি তোমাকে খুন কর্‌তে পার্‌তাম।'

অতনু হেসে বল্‌লে, 'মেলোড্রামাটিক্‌ সিন্‌মা দেখার এ-ই ফল।'

সাবিত্রী হেসে বল্‌লে, 'আর সেণ্টিমেণ্ট্‌ল্‌ সিন্‌মা দেখার ফল কী? কাঁচা শৈশবকে sweet sixteen বলা, মুর্খতাকে পবিত্রতা বলে' ভুল করা, বোকামিকে artlessness মনে করে' নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দে'য়া—কী বলো?'

অতনু বল্‌লে, 'তুমি কিছুই জানো না, সাবিত্রী; তুমি চুপ করে' থাকো।'

সাবিত্রী বল্‌লে, 'তোমার বই 'কদ্দূর লেখা হ'লো, অতনু? বাঙ্‌লা শব্দতত্ত্ব?'

অতনু প্রাণপণে পাইপ্‌ টেনে রাশি-রাশি ধোঁয়া বা'র কর্‌তে লাগলো।

'ডি-লিট্‌ হ'লে খবর দিতে ভুলো না, অতনু। It would be *such* a pleasure to congratulate you.'

অতনু মধুরস্বরে বল্‌লে, 'এ-সব খেলো রসিকতা তোমাকে মানায় না, সাবিত্রী।'

সাবিত্রী মধুরতার মাত্রা এক ডিগ্রি চড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে, 'রসিকতা জিনিষটাই খেলো; খেলো জিনিষকে একটু বেশি খেলো করে' দিলে আসে যায় না। কিন্তু ভালোবাসা জিনিষটা গুরুতর; তা'কে খেলো

করে' দিলে পৃথিবীর লোকে হাসে—আর স্বর্গের দেবতারা কাঁদেন তুমি যা কর্ছো, অতনু, তা-ই কি তোমাকে মানায় ?···And with a girl who doesn't understand a word of English !'

অতনুর মুখ ব্যথায় নীল হ'য়ে গেলো। একটু পরে সে অর্দ্ধোচ্চারণ কর্‌লে, 'তুমি চুপ করো, সাবিত্রী !'

সাবিত্রী বুঝ্‌লে, তা'র জয় আসন্ন। তাই সে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিলে, 'What *low* taste !'

অতনু প্রার্থনার মত করে' ডাকলে, 'সাবিত্রী !'

সাবিত্রী ঠোঁট বাঁকিয়ে বল্‌লে, 'তোমার latest-কে একবার দেখ্‌বার ইচ্ছে ছিলো, অতনু। সে-সৌভাগ্য কি হ'বে ?'

অতনু নীরব।

'ভয় নেই তোমার, আমি ছোট মেয়েদের কাঁচা মাংস খাই নে। Really, কী করে' জোটালে বলো তো ?'

অতনু ভাব্‌লে, পালা তো ফুরুলোই, এখন যদি সে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত আর একটি কথাও না বলে, তবু কিছু লাভ নেই। যা হয়েছে, তা হ'য়েই গেছে। তাই সে আরম্ভ কর্‌লে, 'বুলু—'

'বুলু ? বেশ নাম ! বেশ homely—না ?'

'—নীচে যে-ভদ্রলোক থাকেন, বুলু তাঁর মেয়ে।'

সাবিত্রী চট্ ক'রে সব বুঝে নিলে।—'Oh, is it ? is it ? তা-ই বলো। And I took her for a servant !··· Very sorry to have hurt your feelings, mon cher—কিন্তু—' বুলুর হলুদ-মাথা হাত আর আঁচল মনে করে' সাবিত্রী হেসে উঠ্‌লো।

'Tired হ'তে কত দেরি, অতনু ?'

অতনু আকস্মিক উত্তেজনায় বলে' উঠ্‌লো 'I'm thoroughly, *thoroughly* tired of you. Please go away.'

এবার কিন্তু সাবিত্রী চট্‌লো না। অতনু মুহূর্তের উত্তেজনা দেখিয়েই নিজের হার মেনে নিয়েছে। সাবিত্রী এখন নিশ্চিন্ত। কাল, না পরশু—এখন এ-ই শুধু প্রশ্ন। তাই সে তা'র মধুরতম হেসে বল্‌লে, 'যাচ্ছি। এক্ষুণি যাচ্ছি। কিন্তু আমাকে একটু এগিয়ে দেবে না, অতনু ?'

অতনু ভাব্‌লে, সমুদ্রে যা'র শয়ন, তা'র শিশিরে ডর কিসের ? সাবিত্রীর সঙ্গে-সঙ্গে সে নীচে এলো। দর্‌জার আড়ালে দাঁড়িয়ে বুলুর বাবা ভাব্‌লেন—ছেলেটা একেবারে উচ্ছন্নে গেছে। শুধু অমূল্য নাচের সুর শিষ দিতে-দিতে বেরিয়ে এলো। বুলু রান্নাঘরে।

সাবিত্রী সবাইকে শুনিয়ে বল্‌লে, 'Good-bye, dearest, good-bye.'

অমূল্য একগাল হেসে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, 'ইনি কে এসেছিলেন, অতনুবাবু ? ভারি আপ্-টু-ডেট্ তো।'

অতনু বল্‌লে, 'হ্যাঁ, খুব।' বলে' ওপর চলে' গেলো।

রাত্তিরে অতনুর খাবার সময় মা বল্‌লেন, 'সবার চোখে তো আর সব ভালো দেখায় না, অতনু ;—আজ সারাদিন ওদের মুখে এ ছাড়া কথা নেই। বুলুর পিসীমা তো আমার মুখের ওপরই বল্‌লেন, "ছেলেকে শুধু পাশ্ করালেই চলে না, দিদি। পাশ কর্‌লেই লোকে মানুষ হয় না।"'

অতনু বল্‌লে, 'হুঁ।'

'আমি আর কী বল্‌বো, বলো ? চুপ করে' কথা শুন্‌তে হ'লো।

তা, বুলুকে ওরা আর এখানে কিছুতেই রাখ্‌বে না। কালই বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে, ওর বুড়ি ঠাকুরমার কাছে। ওর বাবা বলেছেন—যেমন করে'ই হোক্, আষাঢ় মাসের মধ্যেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবেন। বিয়ে দিলেই নিশ্চিন্তি!'

অতনু বল্‌লে, 'হুঁ।'

'মেয়েটার ওপর আমার মায়া বসে' গিয়েছিলো, অতনু—ভারি কষ্ট হচ্ছে ওর জন্যে। বেচারার অপরাধের মধ্যে তো এ-ই যে ও মেয়ে হ'য়ে জন্মেছে! অথচ, ওর মুখের দিকে তাকানো যায় না—আজ সারাদিন খালি কেঁদেছে। মা না থাকার এই কষ্ট, অতনু, মেয়ের দুঃখ কি বাপ-দাদায় বোঝে? আজ ওর মা থাক্‌লে কি ওকে জোর করে' এখান থেকে পাঠাতে পার্‌তো? তোর অবিবেচনার জন্য ওর হ'লো শাস্তি। এই কথা ভেবে আমার আরো খারাপ লাগ্‌ছে। মনে হচ্ছে, ওর মা-র কাছে যেন আমি জন্মের মত দোষী হ'য়ে রইলাম।'

অতনু বল্‌লে, 'ওদেরকে কাল থেকে এক মাসের নোটিশ দিয়ে দাও। আর আমাদের ভাড়াটে রেখে কাজ নেই।'

পরদিন দুপুর। বুলু এক্ষুনি চলে' যাবে। অমূল্য গাড়ি ডাক্‌তে গেছে—সে-ই তা'কে নিয়ে যা'বে। বুলু সাজসজ্জা করে' প্রস্তুত। মনের দুঃখে অতনুর মা নীচে নাব্‌ছেন না—বুলুকে চলে' যেতে তিনি দেখ্‌তে পার্‌বেন না। বুলুর পিসীমা বল্‌লেন, 'একবার দিদির সঙ্গে দেখা করে' আয় গে, যা। কিন্তু—'

বুলু ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

মাসীমার পদধূলি নিয়ে বুলু বেরিয়ে এলো। মাসীমা উদাস ভাবে

তা'কে বলেছেন—'এসো গে।' আর দু'-একটা কথাও তো তিনি বল্‌তে পার্‌তেন! কিন্তু কান্নায় যে মাসীমার গলা আট্‌কে গিয়েছিলো, তা তো বুলু তো জানে না। বুলু তো জানে না যে মাসীমা এখন কাঁদ্‌ছেন, আর মনে-মনে তা'র সঙ্গে অনেক কথা কইছেন।

বুলু সোজা নীচেই চলে' যাচ্ছিলো, হঠাৎ অতনুর শোবার ঘরের দরজার পর্দ্দাটা তা'র চোখে পড়্‌লো। সে তাকালে; কিছুই দেখা যায় না। একটু কাছে গেলো, দরজার কাছে গেলো। পর্দ্দাটা একটু তুলে' সে কি একবার দেখ্‌তেও পারে না? আজই তো শেষ। তা'র চোখে যা'কে এত সুন্দর লেগেছিলো—!

পর্দ্দাটার এক কোণ তুলে' সে দেখ্‌লে, অতনু খাটের ওপর ঘুমুচ্ছে, আর তা'র পাশে একখানা পাতা-খোলা বই চিৎ হ'য়ে পড়ে' আছে। একবার যাওয়া যায় না? গিয়েই চলে' আস্‌বে, কাছে থেকে একবার দেখে। তা'র চোখে যা'কে এত সুন্দর লেগেছিলো, তা'কে একবার দেখ্‌বে শুধু। আজই তো শেষ।

বুলু খাটের পাশে গিয়ে গিয়ে দাঁড়াতেই অনেক ফুলের গন্ধে অতনুর ঘুম হাল্‌কা হ'য়ে এলো। ঘুম ভাঙ্‌তেই সে অবিশ্যি বুঝ্‌তে পার্‌লো যে গন্ধটা ফুলের নয়, পাউডারের। কিউটিকুরা পাউডারের গন্ধে ঘর ভরে' গেছে।

চোখ মেলে' বুলুকে দেখে সে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লো না; নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো। ঘুমের জড়িমা তা'র তখনো কাটে নি।

বুলু বল্‌লে, 'আমি যাই।'

অতনু বুলুর একখানা হাত টেনে নিয়ে তা'র ওপর গভীর চুম্বন

কর্‌লে। সঙ্গে-সঙ্গে সে মনে-মনে বল্‌লে, 'সব মেয়ের মধ্যে এক বুলুকেই আমি সত্যি-সত্যি ভালোবেসেছি, তাই ওর ঠোঁটে না করে' হাতে চুম্বন কর্‌লাম।'

পাশ ফিরে' অতনু আবার ঘুমিয়ে পড়্‌লো।···

চারটের সময় ঘুম থেকে উঠে অতনু আবিষ্কার কর্‌লে যে তা'র মনে খুসি আর ধরে না। কারণ অনুসন্ধান কর্‌তে গিয়ে তা'র মনে পড়্‌লো, সে ভারি মিষ্টি একটা স্বপ্ন দেখেছে আজ। কে একটি মেয়ে—বুলুই তো। হ্যাঁ, বুলু! বেচারাকে ওরা জোর করে' বাড়ি পাঠিয়ে দিলে। যাবার সময় ও দেখা করে'ও যেতে পার্‌লো না। ভালোই হয়েছে—কান্নাকাটি কর্‌তো হয়-তো।

আজকে তা'র মন খুব ভালো—এই উপলক্ষ্যে সে আজ সায়েবি পোষাক পর্‌বে, একটুখানি বিশেষত্ব দেবার জন্যে। সযত্নে সে পরিপাটি বেশভূষা কর্‌লে;—টাই আর মোজার রঙ্‌ ম্যাচ করাতে পনেরো মিনিট সময় কাটালে। তারপর চা খেয়ে, সিগ্রেট ধরিয়ে হেরেদিয়ার সনেট আবৃত্তি কর্‌তে-কর্‌তে রাস্তায় বেরুলো। শিষ দিতে পার্‌লে শিষই দিতো।

সাবিত্রীর মুখের কাছে মুখ নিয়েই অতনু চম্‌কে তা'র মুখ সরিয়ে নিলে।

'What's that, darling?'

'ভারি মিষ্টি একটা গন্ধ—ফুলের গন্ধের মত। কিসের?' অতনু মনে কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লো, এ-গন্ধ তা'র চেনা ঠেক্‌ছে কেন? হঠাৎ সে অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলো।

সাবিত্রী বল্‌লে, 'কবিরা যা-ই লিখুন্‌, আমাদের মুখে যে সত্যি-সত্যি ফুল ফোটে না, তা তো জানো! ওটা কিউটিকুরা পাউডার।'

'কিউটিকুরা!' অতনু চুপ করে' গেলো।

'I say, what's the matter? You don't like it?'

'Don't like it? I simply adore it, darling.'

চুম্বন সমাপ্ত হ'লো। সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের গল্প।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :
সুনীল আর লুসি-ললিতা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :

সুনীল আর লুসি-ললিতা

অনেক দূর থেকে ভেসে এলো লুসি-ললিতার কণ্ঠস্বর : 'তুমি ?' সঙ্গে-সঙ্গে সুনীলের ঘুম ছুটে' গেলো।

ছুটে' গেলো, যদিও কাল রাত্তিরে—আজ সকালেই বলা যায়—শু'তে-শু'তে তা'র বেজে গিয়েছিল দুটো, এবং ঘুমোতে-ঘুমোতে প্রায় তিনটে। কাল রাত্তিরে 'Studio'র নবাগত সংখ্যাটার পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে হঠাৎ তা'র মাথায় নতুন একটা আইডিয়া দেখা দিলো। কালবৈশাখীর মেঘের মত। প্রথমে এই এতটুকু, চোখে দেখা যায় কি না যায়. একটু পরেই প্রকাণ্ড, হিংস্রদর্শন—দেখ্‌তে-না-দেখ্‌তে সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলো, ছুট্‌লো হাওয়া, জাগ্‌লো ঢেউ। সেই ছবির কল্পনায় সুনীল ডুবে' গেলো, ওর মনে গেলো নেশা ধরে'। প্রথমে শুধু কল্পনা—অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ ; ক্রমে ধোঁয়া কেটে গিয়ে পরিষ্কার রেখা ফুটে' উঠ্‌লো—দৃঢ়, সবল সব রেখা। তারপর চড়্‌লো রঙ্—উজ্জ্বল, উদ্ধত লাল, লাল আর সোনালি। আগুনের লাল, সিঁদুরের লাল, জবাফুলের লাল, সূর্য্যাস্তের অগণ্য লাল। ছবি হ'য়ে গেছে—সুনীল স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছে ; ছবিটা ওর চোখের সাম্‌নে ঝুল্‌তে থাক্‌লেও এর চেয়ে স্পষ্ট করে' ও দেখ্‌তে পেতো না। চোখ বুজ্‌লে দ্যাখে, চোখ মেল্‌লে দ্যাখে। সত্যি বল্‌তে কী, সেই ছবি ছাড়া আর কিছুই দেখ্‌তে পায় না।

আর্টিস্‌টিক্‌ ভাষার একে বলে ইন্‌স্‌পিরেশুন্‌ ; আর সাধারণ ভাষায়, মাথা-গরম-হওয়া। অন্তত, যে-যে কারণে মানুষের মাথা গরম হয়, তা'র মধ্যে এই ইন্‌স্‌পিরেশুন্‌ একটি—এবং খুব ফেল্‌নাও নয়। বরং, একটা বড় রকমের কারণ বলে'ই ধরা যেতে পারে। সুনীলকে দিয়েই দেখুন্‌ না ; ওকে যেন ভূতে পেয়েছে—পঁচিশে ডিসেম্বরের রাতেও ওকে ছাতে পাইচারি কর্‌তে হচ্ছে—ছবিটা এঁকে না ফেলা পর্য্যন্ত ওর ঘাড়ে চেপে থাক্‌বে ; কিছুতেই নাম্‌বে না, কিছুতেই শান্তি দেবে না। ছবি একেবারে তৈরি—কোথাও কোনো ফাঁক নেই ; এখন আঁক্‌লেই হ'লো। কিন্তু আঁকা নিয়েই তো মুস্কিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে যে প্রাণবীজ নারী-গর্ভে সঞ্চারিত হয়, পূর্ণাবয়ব, জীবন্ত মানুষ হ'য়ে বেরিয়ে আস্‌তে তা'র লাগে ন' মাস—তা-ও কত যন্ত্রণার পরে। ভাব্‌তে যা এক ঘণ্টাও নিলে না (কল্পনা কর্‌তে মুহূর্ত্তও নয়), তা-ই রেখায়-রঙে সম্পূর্ণ, বাস্তব করে' তুল্‌তে নেবে এক মাস—বা—কে জানে ?—তা'রো বেশি। আর তা-ও কত কষ্ট, কত পরিশ্রমেব পর। কত ইরেজার্‌-ঘষা, তুলি-বদ্‌লানো, রঙ্‌-মেশানো, চোখ-টাটানো, মাথা-ধরা, টিনে-টিনে সিগ্রেট, চায়ের পেয়ালার পর পেয়ালা। তবে পৃথিবীর লোক তা'র ছবি দেখ্‌তে পা'বে—তা-ও, সে এখন যে-ছবি দেখ্‌ছে, ঠিক তা-ই দেখ্‌বে না, তা'রি এক নিকৃষ্ট সংস্করণ দেখ্‌বে। মনে-মনে যা ভাবা যায়, কাজেও ঠিক তা-ই কি করা সম্ভব ? সম্ভব নয়, তবু সুনীলের সবুর সইছে না ; সম্ভব নয় বলে'ই সইছে না। যত দেরি কর্‌বে, কল্পনা জুড়িয়ে যেতে থাক্‌বে, বেশি দেরি কর্‌লে হারিয়েও যেতে পারে। সুনীলের এমন অনেক আইডিয়া হারিয়ে গেছে। রাত্তিরে কেন ছবি আঁকা যায় না ? ইস্‌—কাল অবধি তা'কে অপেক্ষা কর্‌তে হ'বে, এই বিষম বোঝা বইতে

হ'বে! এতগুলো ঘণ্টা সে কাটাবে কী করে'? কেন? ঘুমিয়ে। ঘুমোলো পাঁচ ঘণ্টা চক্ষের পলকে কেটে যা'বে। কিন্তু ঘুম কি আসবে? আসবে বই কি, চুপচাপ খানিক শুয়ে' থাকলে বাপের সুপুত্তুরের মত আসবে। বরফের মত ঠাণ্ডা জল দিয়ে মাথা ধুয়ে' সে শুয়ে' পড়্লো। অন্ধকারে তা'র ছবির লাল আর সোনালি জ্বল্‌জ্বল্ করছে। সে চোখ বুজ্‌লো। পাশ বদলালো। আবার বদলালো। চিৎ হ'য়ে শু'লো। উপুড় হয়ে শু'লো। আবার চিৎ হ'য়ে চোখ খুল্‌লো। অন্ধকারের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। আবার চোখ বুজ্‌লো। এম্‌নি···রাত প্রায় তিনটে অবধি।

পুরো সাড়ে তিন ঘণ্টার ঘুমও সুনীলের হয় নি। হঠাৎ পাশের ঘর থেকে টেলিফোনের তীক্ষ্ণ ঘণ্টা ওর ঘুমকে গুলিয়ে দিয়ে গেলো। ভোরবেলাকার হাল্‌কা ঘুমের মত বিলাসিতা মানুষের জীবনে কমই আছে; তা'তে একবার বাধা পড়্‌লে সারাটা দিনই খাবাপ কাটে। তা ছাড়া, এ-ক্ষেত্রে, সুনীলের পক্ষে এটা বিলাসিতা নয়, প্রয়োজন; (যদিও বিলাসিতা যে কেন প্রয়োজন নয়, তা আমি আজ পর্য্যন্ত বুঝে' উঠ্‌তে পারি নি)—গুরুতর প্রয়োজন, লোকে বল্‌বে। তাই পাশ ফিরে' সে ঘুমের-ছেদটা জোড়া দিতে লাগ্‌লো; কে না কে ডাক্‌ছে, কাঁচকলা—বয়ে' গেছে ওর গরম লেপের তলা থেকে উঠে' গিয়ে হেলো-হেলো কর্‌তে! ··কিন্তু টেলিফোনের বিরাম নেই; খানিক পর-পর বেজেই চলেছে। নাঃ, জ্বালিয়ে মার্‌লে, দেখ্‌ছি! শেষ পর্য্যন্ত উঠে' গিয়ে হয়-তো দেখ্‌বে, রং নাম্বার। টেলিফোনের মেয়েগুলো সব এমন আনাড়ি—'সাউথ্' পেতে হ'লে 'পার্ক্' ডাকতে হয়।···আঃ, আবার! লেপের তলাটায় ভারি আরাম লাগ্‌ছে, ওর দুই চোখে আঠার মত ঘুম

আট্‌কে আছে। নাঃ, ব্যাটাচ্ছেলেকে বিদেয় করে' না দিলে ঘুমোনো অসম্ভব।...

ঘুমে ঢুল্‌তে-ঢুল্‌তে ও শীতে কাঁপ্‌তে-কাঁপ্‌তে সে রিসিভার তুলে' নিলে। কী ঠাণ্ডা! আর তা'র বিছানা কী গরম—আর নরম আর আরামের। রুক্ষ ইংরিজিতে সে জিজ্ঞেস কর্‌লো: 'হূজ দ্যাট্‌?'

অনেকদূর থেকে ভেসে এলো লুসি-ললিতার কণ্ঠস্বর: 'তুমি?'

সঙ্গে-সঙ্গে সুনীলের ঘুম ছুটে' গেলো। হঠাৎ তা'র গলার আওয়াজ পরিষ্কার হ'য়ে গেলো। এমন কি, কোমল।—'লুসি-ললিতা?'

প্রশ্নটা অবিশ্যি বাহুল্য। শুধু ঐ নাম উচ্চারণ কর্‌বার জন্যেই করেছে। চমৎকার নাম, লুসি-ললিতা। লিখ্‌তে ভালো—যেমন: লুসি-ললিতা, লুসি-ললিতা। আবাব: লুসি-ললিতা। বল্‌তে ভালো (মাউথ্‌পীস্‌ থেকে মুখ সবিয়ে সুনীল উচ্চায়ণ কর্‌লে): লুসি-ললিতা, লুসি-ললিতা, লুসি-ললিতা। চমৎকার নাম। চমৎকার মেয়ে। দুই চোখ ওর উৎসবের প্রদীপের মত উজ্জ্বল; পাৎলা শবীরে ওর বত্তিচেল্লির নরম সব রেখা, ঢেউয়েব মত তরল সব রেখা। বাত্তিচেল্লির ভিনাসের মত ঘন কালো চুল—এলো চুল; প্রায়ই এলো। গেলো সাত বছরের মধ্যে সুনীল একটি দিনের কথাও মনে কর্‌তে পারে না, যেদিন ও ওর খোঁপা-বাঁধা চুল দেখেছে। দেখেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু মনে কর্‌তে পারে না। লুসি-ললিতাকে মনে কর্‌তেই সারা পিঠে-ছড়ানো ঘন কালো চুল মনে পড়ে। নরম চুল, সুগন্ধি চুল। ক্যালিফর্নিয়া পপি। এত হাল্‌কা গন্ধ যে চুলের মধ্যে মুখটা চেপে ধর্‌লে মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ কর্‌তে থাকে। একদিন সুনীলের মুখ চুল থেকে সরে' গিয়ে ওর কানের নীচে পড়েছিলো। লুসি-ললিতা আস্তে বলেছিলো, 'কী কর্‌ছো!' এত

আস্তে বলেছিলো যে সে-অনুযোগের মানে হয়েছিলো অনুমোদন। লুসি-ললিতা সব কথাই আস্তে বলে; এমন মৃদু, এমন নরম করে' বলে যে ওর মুখে সব কথাই মনে হয় গোপন কথা, অতি সাধারণ কথাও প্রেমের কথা। আর, কথা বলার সময় এমন গভীর চোখে তাকায়, একটু মুখ তুলে', সমস্ত চোখ ভরে' এমন করে' তাকায় যে আপনার মনে হ'বে (যদি না ওর সঙ্গে আপনার অনেক দিনকার আলাপ হয়) ও আপনার প্রেমে পড়েছে। ওর যা স্বভাব, তা'কে অনেক ছেলে ভুল বুঝে' নিজকে সৌভাগ্যবান মনে করেছে; পরে সে-ভুল যখন ভেঙে গেছে, আরো বড় ভুল করে' ওকে ব্যবসাদার কোকেট্ মনে করেছে। লুসি-ললিতা কোকেট্ নয়, কারণ ও আধুনিক নয়;—একটা বিদ্যে-হিসেবে কোকেট্রির চর্চ্চা আধুনিক কালের জিনিষ; বিশেষ, আমাদের দেশে এ-বিদ্যার আমদানি হয়েছে খুবই অল্পদিন। লুসি-ললিতা সেকেলে; সংস্কৃত নায়িকাদের মত ও হৃদয়াবেগের মর্য্যাদা বোঝে, টুর্গেনিফ্-এর নায়িকাদের মত ও প্রেমের সম্মান কর্‌তে জানে। এ-ই লুসি-ললিতা।

এই লুসি-ললিতাকে আমি দু'একবারের বেশি দেখি নি। 'সমাজে' ও বেশি বেরোয় না। যেখানে সবাই আসে, অমিতা চন্দ আর সাবিত্রী বোস্ আর শর্ব্বরী রায়, যেখানে আসে এরা আর ওরা, এবং আরো অনেকে—সেখানেও লুসি-ললিতাকে সচরাচর দেখা যায় না। আধুনিকতা ওর সয় না; অনেক লোকের মধ্যে ওর মন ওঠে হাঁপিয়ে। ও ভালোবাসে একা থাক্‌তে, নিজের কাজ নিয়ে, সন্ধ্যায় একজন বন্ধু, রেড্-রোড্ ধরে' অনেকদূর হেঁটে-আসা; তারপর ব্যাল্কনিতে বসে' চা। অমিতা চন্দ আমাকে বলেছে, ও নাকি ছবিও আঁকে—ইণ্ডিয়ান্ আর্টের ঢঙে। ইণ্ডিয়ান্ আর্টের মর্ম্ম আমি বুঝি নে; চক্ষুকে পীড়া দিলেই আত্মা

পরমানন্দ লাভ করে কিনা, তা আমার জানা নেই ; কাজেই লুসি-ললিতার শিল্পচর্চ্চা সম্বন্ধে কোনো-কালেও কিছুমাত্র উৎসাহ দেখাই নি।

লুসি-ললিতার সম্বন্ধে এইটুকুই জান্‌তাম ; আর জান্‌তাম, ও সুনীলের দিন আর রাতকে মধুর করে' রেখেছে। তাই সুনীল মুখে অতনুর প্রণয়-সৌভাগ্যের প্রতি ঈর্ষার ভাণ কর্‌লেও, মনে-মনে ওকে ঈর্ষা করে, এমন লোকও ছিলো। যেমন আমি। আমাদের সবাইকে একটা বিশ্রী ছটফটানি তাড়া করে' বেড়ায়—নিজকে গুছিয়ে নিতে দেয় না, স্তব্ধ জল্পনার অবসর দেয় না, ঠেলে নিয়ে চলে এক উত্তেজনা থেকে অন্য উত্তেজনায়। শুধু সুনীলকে দেখে মনে হ'তো, তরঙ্গোচ্ছ্বাসের স্তর পেরিয়ে ও পেয়েছে গভীরতার আশ্রয় ; সেখানকার নীরবতা শব্দের অভাব নয়, শব্দের সমাধি। ওর মধ্যে আর চাঞ্চল্য নেই, নিজকে ও খুঁজে' পেয়েছে। জান্‌তাম, এর মূলে রয়েছে লুসি-ললিতা। জান্‌তাম, লুসি-ললিতা সুনীলের দিন আর রাত মধুর করে' রেখেছে—দিনের স্বপ্ন আর রাতের স্বপ্ন। অতনুর মত যা'রা খালি মেয়ে শুঁকে' বেড়ায়, তা'দেরকে সত্যি-সত্যি করুণা কর্‌বার অধিকার ওর ছিলো। অতনুর সম্বন্ধে আগে বলা হয়েছে যে, ও মেয়েদেরকে উপভোগ করে না, ব্যবহার করে। অতনু বল্‌বে (অন্তত, ওর বলা উচিত) যে কথাটা সত্যি নয়। এক হিসেবে, সত্যি নয়ও। মেয়েদেরকে ও উপভোগও করে বই কি—কিন্তু কী রকম, জানেন ? যেমন উপভোগ করে সকালে ঘুম থেকে উঠে' চা। সকালে চায়ে চুমুক না দিলে ওর ভালোমত ঘুম ভাঙে না ; তেম্‌নি সন্ধ্যায় কোনো মেয়েকে চুমো না খেলে রাত্তিরে ওর ভালোমত ঘুম হয় না। দুটোই ওর না হ'লেই নয়। দু'টোই ওর অভ্যেস। অভ্যেস জিনিষটাই ভোঁতা, তা'র উপভোগ সচেতন নয়,

প্রায় instinctive। প্রাত্যহিক পুনরাবৃত্তিতে যা একেবারে রুটিন্-বাঁধা হ'য়ে গেছে, তা'র অভাবে কষ্ট হয়, কিন্তু উপভোগে আনন্দ হয় না। আরাম হয় মাত্র। তা-ও, সব সময় নয়। সুনীল এই রুটিন্-বাঁধা প্রেমের পক্ষপাতী নয়। আজকালকার দিনে রুটিন্-বাঁধা কাজ তো আমাদেরকে করতে হচ্ছেই, তা এড়াবার উপায় নেই। কিন্তু কাজের সময়ের পর যখন আসে অবসর, কাজের জগত ছেড়ে যখন বেরিয়ে এলাম উপভোগের জগতে, তখন অন্তত আমাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাক্, সেখানকার হাওয়ায় অন্তত নিয়মের বিষ যেন ছড়ানো না হয়। নিয়ম করে' লেখাপড়া যদি হয় তো হোক্, কিন্তু দোহাই দেবতার, নিয়ম করে' খেলার ব্যবস্থা যেন না হয়। খেলা কথাটাই চূড়ান্ত অনিয়ম সূচনা করছে। তেমনি, প্রেমও। সুনীল প্রেমকে একটা কর্ত্তব্য করে' তুলে' তা'র জাত মারতে চায় না। সে চায় তা'কে উপভোগ করতে। এবং সম্পূর্ণ উপভোগের জন্য বিরলতা দরকার। বিরলতা উপভোগকে ধারালো করে' তোলে। স্বেচ্ছাচারিতারও দরকার। যখন সত্যি-সত্যি ইচ্ছে হ'বে, তখনি তা মেটাতে হয়। ইচ্ছে থাক্ বা না থাক্, জোর করে' খেল্‌লে মজা লাগে না; প্রেম কর্‌লে মন খুসি হয় না। অবিশ্যি অভ্যেসের যে-ইচ্ছে, তা ইচ্ছে নয়। সকালে উঠে' চা খেতে আমাদের ইচ্ছে করে না, চা না হ'লে আমাদের চলে না। কিন্তু মাঝে-মাঝে—উৎসবের দিনে, প্রিয়জনের সাহচর্য্যে—খুব দামী মদ খেতে আমাদের ইচ্ছে করে—অনেক কাল মাটির নীচে অন্ধকারে থেকে যা'র গোলাপি রঙ্ গাঢ় হয়েছে, যা'র স্বাদে দারুচিনির মত মিষ্টি ঝাঁঝ, অল্প ঝাঁঝ; যা ঢক্‌ঢক্ করে' না গিলে' একটু-একটু করে' রসিয়ে-রসিয়ে খেতে হয়; যা স্বাদ-করা গান শোনার মত

aesthetic ব্যাপার; খাওয়ার পরেও অনেকদিন যা'র স্বাদ মনে থাকে। তেম্‌নি প্রেম। মানে, সুনীলের পক্ষে। তাই, লুসি-ললিতার কাছে প্রতি সন্ধ্যায় সে যায় না। রোজ যাওয়া তো যাওয়া নয়, হাজিরা দে'য়া। ও ভালোবাসে নিজের কাজ নিয়ে থাক্‌তে (ওর সঙ্গে লুসি-ললিতার টেম্‌পেরামেণ্ট্-এর আশ্চর্য্য মিল)। দিনের পর দিন যায়; লুসি-ললিতা আছে, এ-কথা ভাব্‌তেই ওর ভালো লাগে। লুসি-ললিতা আছে; যে-কোনো সময়ে ও তা'র কাছে যেতে পারে। তাই যে-কোনো সময়ে যাবার দরকার নেই। যেদিন ইচ্ছে হ'বে, সত্যি ইচ্ছে হ'বে, সেদিন ও যা'বে। লুসি-ললিতাকে দেখ্‌বে। ওর কথা শুন্‌বে। ওর চুলের ওপর মুখ চেপে ধর্‌বে। ওর কানের নীচে চুমো খা'বে। এই ইচ্ছেটা কখন্ কী করে' যে হয়, কেউ বল্‌তে পারে না। চমৎকার এর অনিয়মতা; কোনো সপ্তাহে তিনবার, আবার কখনো মাসে একবারো নয়। লুসি-ললিতার সঙ্গে ওর শেষ দেখা হয়েছিলো ন'দিন আগে। এ ক'দিন কিচ্ছু মনে হয় নি, কিন্তু কাল রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়্‌বার ঠিক আগের মুহূর্ত্তে ওর মনে হয়েছিলো—লুসি-ললিতাকে মনে পড়েছিলো। তাই বুঝি আজ ওর ঘুম না ভাঙ্‌তেই লুসি-ললিতা ওকে ডাক্‌ছে। অদ্ভুত এ দু'জনের মতের, এবং—যা বেশি অদ্ভুত—মনের মিল। ওরা একসঙ্গে একই কথা বলে' উঠেছে, এমন তো প্রায়ই হয়েছে; এখন এ কী বল্‌বে, ও তা প্রায়ই আগে থেকেই বুঝ্‌তে পারে। আবার, বৈষম্য যে একেবারে নেই, তা-ও নয়। আছে, আর্ট নিয়ে; লুসি-ললিতার দেব্‌তা বত্তিচেল্লি, সুনীলের ভেলাকে, রেম্ব্রাণ্ড্, করেজ্জো, রুবেন্স্। ফলে, তর্ক হ'তো। এমন তর্ক, যা'র হার-জিৎ নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। তর্কের মাঝখানে হঠাৎ দু'জনে একসঙ্গে চুপ

করে' যেতো। সুনীল চেয়ার ছেড়ে উঠে' জান্‌লার কাছে দাঁড়িয়ে ভাব্‌তো: 'আসলে আমরা দু'জন এক—একই জিনিষের দুই অর্দ্ধেক। দু'জনে মিলে' আমরা একজন।' তারপর, তর্ক যেতো ভেসে। সুনীল জান্‌লা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে—যেন নিজের মনে-মনে—ডাক্‌তো: 'লুসি-ললিতা, লুসি-ললিতা, লুসি-ললিতা।' যেমন ও এইমাত্র ডাক্‌লো, মাউথ্‌ পীস্‌ থেকে মুখ সরিয়ে।

'ঘুম ভেঙেছে তোমার?…ভেঙেছে নিশ্চয়ই, নইলে আর কথা বল্‌ছো কী করে'? আমিই তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম বুঝি?'

'হ্যাঁ।' ('আজ সকালে তুমি আমার ঘুম ভাঙিয়ে দেবে, লুসি-ললিতা, তাই কাল রাতে—অনেক রাতে—অনেক ছট্‌ফটানির পর চোখে যখন ঘুম এলো, তখন মনে পড়্‌লো তোমার কথা। লুসি-ললিতা, তোমাকে বল্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে, কেন কাল আমার অনেক রাত অবধি ঘুম আসে নি। তোমাকে বল্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে, কেন অতৃপ্ত ঘুম নিয়ে উঠে'ও এখন আর আমার বিছনায় ফিরে যেতে ইচ্ছে কর্‌ছে না; কেন, বিছ্‌নায় ফিরে' গেলেও এখন আর আমি ঘুমোতে পার্‌বো না।')

এম্‌নি ভেবে চলেছে সুনীলের মন; আর সঙ্গে-সঙ্গে তা'র কান শুন্‌ছে, আর মুখ বল্‌ছে কথা।

'শোনো: তুমি এক্ষুনি আমার এখানে চলে' এসো। বুঝ্‌লে?'

'কিন্তু আমি যে এখনো—'

'তোমাকে মুখ ধু'তে হ'বে না; চা খেতে হ'বে না; বাক্স থেকে ইস্ত্রী-করা জামা বা'র কর্‌তে হ'বে না। টুথ্‌-ব্রাশ্‌টা পকেটে ফেলে' এক্ষুনি চলে' এসো। এক্ষুনি।'

'কিন্তু কেন বলো তো ?' ('কেন আবার কী ? এ-কথা কেন জিজ্ঞেস কর্‌তে গেলাম ?')

'কেন আবার কী ?'—কী আশ্চর্য্য মিল দু'জনের !—'এ-কথা কেন জিজ্ঞেস কর্‌ছো ? আজ ঘুম ভাঙামাত্র আমার কী মনে হ'লো, জানো ? মনে হ'লো, তুমি এই মুহূর্ত্তে এখানে না এলে আমার চল্‌বে না। কিছুতেই চল্‌বে না। ঘুম থেকে যখন উঠ্‌লাম, তখনো বাইরে অন্ধকার, তখনো তোমাকে ডাকা যায় না। বাইরে কুয়াশা ; ঘরে বসে' অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লাম। আস্তে-আস্তে কুয়াশা কেটে যেতে লাগ্‌লো ; তখনো তোমাকে ডাকা যায় না। এখন আকাশ রোদে হেসে উঠেছে, ঘড়িতে বেজেছে সাড়ে-ছ'টা—তাই তোমাকে ডাক্‌ছি। তুমি এসো। সাতটার মধ্যে তোমার আসা চাই—বুঝ্‌লে ?'...

সাতটার মধ্যে। রীড্‌ন্ স্‌ট্রীট্ থেকে লেইক্ রোড্। সুনীল একটা ট্যাক্সির জন্য ফোন্ ক'রে' দিলে। টুথ্‌ব্রাশ্ পকেটে নিয়ে যাওয়ার আইডিয়া তা'র পছন্দ হয় না। সে তৈরি হ'তে-হ'তে ট্যাক্সি এসে হাজির হ'বে।

২

লুসি-ললিতা নীচের বারান্দাতেই অপেক্ষা কর্‌ছিলো বোধ হয় ; গাড়ির আওয়াজ শুনে' বেরিয়ে এলো। সুনীল গাড়ি থেকে নেমে সজোরে হাতে-হাত ঘষ্‌তে-ঘষ্‌তে বল্‌লে : 'উঃ, কী ঠাণ্ডা !'

কেননা, তাড়াতাড়িতে গায়ে একটা র‍্যাপার জড়িয়ে নিতেও তা'র মনে ছিলো না। ভোরবেলাকার খালি রাস্তায় ট্যাক্সি ছুটেছিলো

দারুণ বেগে; কন্‌কনে হাওয়া। আস্‌তে-আস্‌তে সুনীল ভাব্‌ছিলো, লুসি-ললিতার 'এক্ষুনি'কে এতটা literally না নিলেও বিশেষ ক্ষতি ছিলো না। লুসি-ললিতার গায়ের ফার্‌-লাইন্‌ড্‌ কোটের দিকে সে ঈর্ষার দৃষ্টিতে বার-কয়েক তাকালো।

কিন্তু একটু পরে পকেটে হাত দিয়ে সে যা আবিষ্কার কর্‌লো, তা'তে হঠাৎ ঠাণ্ডা কেটে গিয়ে গরমে তা'র কান ঝাঁ-ঝাঁ কর্‌তে লাগ্‌লো। মনি-ব্যাগ্‌ আন্‌তেই সে ভুলে' গেছে। পকেটে তা'র একটা রুমাল ছাড়া কিছু নেই। এমন কি, সিগ্রেটও নয়। না একটা দেশ্‌লাই। প্রিয়ার কাছ থেকে টাকা ধার নিতে এক দান্নুন্‌ৎসিয়োকে শোনা গেছে। এলেনরা ডুজে-র সঙ্গে যখন তাঁর প্রেম। ডুজে-র সঙ্গে প্রতি সন্ধ্যায় তিনি বেড়াতে বেরোতেন। পাহাড়ের ধারে; বনের বিরল পথে, ঝর্ণার সাথে-সাথে যা চলেছে। গানের মত করে' বল্‌তেন: 'এলেনরা, আজ্‌কে এই সন্ধ্যার গোলাপি আকাশ আর পাহাড়ের নীল আর বনের সবুজের সঙ্গে মিশে' তুমি এক হ'য়ে গেছো। এই মুহূর্ত্তে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে তুমি ছড়িয়ে পড়্‌লে; তোমাকে আলাদা করে' দেখ্‌তে পাচ্ছি নে। তোমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি নে; তুমি কোথায়?' তারপর বল্‌তেন: 'এলেনরা, আমাকে কয়েক লির‍্য ধার দিতে পারো?' তেম্‌নি—গানের মত করে' বল্‌তেন—তা ঠিক। এমন করে' বল্‌তেন যে এলেনরা আরো বেশি মুগ্ধ হ'তেন, তা ঠিক। এবং, সে-সব লির‍্য ফেরৎ দে'য়া বা নে'য়ার কথা দু'জনের কারো মনেই কোনোকালে উঠ্‌তো না, তা-ও ঠিক। তবু, সুনীলের মন এতে সায় দেয় না। দান্নুন্‌ৎসিয়োর মত যাঁরা পেশাদার প্রেমিক, তাঁদের কথা আলাদা। প্রেম সুনীলের ব্যবসা নয়, উপভোগের জিনিষ। প্রিয়ার

কাছ থেকে টাকা নিতে ওর খট্‌কা লাগে। খুব যে একটা আসে যায়, তা নয়। তবু কোথায় যেন একটু সুর কাটে। দামী, পুরোনো, মদে যেমন সামান্য কর্কের গন্ধ। নেশা করার জন্যে যা'রা মদ খায়, তা'দের কিছু আসে যায় না, কিন্তু ভালো লাগে বলে' যা'রা খায়, তা'রা তা সইতে পারে না।

'সঙ্গে একটি পয়সাও নেই তো তোমার? বেশ। আমি ঠিক এ-ই চেয়েছিলাম! চেয়েছিলাম বলে'ই কিছু বলি নি। যদি বল্‌তাম, টাকা-কড়ি কিছু সঙ্গে এনো না, তা হ'লেই তুমি মনি-ব্যাগ্‌ আন্‌তে কক্ষনো ভুল্‌তে না। তা-ই নয়? তবু আমার আশা কর্‌বার সাহস হয় নি যে তুমি সত্যি-সত্যি ভুলে' যা'বে। যা চেয়েছিলাম, তা-ই হ'লো তো? প্রমাণ হ'য়ে গেলো, ঈশ্বর আছেন। হ'লো না?'

ট্যাক্সি বিদেয় করে' দিয়ে লুসি-ললিতা বল্‌লে, 'আর কী? চলো, বেরিয়ে পড়ি।'

'এখনি?'

'কেন নয়? চা? চা হ'বে। In good time. চলোই না।'

'কোথায়?'

'তুমি যদি জি, কে, চেস্‌টার্টন্‌ হ'তে, তা হ'লে এ-কথা জিজ্ঞেস কর্‌তে না।'

'আমি যদি জি, কে, চেস্‌টার্টন্‌ হ'তাম, লুসি-ললিতা, তা হ'লে আজ সকালে তুমি আমাকে ডেকে পাঠাতে না। ও একটা জীবন্ত কার্টুন্‌। এত মোটা ভুঁড়ি যে ঠেলে-ঠুলে গাড়ির ভেতর ঢোকাতে হয়। তা-ও একবার ওর চাপে গাড়িসুদ্ধ ভেঙে পড়েছিলো। ফ্লীট্‌ স্ট্রীট্‌-এর মধ্যে। ওর সঙ্গে ডুয়েল্‌ লড়্‌তে হ'লে ওর পোষাকের

ওপর খড়ি দিয়ে লাইন এঁকে সীমা নির্দ্দিষ্ট করে' না নিলে ওর ওপর বেজায় অবিচার করা হয়। ইষ্টিশানে গাড়ির জন্য অপেক্ষা কর্তে হ'লে ও বার-বার নিজেব ওজন নিয়ে সময় কাটায়—"profound results" পায় কিনা। ট্রেইনে কোনো বই বা খবরের কাগজ না থাক্‌লে পকেট-ভর্ত্তি ট্রামের টিকিটের বিজ্ঞাপন পড়ে' জ্ঞান-লাভ করে। জ্যর্ম্মান্‌ না জানার দরুণ একবার এক ইহুদীকে ও দু' পেনি ঠকাতে বাধ্য হয়েছিলো।—'

'Isn't he a darling?' লুসি-ললিতা হেসে উঠ্‌লো।

'আর আমি? আমি বুঝি নই?'

'তুমিও। খুসি হ'লে? চলো তা হ'লে।…ও, তোমার একটা র‍্যাপার চাই বুঝি? আমাব কথা যে তোমার কাছে কতখানি মূল্যবান, তা'র প্রমাণ দে'য়াব জন্য বুঝি ইচ্ছে করে' র‍্যাপারটাও ভুলে' এসেছো? দাঁড়াও একটু, আমাবটা এনে দিচ্ছি।'

('লুসি-ললিতা তোমাব আজ্‌কে হয়েছে কী, বলো তো? তোমাকে যে চেনাই যাচ্ছে না! টুর্গেনিফ্‌-এর নায়িকাদের মত গম্ভীর ধরণের মেয়ে তুমি; তোমার মধ্যে এ-চঞ্চলতা কেন? তোমার প্রকৃতির এই একটি দিক এতকাল সবার কাছ থেকে লুকিয়ে এলে; আর আজ্‌কে—বলা নেই, কওয়া নেই—আমার কাছে আকস্মিক নবত্বে তা উদ্ঘাটিত হ'লো। আমি মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। তোমাকে শাদা বা নীল বা ধূসর ছাড়া কখনো কিছু পর্‌তে দেখি নি; আর আজ তোমার শাড়িব ম্যাজেণ্টায় বিয়ের রাতের মত লঘু ইসারা। তুমি কখনো বেশি কথা বল্‌তে না, বাজে কথা তো নয়ই; আর আজ তোমার হাসিতে চঞ্চলতা, কথায় তরল অজস্রতা। একটি মেয়েকে

জান্‌তাম, বার্ন্‌-জোন্স্‌-এর মেয়েদের মত যা'র মুখ ম্লান, যা'র চোখে উৎসবের প্রদীপের মত শান্ত উজ্জ্বলতা। সেই মেয়ের মুখে আজ রক্তাভ উত্তেজনা, সেই মেয়ে আজ এক টুক্‌রো নদীর মত টল্‌মল্‌ কর্‌ছে, ঝল্‌মল্‌ কর্‌ছে। তা'র চোখে গাড়িয়ে চলেছে অন্ধকারের নীচে অন্ধকার; এমন কি, তা'র চুলের খোঁপাও উচ্চ-হাসির মত উদ্ধত। লুসি-ললিতা, আমার সন্দেহ হচ্ছে যে অমিতা চন্দ-র সঙ্গে বাজি রেখে তুমি এই-সব কর্‌ছো ;—দেখ্‌লে, দরকার হ'লে আমি তোমাকেও হার মানাতে পারি !')

'কী ভাব্‌ছো ? এই নাও ব্যাপার। এসো, না-হয় তোমার গায়ে জড়িয়েই দিচ্ছি। ভালো করে'ই জড়িয়ে দিচ্ছি। দেখ্‌লে, আমাকে বল্‌তে হ'লো না। আমিও কম ডার্লিঙ্‌ নই, কী বলো ?'

('লুসি-ললিতা, তোমার চুলে ক্যালিফর্নিয়া পপি-র গন্ধ। এত হাল্‌কা গন্ধ যে খুব কাছে না এলে টের পাওয়া যায় না ; এত মিষ্টি গন্ধ যে আমি যদি তোমার চুলে মুখ চেপে ধরি, তা হ'লে আমার মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করে' উঠ্‌বে।')

'আর-কেউ হ'লে এখন আমাকে চুমো খেতে চাইতো। অন্তত, হাত ধর্‌তো। তুমি কিছুই কর্‌লে না ; কারণ, তুমি জানো ভালোবাসা কাচের বাসনের মত ঠুন্‌কো—অত্যন্ত যত্নে, সাবধানে তাকে নাড়াচাড়া কর্‌তে হয়। আর, এ-জন্যেই তো তোমাকে এত ভালোবাসি। কিন্তু —আর দেরি কেন ? বেরুই, চলো।..বাড়ির সবাই জানে। ভয় নেই তোমার ; তোমার সঙ্গে ইলোপ্‌ করবার মৎলব আমার নেই। অন্তত, এখন নেই। দুপুরবেলা যে হ'বে না, তা অবিশ্যি জোর করে' বল্‌তে পারি নে।'

*　　　*　　　*

রাস্তায় বেরিয়ে লুসি-ললিতা বল্‌লে, 'এসো খানিকটা হাঁটি। ঠাণ্ডায় হাঁট্‌তে চমৎকার লাগে—নয় ?'

'কেন জিজ্ঞেস কর্‌ছো, লুসি-ললিতা ? লুসি-ললিতা, তুমি তো জানো, হাঁট্‌তে আমি একেবারেই ভালোবাসি নে। পারিও নে। তা ছাড়া, কাল রাত্তিরে আমি সাড়ে-তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছি, এবং আজ সকালে আমি চা খাই নি। কখনো খাবো কি না, লুসি-ললিতা, তা তুমিই বল্‌তে পারো। তা'র ওপর, তোমার কথা ভাবতে-ভাবতে এমন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলাম যে স্যাণ্ডেল পরে'ই চলে' এসেছি। পায়ে ঠাণ্ডা লাগ্‌ছে। তা ছাড়া, স্যাণ্ডেল পরে' এ-ঘর থেকে ও-ঘরের বেশি আমি যেতে পারি নে। তায় আবার পুরোনো স্যাণ্ডেল। যে-কোনো মুহূর্ত্তে পট্‌ করে' ছিঁড়ে যা'বে। আর তুমি আমাকে ফেলে' হন্‌হন্‌ করে' এগিয়ে চলে' যা'বে। আর আমি প্রসার্পিনার রাজ্যে নবাগত ভূতের মত শুক্‌নো মুখে, খালি পায়ে কল্‌কাতার রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে' বেড়াবো। বরং সোজাসুজি বল্‌লেই পারো, "আমার হাঁট্‌তে ভালো লাগে, আমি হাঁট্‌বোই। তা'তে আর-কেউ বাঁচুক্‌ বা মরুক্‌ বা নরকে যাক্‌, সে-ভাব্‌না আমার নয়।"'

লুসি-ললিতা হেসে উঠ্‌লো।—'প্রমাণ পেলাম, সুনীল, যে তুমি সত্যি-সত্যি চা খাও নি। নইলে কি আর এমন মেজাজ হ'তে পারে ? নেশা করার ফল হাতে-হাতে পাচ্ছো তো ? চা খাই নি তো আমিও। অথচ, আমি কি তোমার মত ঝিমুচ্ছি ? না, প্যান্‌প্যান্‌ কর্‌ছি ? কিন্তু তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, সুনীল, চা আমরা খাবো। খুব বেশি দেরিও নেই তা'র। Meanwhile, সিগ্রেট খাচ্ছো না যে ? আমার

কথা ভাব্‌তে-ভাব্‌তে অন্যমনস্ক হ'য়ে সেটাও ফেলে' আসো নি তো? যা ভেবেছি। আচ্ছা, যাও;—আমার কথা ভাব্‌তে তোমার অন্যায় রকম বেশি ভালো লাগে, তোমাব এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমিই না-হয় কর্‌ছি। দিচ্ছি সিগ্রেট কিনে'—দেশ্‌লাইসুদ্ধ। এক ঘণ্টার মধ্যে যদি এক প্যাকেট না ফুবোতে পাবো, তা হ'লে বাকি সাবাদিন তোমাকে সিগ্রেট না খেয়ে থাক্‌তে হ'বে। আর, যদি পাবো, বাকি সারাদিন ঘণ্টায় এক প্যাকেট কবে' পা'বে। পর-পর ক'টা সিগ্রেট খেয়েছো তুমি? রেকর্ড্‌? পঞ্চাশটা? এতই? কেন? জেদ্‌ করে'? না, মন-খাবাপ কবে'? একই কথা অবিশ্যি। · এই যাঃ, এ-দোকানটা এখনো খোলেই নি। বাস্তার ওদিকে আর-একটা আছে। চলো। বেচেড্‌ দোকান্‌—পাওয়া গেলে হয় এখানে। কী না খাও তুমি? Gold Flake, of course.·· যাক্‌, নানা রকম আছে দোকানটায়। আজকে ক্রেভ্‌ন্‌-এ খাও না—they won't affect your throat। অন্তত, বিজ্ঞাপনে ওবা তা-ই লেখে। তা ছাড়া, প্যাকেটগুলো ভাবি dainty। খা'বে? · এই, এক প্যাকেট ক্রেভ্‌ন্‌-এ দাও তো—আর একটা দেশ্‌লাই। নাও, সুনীল।·· খুচ্‌বো পয়সা নেই? আমার কাছেও নেই যে। রাখো তবে, টাকাটাই তুমি রাখো।' লুসি-ললিতা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলো।

উড়ে দোকানী ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে' ওদের পেছনে তাকিয়ে রইলো। এমন বউনি ওর জীবনে আর হয় নি। আশা করা যায়, এক দিনের মধ্যে ওর কপাল ফিরে গেছে।

*　　　*　　　*

'ছাখো, সুনীল, আকাশের কী চমৎকার রঙ্ হয়েছে এখন। চাটগাঁর কথা মনে পড়ে না ?'

সুনীল মুখ ফিরিয়ে পূবের আকাশের দিকে তাকালো। পুরু শেল্-এর চশ্মা-জোড়া চোখ থেকে খুলে' রুমাল দিয়ে মুছে' চোখ থেকে খানিক দূরে ধরে' তা'র পরিষ্কারত্ব পরখ্ কর্‌লে। তারপর ফের চশ্মা লাগিয়ে আবার তাকালো। প্রথমে মুখ ফিরিয়ে পূবের আকাশের দিকে। পরে তা'র পাশে লুসি-ললিতার দিকে। লুসি-ললিতার মুখে বকের পাখায় রোদের আলোর মত হাসি ঝল্‌মল্ কর্‌ছে।

'সুনীল, তোমার চাটগাঁর কথা মনে পড়্‌ছে না ?'

'পড়্‌ছে বই কি, লুসি-ললিতা। পড়্‌ছে, কারণ সেটা সাত বছর আগেকার কথা। দূর অতীত কাছের অতীতের চাইতে অনেক কাছে। এটা একটা প্যারাডক্স্ হ'লো ;—সুকুমার থাক্‌লে জবাব দিতো, "কাছের ভবিষ্যৎ দূর ভবিষ্যতের চাইতে অনেক দূরে।" কিন্তু তুমি জানো, লুসি-ললিতা, কথাটা প্যারাডাক্স্ নয়। সত্যি। দু'মাস আগেকার চাইতে সাত বছর আগেকার কথা আমরা অনেক বেশি মনে কর্‌তে পারি। এবং অনেক স্পষ্ট করে'। সাত বছর আগে চাটগাঁ সহরে একটি ছেলে থাক্‌তো। এবং একটি মেয়ে। পাশাপাশি দু'টো টিলার ওপর ছিলো ওদের বাড়ি। ওদের ঘরের জান্‌লা দু'টো ছিলো মুখোমুখি। ভারি ছেলেমানুষ ছিলো ওরা। যে-বয়েসে ছেলে-মানুষ হওয়া উচিত, সে-বয়েসে ছেলেমানুষ হ'বার মত আজকালকার দিনে বিরল ক্ষমতা ওদের ছিলো। ওদের স্বাস্থ্য ছিলো ভালো, অবস্থা ছিলো ভালো। অল্প বয়েসে ওরা ফ্রয়েড বা কার্ল্‌মার্ক্স্

পড়ে নি। কখনো পড়েছে কিনা, সে বিষয়েও আমার ঘোর সন্দেহ আছে।

'এ-রকম দু'টি ছেলেমেয়ে পাশাপাশি বাড়িতে থাকলে যা হ'বার তা-ই হ'লো। তুমি "আয়না" বলতে-বলতে ওরা পরস্পরের প্রেমে পড়ে' গেলো। গভী—র প্রেমে। অবিশ্যি প্রেম কথাটার মানে তা'রা জানতো না। কী করে'ই বা জানবে—দেহ-সম্বন্ধে তখনো ওরা সচেতন হয় নি কিনা। Adolescence-এর গাল-ভরা—এবং একটু বোকা-বোকা—কৌমার্য্য তখন ওদের। ওদের প্রেমের নমুনা শুনবে? রাত্তিরে যে যা'র জানলায় দাঁড়িয়ে ইলেক্ট্রিক টর্চ্চের সাহায্যে ওরা টেলিগ্রাফের ভাষায় আলাপ করতো। ঠিক একই মুহূর্ত্তে দু'ঘরের আলো নিবতো। দু'জনে একই সময়ে শু'তে যা'বে, এই ওদের আনন্দ। ভারি ছেলেমানুষ ছিলো ওরা।

'রোজ সকালে—খুব সকালে, সূর্য্য ওঠবার আগে—ওরা দু'জনে বেড়াতো। শুধু যে বেড়াতো, তা নয়। ছুটোছুটি করতো, গান করতো, সায়েবদের বাগান থেকে অজস্র ফুল চুরি করে' নিয়ে আসতো, এ ওর গায়ে ফুল ছুঁড়ে'-ছুঁড়ে' মারতো; ওদের হাসির আওয়াজে পাখীরা আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠতো। সূর্য্যোদয়ের আগে ম্লান আকাশের নীচে শিশির-ভেজা সহর করো-র বনদৃশ্যের মত রূপালি-ধূসর; তখনকার মতে ওদেরো পরী হ'তে বাধা নেই। হঠাৎ চুপ করে' থেকে ওরা ঝাউয়ের মর্ম্মর শুনতো; মেয়েটি বলতো, অনেকক্ষণ চুপ করে' থাকলে সমুদ্রের শব্দও শোনা যায়। ফেরবার পথে ওদের মুখের ওপর ভোরের প্রথম আলো এসে পড়তো; করো-র ঠাণ্ডা হালকা আকাশ টিশিয়ান্-এর উত্তপ্ত রঙে লাল হ'য়ে উঠতো, রাস্তাটা

অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখে নিয়ে ওরা চোখ বুজে' চল্‌তো; যে আগে চোখ খুল্‌বে, সে তা'র সবগুলো ফুল অন্যকে দিয়ে দেবে—এই ছিলো সর্ত্ত। ভারি ছেলেমানুষ ছিলো ওরা।'

'ছাখো, সুনীল, এরি মধ্যে আকাশের রঙ্‌ মিলিয়ে গেছে;—শীতের আকাশের এই দোষ যে তা বড় বেশি পরিষ্কার। মেঘ না থাক্‌লে রঙের বাহার হয় না; দেহকে আশ্রয় না কর্‌লে প্রেম যেমন ফুটে' উঠ্‌তে পারে না। খুব সহজ কথা এটা, কিন্তু এটা উপলব্ধি কর্‌তে ওদের কত দিনই না লাগ্‌লো—চাটগাঁর সেই দু'টি ছেলেমেয়ের। ওরা তখন টুর্গেনিফ্‌ পড়্‌ছে; আর "ক্ষণিকা" আর "অভ্র-আবীর" আর "ফুলের ফসল"; ইংরেজ কবিদের মধ্যে শেলি। সত্যেন্‌ দত্তর মিন্‌মিনে প্রেমের কবিতায় ওরা তখন মনের ভাষা খুঁজে' পাচ্ছে। খুব স্পষ্ট ভাষা নয়; তা'র vocabularyতে হাওয়া, ছায়া, অব্‌ছায়া, ঝাপ্‌সা, কুয়াশা—এই রকম শব্দই বেশি।

তবে রচনা করো
ঐ গগন 'পর—
হায় প্রেমের লাগি'
পাতো আসন, ও।
যদি ধরণী 'পরে
প্রেমে ম্লানিমা ধরে
যদি বিরূপ আঁখি
করে শাসন, ও।—

এই-সব পালাতে-পার্‌লে-বাঁচি গোছের অক্ষম—শুধু অক্ষম কেন?—নিষ্প্রাণ কথায় ওরা প্রেমের চূড়ান্ত প্রকাশ দেখ্‌তে পেতো। আর,

শরীরের কথা যখন উঠ্‌তো—কী apologetically, euphemistically —যেন, মানুষের যে শরীর আছে, এর চেয়ে বড় অপরাধ তা'র কিছু নেই।

গাঙে যখন জোয়ার আসে,
থেকো তুমি সাগরে ;
ঐ পরশে সরস বারি
মাখ্‌বো অঙ্গে আদরে।

ভদ্র ভাষার মারপ্যাঁচ খসালে কথাটা এই রকম দাঁড়ায় ; "তোমাকে আমার ছুঁতে ইচ্ছে কর্‌ছে।" অতি সদিচ্ছা। খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এ-কথা বল্‌তে কী অস্বাভাবিক, অমানুষিক, লজ্জা। চোরের মত, অপরাধীর মত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা। অথচ, এই কবিতাই তখন ওদের মনে তোলপাড় তুল্‌তো। ভারি ছেলেমানুষ ছিলো ওরা।' লুসি-ললিতা হেসে উঠলো।

'তোমার মনে আছে, লুসি-ললিতা, কী করে' ওরা প্রথমে শরীরের মর্য্যাদা বুঝ্‌তে শিখ্‌লো ? একদিন ওরা দু'জন পাল্লা দিয়ে টিলার ওপর থেকে ছুটে' নাব্‌ছিলো। মাঝপথে এসে লাগ্‌লো ধাক্কা ; দু'জনেই হোঁচট খেয়ে পড়্‌লো। তারপর টাল্ সাম্‌লাতে না পেরে এক সঙ্গে টিলার নীচে এসে উপস্থিত। খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত ওরা ওঠ্‌বার কোনো চেষ্টাই কর্‌তে পার্‌লো না, কিন্তু তা গায়ের ব্যথার জন্য নয়। চোট অতি সামান্যই লেগেছিলো। ওরা দু'জনে এমন তাল পাকিয়ে গিয়েছিলো যে সে অবস্থায় কেউ ওদের ছবি আঁক্‌লে কোন্‌টা কা'র হাত-পা, চট্ করে' দেখে ঠিক করা যেতো না। ও-অবস্থায় ওদের বেশ ভালোই লাগ্‌ছিলো। হাঁটু, উরু, কোমর, কনুই, বুক, বুকের পাঁজ্‌রা

—এ-সব জিনিষ দেখ্‌তে কেমন তা, ওরা জান্‌তো। এবং ওদের সম্বন্ধে যে আর কিছু জান্‌বার আছে, তা জান্‌তো না। সেই মুহূর্ত্তে জান্‌লো। জান্‌লো, ওরা ছুঁ'তে কেমন। আরো জান্‌লো, যে ওরা ছোঁবারই জিনিষ দেখ্‌বার নয়। মানে, দেখ্‌বার ততটা নয়। স্পর্শে-ই ওদের আস্বাদ, দৃষ্টিতে নয়। সেই আস্বাদ—ওদের প্রথম—এত ভালো লাগ্‌ছিলো ওদের, যে খানিকক্ষণ ওঠ্‌বার কথা ওদের মনেই এলো না। পরে, হঠাৎ ওদের খেয়াল হ'লো যে শরীরের স্বাদ ওদের ভালো লাগ্‌ছে। সঙ্গে-সঙ্গে চট্‌ করে' ওরা নিজেদেরকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে' বস্‌লো। দাঁড়ালো। দু'জনে চোখোচোখি হ'তেই ওরা চোখ নামিয়ে নিলে। মুখ উঠ্‌লো লাল হ'য়ে। অত বড় একটা আবিষ্কার সয়ে' যেতে সময় লাগে।

'লাগে; কিন্তু সে আর ক'দিন। প্রথম আবিষ্কার এম্‌নি দৈবাৎই হয়। তারপর নিজেরাই শরীর নিয়ে নানা রকম এক্সপেরিমেণ্ট্‌ কর্‌তে আরম্ভ করে। ওরা যেমন করেছিলো। God saw the light, that it was good. তেম্‌নি—ওরাও—saw that it was good। যত ভালো লাগ্‌তে আরম্ভ কর্‌লো, সত্যেন দত্তী কুয়াশা ততই কেটে আস্‌তে লাগ্‌লো। ছেলেটি ছবি আঁক্‌তো। মেয়েটিও আঁক্‌তো, কিন্তু ওর যে ছবিতে কিছু হ'বে না, তা তো জানা কথা। ছেলেটির চোখে ছিলো মিকায়েলেঞ্জেলোর মত লাল্‌চে ছিটে, আর মেয়েটির নিতান্তই সাধারণ রকমের সুন্দর চোখ। তাই, মেয়েটির কিছু হ'বে না;—মানে, নিজস্ব কিছু হ'বে না। লাল-ছিটে-ওলা-চোখ আর্টিস্‌টের প্রিয়া-হিসেবে মেয়েটি নর-জন্ম ধন্য কর্‌বে। মিকায়েলেঞ্জেলো আর ভিত্তোরিয়া কলোনা। ছেলেটি জীবনে প্রকাণ্ড সব দুঃখ পাবে, প্রকাণ্ড সব ছবি আঁক্‌বে; প্রকাণ্ড নাম রেখে যা'বে, আর মেয়েটিকে—প্রকাণ্ড সব চিঠি

লিখে' যা'বে, ওর মরার পর প্রকাশিত হ'য়ে যা প্রকাণ্ড সব লোকদের বাহবা পাবে। কিন্তু, এ-ঘটনার পর দেখা গেলো, ওর এই সব ধারণা বদ্‌লে আস্‌ছে। কিন্তু ঈশ্বর ওর প্রকাণ্ড চিঠি লেখ্‌বার বাসনা পূর্ণ কর্‌লেন। প্রেম আর প্রতিভা মন্ত্রণা করে' ওকে পরীক্ষায় ফেল্ করালো। আই-এ ফেল্ করে'—

'এল্-এ ফেল্। এল্-এ ফেল্ বল্‌লে অনেক ভালো শোনায়। শুধু তা-ই নয়, এল্-এ শুন্‌লেই মনে হয়, পরীক্ষাটা ফেল্ করবারই জন্যে। ওতে পাশ করাই অগৌরব। এল্-এ ফেল্ করে' ও কল্‌কাতায় চলে' এলো আর্ট-স্কুলে পড়্‌তে। বছর খানেক পরে মেয়েটিও এলো। এই এক বছর ওরা চিঠি-লেখালেখি কর্‌লো। চিঠির পর চিঠি—

'প্রকাণ্ড সব চিঠি'—

'ছোট-ছোট সব চিঠি। ছোট আর মিষ্টি। একটু টকও। আঙুরের মত। আঙুরের মত সে-সব চিঠি বাক্সয় তোলা আছে। লুসি-ললিতা, তোমার যেদিন বিয়ে হ'বে, সেদিন তুমি blackmail-এর ভয়ে চিঠিগুলো ফেরৎ চেয়ে পাঠাবে; আর সে—বোকা ছেলে—চাওয়ামাত্র বাক্সসুদ্ধ তোমার হাতে তুলে' দেবে। তা'র ওপর অসীম ক্ষমতা তোমার, তুমি তা'কে দিয়ে যা ইচ্ছে তা-ই করাতে পারো। কাল রাত্তিরে একটা ছবির কথা ভেবে সে ঘুমোতে পারে নি; আর আজ ভোর না হ'তেই তুমি তা'কে ডেকে এনেছো। ক্লান্তিতে তা'র শরীর ভেঙে আস্‌ছে, চা না খেয়ে সে চোখে অন্ধকার দেখ্‌ছে, তা'র মাথা ভন্‌ভন্ কর্‌ছে। হাঁট্‌তে সে একেবারেই পারে না, তা'র ওপর তা'র পায়ে পুরোনো স্যাণ্ডেল্—কখন্ ছিঁড়ে' যায়, ঠিক নেই। তবু তা'কে দিয়ে তুমি ঘণ্টায় তিরিশ মাইল বেগে হাঁটিয়ে নিচ্ছো। বার-

বার তা'র হাই আস্‌ছে, কথা বল্‌তে-বল্‌তে বার-বার রাস্তার লোকের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগ্‌ছে, তবু তা'কে তুমি অনর্গল বকাচ্ছো। অথচ, যে-কথা বল্‌তে সে উৎসুক ছিলো, কাল্‌কের রাত্তিরের সেই ছবিটার কথা—তা-ই সে বল্‌তে পার্‌লো না। এখন আর পার্‌বেও না। লুসি-ললিতা, তা'র ওপর তোমার একটু দয়াও নেই। তা'র ইচ্ছে কর্‌ছে, কোঁচার খুঁট পেতে ফুট্‌-পাথে শুয়ে' পড়্‌তে ; কিন্তু তুমি নিজে হাঁট্‌তে ভালোবাসো—এবং পারো—বলে' তা'র কথা একবার ভাব্‌ছোও না। সে বেঁচে আছে কিনা, তা-ও একবার জিজ্ঞেস কর্‌ছো না। ছেলেটাও বোকা—কথা বল্‌তে-বল্‌তে এল্‌গিন রোডের মোড়ে এসে পড়্‌লো। কিন্তু, লুসি-ললিতা, সব জিনিষেরই সীমা আছে ; সেই ছেলের বোকামিরো। একটু পরেই সে বিদ্রোহ কর্‌বে, এর বেশি সে আর কিছুতেই হাঁট্‌বে না। কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি হেঁটে পৃথিবী-ভ্রমণ কর্‌তে বেরিয়েছো। সুতরাং, লুসি-ললিতা, বিদায়।'

সুনীল থাম্‌লো।

'এই যে, ঠিক সময়ে আমাদের বাস্‌ এসে উপস্থিত। আবার প্রমাণ হ'লো, ঈশ্বর আছেন। তুমি আমাকে যত খুসি কিপ্‌টে মনে কর্‌তে পারো, সুনীল, কিন্তু ট্যাক্সি কিছুতেই হ'বে না। এই জন্যেই তো আমি চাই নি যে তোমার হাতে টাকা থাকে। জানো না তো, বাস্‌-এ চড়্‌বার কী ভয়ঙ্কর সখ আমার।'

লুসি-ললিতা বাস্‌ থেকে হাত বাড়িয়ে একখানা 'স্‌টেইট্‌স্‌ম্যান্‌' কিনে' সুনীলের হাতে দিলে।

সুনীল গভীর ঔদাস্যের সহিত বল্‌লে 'আর খবরের কাগজ!' যা'র মানে. হচ্ছে, যে-লোক ঘুম থেকে উঠে' প্রায় দু' ঘণ্টা চা না খেয়ে

আছে, পৃথিবীর কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে, তা তা'র জান্‌লেই বা কী, আর না জান্‌লেই বা কী ?'

লুসি-ললিতা বল্‌লে : 'অত হতাশ হোয়ো না, সুনীল। তোমাকে বল্‌তে দোষ নেই যে এখন আমরা যাচ্ছি হোটেল্ রয়েল্‌-এ। সেখানে আমাদের জন্য একটি সাজানো-গুছোনো ঘর আর চা তৈরি থাক্‌বে। High tea. As high as Everest. সুনীল, তোমার খিদে পায় নি ?'

সুনীল হিংস্রভাবে বল্‌লে, 'পায় আবার নি !'

'পায় আবার নি ! Good. আমারো তা-ই। হোটেলে গিয়েই খাবো, ভাব্‌তে কী চমৎকার লাগ্‌ছে, বলো দিকি ! খাওয়ার পর আমরা বেরুবো—গগন ঠাকুরের একজিবিশন্ দেখ্‌তে।—

'সে আমি দেখেছি।'

'দেখেছি আমিও। কিন্তু দু' জনে একসঙ্গে তো দেখি নি। আজ তা-ই দেখ্‌বো। তারপর হোটেলে ফিরে' এসে সন্ধ্যে অবধি কাটাবো। মাঝখানে চা খাবো। সন্ধ্যের সময় হ'বে আমাদের ছাড়াছাড়ি। যে-সময়ে একত্র হ'তে হয়, সে-সময়েই হ'বে আমাদের ছাড়াছাড়ি। হ'বে, কারণ তুমি আমাকে হোটেলের ঐ ঘরে তোমার সঙ্গে রাত কাটাতে বল্‌বে না।—'

'লুসি-ললিতা, এটা একটা বাস্, এবং—'

'এবং আমি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা, আর তুমি একজন উঁচু দরের ভদ্রলোক। তা আমি জানি, এবং সেই জন্যেই তো এত আস্তে কথা বল্‌ছি যে তুমিও সব কথা শুন্‌তে পাচ্ছো কিনা, সন্দেহ হচ্ছে। সেই জন্যই তো তোমার চোখের দিকেও তাকাচ্ছি না ; রাস্তার দিকে তাকিয়ে তোমাকে কথা বল্‌ছি।···সুনীল, আজ্‌কের এই দিনের, আমাদের

এই প্রেমের দিনের কতটুকুই বা আয়ু। শীতের ছোট দিন আধখানা মোমের মত দেখ্‌তে-না-দেখ্‌তে ফুরিয়ে যা'বে। তারপর নাম্‌বে ঠাণ্ডা, ধূসর সন্ধ্যা ; নাম্‌বে কুয়াশা। সেই কুয়াশায় তোমাকে হারিয়ে ফেল্‌বো, বার-বার ডাক্‌লেও আর জবাব পাবো না। এখন মোটে আটটা বেজেছে—আরো দশঘণ্টা আমরা একসঙ্গে আছি ; কিন্তু সেই সন্ধ্যার কথা ভেবে এখনি আমার চোখ ঝাপ্‌সা হ'য়ে উঠ্‌ছে। শীতের দিনগুলো যদি এত সুন্দরই হ'তে পার্‌লো, তা হ'লে আর-একটু বড় হ'তে পার্‌লো না কেন ? আজ ভোরবেলা আমরা যদি একত্রই হ'তে পার্‌লাম, তা হ'লে সন্ধ্যের সময় ছাড়াছাড়ি না হ'লেই নয় কেন ? কেন ? কেন ?'

লুসি-ললিতা চুপ কর্‌লো।

লুসি-ললিতা বল্‌লো, 'এর উত্তর মাইকেল্‌ আর্লেনের এক বইয়ে লেখা আছে : "But is a rose less beautiful because it is destined to die ?"

সুনীল চুপ করে' রইলো। খিদেয় তা'র পেট চোঁ-চোঁ কর্‌ছিলো।

ছোট একজিবিশন্‌ ; একটিমাত্র ঘরেই কুলিয়ে গেছে। ক'টি লোকই বা এর খোঁজ রাখে—আর, রাখ্‌লেও, বড় দিনের কল্‌কাতার অজস্র জাজ্বল্যমান আকর্ষণের মধ্যে কা'র দায় ঠেকেছে গুটিকতক পেতলের বুদ্ধ আর খানকয়েক ছবি দেখে বেড়াতে। আর, তা-ও ইণ্ডিয়ান্‌ আর্টের ছাপ-মারা ছবি ! ইণ্ডিয়া একটা দেশ, তা'র আবার আর্ট ! যে-দেশের প্রাচীন সাহিত্যে কলাগাছের সঙ্গে মেয়েলোকের উরুর, হাতীর চলার সঙ্গে মেয়েলোকের চলার উপমা হয়, সেই ক্যাণা

দেশের আবার একটা আর্ট ! কল্যাগাছ এবং হাতী যদি বা হজম করা গেলো, প্রাচীন ইণ্ডিয়ান্ আর্টের (মানে, অজন্তার) আধুনিক সংস্করণ দেখে চোখ নিতান্তই বুজে' আসে বলে'—নইলে কপালে উঠ্তো। প্রমথ চৌধুরী একবার 'বসুমতী-'school'-এর ছবি সম্বন্ধে বলেছিলেন : 'জেনে খুসি হ'লাম, বাঙ্লার ঘরে-ঘরে ম্যালেরিয়া নেই।' জান্তে ইচ্ছে করে, তিনি কি কখনো 'প্রবাসী'-cum-শান্তিনিকেতন-cum-অন্ধ-কলাভবন-'school'-এর ছবি দেখেন নি ? তা হ'লে তাঁকে ঠিক উল্টো কথা লিখ্তে হ'তো : 'বাঙ্লা দেশে ম্যালেরিয়া বেশি বলে'ই জানি. কিন্তু সে বেশি যে এত বেশি, এবং তা যে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়েছে, তা তো জান্তাম না। এমন কি, সংস্কৃত আমলেও তা ছিলো বলে' মনে হ'চ্ছে ; দুষ্মন্ত-শকুন্তলাও রেয়াৎ পান্ নি। হিন্দু স্বর্গেও এ-ব্যাধি পৌঁচেছে নিশ্চয়ই, নইলে শিবের ঠ্যাং দু'টো কেন কাঠির মত ? সরস্বতীর কেন পিঠ কুঁজো ?' ম্যালেরিয়া, আগাগোড়া ম্যালেরিয়া। পাব্লিককে রীতিমত ভয় পাইয়ে দে'য়া হয়েছে। নিতান্তই যদি ছবি না দেখ্লেই নয়, তা হ'লে তা'রা বরঞ্চ সিনেমার পোস্টার দেখে সময় কাটাবে। তবু তো রঙ্চঙে রঙ্, সুন্দর মেয়েলোক, মেয়েলোকের আবয়বিক সৌন্দর্য্য দেখ্তে পা'বে। অবয়ব আত্মার মত হোম্‌রা-চোম্‌রা, গাল-ভরা জিনিষ নয় ; কিন্তু তা'র মস্ত গুণ এই যে তা চোখে দেখা যায়, এবং তা চোখে দেখে ভালো লাগে।

চোখে দেখ্তে অবিশ্যি অবন্-গগন ঠাকুরের ছবিও ভালো লাগে ; কারণ তাঁরা একটা, পুরোনো হারানো, টেক্‌নিকের পচা মৃতদেহকে অ্যাসিডে ফেলে টিঁকিয়ে রাখ্বার অসম্ভব—এবং হাস্যকর—চেষ্টা করেন না ; সত্যি-সত্যি ছবি আঁকেন। সুনীল আর লুসি-ললিতা তা জানে,

তাই ওরা দ্বিতীয়বার তাঁদের ছবি দেখ্‌তে গেছে। পাব্লিক তা জানে না (পাব্লিক বল্‌তে যা'দেরকে বোঝায়, তা'রা কী-ই বা জানে!), তাই দর্শকদের মধ্যে বল্‌তে গেলে ওরা দু'জনই। ঘুরে'-ঘুরে বার-বার দেখে, এবং কোনো-কোনো ছবি অনেকক্ষণ ধরে' দেখে ওরা আড়াই ঘণ্টার ওপর কাটিয়ে দিলে। ওরা কি হঠাৎ ভুলে' গেলো যে শীতের দিনগুলো ভারি ছোট, ভারি ছোট?

অবন্ ঠাকুরের বর্ষার দৃশ্যগুলোর কাছে এসে লুসি-ললিতা বল্‌লে: 'বাঙালী হ'য়ে জন্মেছো বলে' তোমার মনে কি দুঃখ আছে, সুনীল? তা হ'লে এই ছবিগুলো দ্যাখো, সে-দুঃখ দূর হ'বে। অন্তত, এখনকার মত হ'বে। জানো, সেদিন প্রথম যখন এ-ছবিগুলো দেখ্‌লাম, আমি স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম—কতক্ষণ, মনে নেই। ভেবেছিলাম, রোজই এসে অনেকক্ষণ ধরে' এই ছবিগুলো দেখে যাবো—বত্তিচেল্লির "Dance of Life"-এর সাম্‌নে যেমন ইজাডোরা ডান্‌কান্ দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতো। কিন্তু আমি ইজাডোরা ডান্‌কান্ নই, তাই সেদিনের পর এই আজ এলাম—তোমার সঙ্গে। এবং এর পর আবার আসাও আমার হ'বে না। তা'র মানে এ-ছবিগুলো আমার আর দেখাও হ'বে না—ছাপার কালিতে ছাড়া। কারণ, কয়েকদিন পরেই একৃজিবিশ্‌ন্ যা'বে বন্ধ হ'য়ে; এবং কোনো পাগ্‌ড়ি-পরা, গোঁফ-ওলা মহারাজা—নেহাৎই কতগুলো বাহুল্য টাকার বোঝা থেকে রেহাই পাবার জন্য অসম্ভব দাম দিয়ে ছবিগুলো কিনে' নেবেন। আর আমি, আলস্যের চেয়ে বড় পাপ যে কিছু নেই, এ-বিষয়ে জল্পনা করৃতে-করৃতে বুড়ো হ'য়ে যাবো।'

('তুমি কি জানো, লুসি,ললিতা, যে বত্তিচেল্লিব নাম উচ্চারণ করে' তুমি আজ দ্বিতীয়বার আমাকে চাটগাঁর কথা মনে করিয়ে দিলে ? তোমার মনে আছে, লুসি-ললিতা, আমি যে চিত্রকর হ'লাম, তা'র কারণ তুমি, তুমি আব বত্তিচেল্লি—বত্তিচেল্লির "Dance of Life" ? অবিশ্যি ছবি আমি আগেও আঁক্‌তাম ; ফ্রা লিপ্‌পো লিপ্‌পিব মত যা হাতের কাছে আস্‌তো, যা চোখে দেখ্‌তাম, তা-ই আঁক্‌তাম—বেশির ভাগই মুখ, মানুষের মুখ। মানুষেব মুখের চেহাবা মনের চিন্তার সঙ্গে-সঙ্গে প্রতি মুহূর্ত্তেই বদ্‌লাচ্ছে, তাই একই মুখের দিকে লক্ষবার তাকালেও তা পুরোনো হয় না। ছবিতে, মুখের একবার যে-চেহারা করা গেলো, সেই চেহারাই প্রতিবাব দেখ্‌তে হয় ; তাই বার-কয়েক দেখেই অরুচি ধবে' যায়। তখন আমি তা-ই মনে কর্‌তাম ; এবং কোনো-কোনো ছবি-সম্বন্ধে যে এ-কথা খাটে, তা-ও ঠিক। আবার, কোনো-কোনো ছবি-সম্বন্ধে খাটেও না। মুখের ভাব ও দেহের ভঙ্গী চিরকাল ধরে' অবিকল একই আছে, অথচ কেন যে লক্ষবার দেখ্‌লেও তা ফুরোয় না, পুবোনা হয় না, তা আমি বুঝ্‌তে পেবেছিলাম বত্তিচেল্লির "Dance of life" দেখেই। বুঝ্‌তে না পেরে থাক্‌লেও, অন্তত অনুভব করেছিলাম। তুমিই আমাকে সে-ছবি দেখিয়েছিলে। মনে আছে তোমার ?

'আমাদের বাড়িতে খুব বড়, খুব মোটা, খুব ভারি একটা বই দীর্ঘ অব্যবহারের ধূলোয় ঢাকা পড়্‌ছিলো। রোজই বইটা চোখে পড়্‌তো ; কিন্তু কোনোদিন খুলে'-দেখা দূরে থাক্‌, কাউকে ওটার পরিচয় জিজ্ঞেস কর্‌বার কথাও আমার মনে আসে নি। একদিন, লুসি-ললিতা, দ্যোরদুপুরের অবসরের চাপে সারা বাড়ি ঝিম্ ধরে' আছে—লুসি-ললিতা,

তোমার মাথায় কী খেয়াল চাপ্‌লো, সেই প্রকাণ্ড বইটে মাথার ওপর চাপিয়ে তুমি আমার ঘরে এসে উপস্থিত হ'লে। রুদ্ধস্বরে বল্‌লে, "ভাখো, কী চমৎকার—"।

'দেখা গেলো, বইটে ইটালিয়ান্‌ পেইন্টিংএর একটা ইতিহাস। ইতিহাসের পরিমাণ অল্পই, ছবিই বেশি। মলাট ওল্টাতেই যে-ছবিটে বেরুলো, তা হচ্ছে বত্তিচেল্লির "Dance of life"। জানো, লুসি-ললিতা, ইজাডোরা ডান্‌কান্‌-এর মত আমার জীবনেও সে এক অ্যাপোকেলিপ্‌স্‌। হঠাৎ আমার চোখের সাম্‌নে একটা তারা ফুট্‌লো, আকাশ থেকে নেবে এলো এক দেবদুত; আমার মনের মধ্যে ঘুমোনো রাজকুমারীর মত সৌন্দর্য্য চোখ মেল্‌লো। মুহূর্ত্তের মধ্যে সতেরো বছরের একটি ছেলে যুবক হ'য়ে গেলো—আমি তা অনুভব কর্‌লাম।

'ছবি থেকে মুখ তুল্‌তেই তোমার মুখের ওপর চোখ পড়্‌লো—আর আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম। বত্তিচেল্লির ছবি থেকে একটি মেয়ে উঠে' এসে দাঁড়িয়েছে—প্রথমটায় এম্‌নি মনে হ'লো। লুসি-ললিতা, তুমি দাঁড়িয়ে, সাম্‌নের দিকে একটু ঝুঁকে' ছবি দেখ্‌ছিলে—তোমার চোখে প্রগাঢ় তন্ময়তা—হয়-তো একটু বিষাদ; বিষাদ, এখন মনে হচ্ছে, "at the thought of the whole long day of love yet to come"। তোমার কালো এলো চুল সারা পিঠে ছড়ানো, তোমার পাৎলা শরীরে বত্তিচেল্লির নরম সব রেখা, ঢেউয়ের মত তরল সব রেখা; উৎসবের আলোর মত তোমার দুই চোখ উজ্জ্বল। লুসি-ললিতা, তোমাকে সেই প্রথম দেখ্‌লাম, আর আমার মনের মধ্যে একটা সমুদ্র কথা কয়ে' উঠ্‌লো। অনুভব কর্‌লাম, আমি প্রেমে পড়েছি। আমার মুখে

প্রেমের আর প্রতিভার একসঙ্গে বিকাশ হ'লো। তা'রি ফলে এল্-এ ফেল করে'...')

'সুনীল, আমি বত্তিচেল্লির নাম করার পর থেকেই তুমি চাটগাঁর কথা ভাব্ছো—এক রোব্বার সারা দুপুর বসে' আমরা দু'জন ছবির পর ছবি দেখেছিলাম—সবার আগে বত্তিচেল্লি—সে-কথা ভাব্ছো। তাই, অবন্ ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে থাক্লেও তুমি তা দেখ্ছো না, এতক্ষণ আমি যা বল্ছিলাম, কিচ্ছু শোনো নি। তা না-হয় না-ই শুনেছো, সুনীল, কিন্তু এই ছবিগুলো ভালো করে' দেখে নাও। এই বর্ষার দৃশ্যগুলো। বর্ষাই ঘটে। ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না?'

সুনীল বল্লো, 'জানো, লুসি-ললিতা, এক ভদ্রলোক যখনি কন্স্ট্যাব্ল্-এর ছবি দেখ্তে যেতেন, ছাতাটা খুলে' নিতেন। পাছে শিশির লেগে সর্দ্দি হয়।'

লুসি ললিতা বল্লো, 'ভাবি তো কন্স্ট্যাব্ল্। ও ইংরেজ না হ'লে আমরা কি ওর নামও জান্তাম! কন্স্ট্যাব্ল্ এর সবগুলো ল্যাণ্ডস্কেইপ্ একত্র করে' কি এর একটি ছবির সমান হয়? এক grey-র কত রকম shade—দেখেছো? হুইস্লার-এর কথা মনে পড়ে না? তবু, হুইস্লার এর কাছে বড় জোর প্রিটি-প্রিটি—তা-ই নয়? হঠাৎ দেখে মনে হয় না কি, একটার বেশি রঙ্ ব্যবহারই করা হয় নি? অথচ, খুঁজে' ছাখো,—সবুজ আছে, নীল আছে, শাদা আছে—সবগুলো মিশে কী perfect harmony!'—লুসি-ললিতা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে পড়্লো।

গগনেন্দ্র ঠাকুরের ছবিগুলোর কাছে এসে উচ্ছ্বসিত হ'লো সুনীল।

থালি সোনালি আর কালোয় করা 'Magic Casements'। 'Magicই বটে,' সুনীল বল্‌লে। সুনীল আরো অনেক কথা বল্‌লে। হঠাৎ ওর মুখ খুলে' গেলো। ওর নিজের ছবির কথা। কাল রাত্তিরে যেটা ভেবেছে। এই রকম দৃঢ়তা, তুলির টানের এই রকম অকুণ্ঠ নির্ভীকতা ওর কবে হ'বে? উজ্জ্বল, উদ্ধত রঙ্, অথচ একটুও ভাল্‌গার নয়। তীক্ষ্ণ স্পষ্টতা, অথচ মোহ-ভরা। পেটার্ যা'কে বলেছেন 'sweetness blended with strength।' ওর ছবিও তা-ই হ'বে। লালে লাল ছবি। আগুনের লাল, সূর্য্যাস্তের লাল, সিঁদুরের লাল। লাল আর সোনালি। গর্জাস্, লোকে বল্‌বে। আসলে, স্‌প্লেন্‌ডিড্। অসঙ্কোচে স্‌প্লেন্‌ডিড্ হ'বার সাহস ওর কাছে। মাঝে-মাঝে কালোও দরকার—এই রকম কালো। শক্ত, দানা-বাঁধা, কুচ্‌কুচে কালো। তরল নয়। ছবিটা তরল হ'বে না, জমাট্। Curve-এর চাইতে angleই বেশি। এই রকম। রঙ্‌গুলো একটার সঙ্গে আর-একটা মিশে' যা'বে না। প্রত্যেকটি আলাদা, প্রত্যেকটি স্পষ্ট। অথচ, বৈষম্য নেই। এ-ছবিতে যেমন সোনালি আর কালো। Magic casements…শেষটায় সুনীল কীট্‌স্ আবৃত্তি কর্‌লে—সমালোচকদের হাতে পড়ে' কীট্‌স্-এর যে-দু'টি আশ্চর্য্য লাইন্-এর জাত যেতে বসেছে।

শেষ পর্য্যন্ত শুনে' লুসি-ললিতা বল্‌লে: 'এ ছবি দিয়ে চমৎকার একটা বুক্-কভার হয়—না?'

* * *

বাইরে এসে লুসি-ললিতা বল্‌লে: 'ছবি দেখ্‌তে-দেখ্‌তে দারুণ খিদে পেয়ে গেছে। "খালি-খালি খিদে পায় কেন রে?" সুকুমার রায়ের এ প্রশ্ন, ভূত আছে কি নেই—এ-সমস্যার চেয়েও গুরুতর। এবং

মীমাংসা করা কঠিন। পেটের সঙ্গে তর্ক চলে না ; খাবার দিলে সে নিজ থেকেই ঠাণ্ডা হ'য়ে থাকে। সুতরাং—চলো হোটেলে ফিরি। পথে তুমি কিউবিজ্‌ম্‌-সম্বন্ধে অনর্গল বক্তৃতা কোরো ; নইলে আমাকেই হ'বে কথা বলতে, এবং বাস্‌-এর লোকরা শক্‌ড্‌ হ'বে। মিছিমিছি শক্‌ করবার সখ্‌ আমার নেই। (একটা তৃতীয় শ্রেণীর প্যান্‌ হ'ল ; তোমাদের সুকুমাব থাকলে টুকে' নিতো।) আমার যা কথা, তা না হয় হোটেলে গিয়েই বলা যা'বে। সেখানে "সে কথা শুনিবে না কেহ আর।" তেতলার ও-ঘবটি কিন্তু মন্দ নয়—কী বলো? দিশি হোটেলেব পক্ষে ভালোই বলতে হ'বে। মন্দব মধ্যে, সোফা নেই। দু'জন পাশাপাশি বসা যায়, এমন ব্যবস্থা নেই। যদি না অবিশ্যি বিছনায়—কিন্তু পাশাপাশি বসে' গল্প করবার জন্যে বিছ্‌না জিনিষটা তৈবি হয় নি। পাশাপাশি না বসলে গল্প হয় না। মুখোমুখি বসে' কাজের কথা বলা চলে, ঝগড়া কবা চলে, চুপচাপ বসে' পরস্পরকে অ্যাডমায়ার করা চলে—এমন কি, প্রেম করাও চলে। কিন্তু গল্প, real গল্প করতে হ'লে পাশাপাশি বসা দরকার। দু'জনেই সামনের দিকে তাকিয়ে ; নিজের মনেই যেন কথা বলে' যাচ্ছে। পরস্পরেব মুখ দেখতে বাধ্য নয় বলে' অনেক কথাই সহজে বলা যায়, সব কথাই বলা যায়। কেউ যে শুনছে, তা মনে রাখবার দরকার নেই। সোফা হচ্ছে আধুনিক জগতের confessional।'

লুসি-ললিতা বললে, 'হোটেলের ঘরটিতে এই অত্যন্ত দরকারী জিনিষেবই অভাব। কিন্তু তা'র জন্যে বিলাপ না করে' বরং—এসো, পান খাওয়া যাক্‌। হঠাৎ কী রকম ইচ্ছে হ'লো। দোকানের পান আমি কখনো খাই নি। মাভ্‌লাস্‌ নিশ্চয়ই?'

লুসি-ললিতা বল্‌লে, 'সোফা না থাকলেও ঘরটি বেশ। বেশ ছোট আর পরিষ্কার। মানে, এক বিকেলের পক্ষে। বিকেল—এরি মধ্যে বিকেল। এতগুলো সময় খরচ হ'য়ে গেলো—আর এখনো তুমি ভাব্‌ছো তোমার ছবির কথা, আর আমি এমন-সব কথা বলে' যাচ্ছি, যা কোনো বাঙ্‌লা উপন্যাসের নায়িকা কখনো বলে না। সুনীল, আজ্‌কে আমাকে উপন্যাসের নায়িকা মনে হচ্ছে না তোমার? একটু আশ্চর্য্য, একটু অমিতা চন্দ-ish—minus ওর কিছুতেই-কিছু-আসে-যায়-না-ভাব? আমার কাছে অনেক-কিছুতেই অনেক-কিছু আসে যায়। যেমন, আজ্‌কের এই দিন। এর আর চার ঘণ্টাও আমাদের হাতে নেই, সুনীল। আধখানা মোমবাতি ফুরিয়ে এলো বলে'; যতই শেষের দিকে এগোচ্ছে, ততই বেশি তাড়াতাড়ি পুড়্‌ছে। মনের দুঃখে আমার বল্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে: Out, out, brief candle। যেন আমার হুকুমেই ওটা নিব্‌বে।'

সুনীল ওর ছবির মাঝখান থেকে উঠে' এসে বল্‌লো, 'আমার কাছে শেইক্‌স্‌পীয়্যর্‌ আওড়াচ্ছো কেন, লুসি-ললিতা? জানো তো, আমি এল্‌এ ফেল্‌।'

লুসি-ললিতা বল্‌লে, 'যা ঘট্‌বেই, তা যেন আমাদের নিজেদের ইচ্ছেতেই ঘট্‌ছে—আমরা প্রায়ই এই ভাণ করি। তা-ই নয়, সুনীল?'

তারপর হঠাৎ: 'সুনীল, সুনীল, সুনীল।'

*　　　*　　　*

চায়ের জিনিষগুলো সরানো হ'য়ে গেলে পর লুসি-ললিতা বল্‌লে, 'ক্লান্ত, সুনীল? নও? আশ্চর্য্য তোমার ক্লান্ত-না-হ'বার ক্ষমতা। তবু নাকি কাল রাত্তিরে তুমি ঘুমোও নি—ছবির উত্তেজনায়।' সুনীল,

ছবির উত্তেজনা কি এম্নি প্রবল যে তা মানুষকে ঘুমোতে দেয় না? সত্যি? আমার জান্‌তে ইচ্ছে করে। আমি তো কাল রাত্তিরে পাকা আট ঘণ্টা ঘুমিয়েছি—ঠাসা ঘুম। ন'টা থেকে পাঁচটা—যে-সময়টায় ঘুমোলে নাকি স্বাস্থ্যের পক্ষে সব চেয়ে ভালো। তবু এখন আমার ক্লান্ত লাগ্‌ছে—এমন ক্লান্ত! একটু জিরিয়ে নিই, কী বলো?'

লুসি-ললিতা বিছানার ওপর গিয়ে বস্‌লো। কোট্‌টা গা থেকে খুলে' একটা চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে' ফেল্‌লো। জুতো খুলে' ফেলে' ফিকে গোলাপি রঙের মোজার ভেতরে পায়ের আঙুলগুলো দু' একবার বাঁকালো।

'বাঁচ্‌লাম। তোমাকে যতই দেখ্‌ছি সুনীল, ততই মুগ্ধ হচ্ছি! পুরুষদের মধ্যে তোমার মত উঁচু দরের sensualist বিরল। যথাসময় কথাটার মানে তুমি বোঝো। এবং সেই যথাসময়ের জন্য অপেক্ষা কর্‌তেও তুমি জানো। যে-হেতু বাইরের অবস্থা সব অনুকূল হয়েছে, সেইজন্যই জোর করে' মনকেও ফেনিয়ে তোলো না; মনকে নিজের মর্জ্জি-মত চল্‌তে দাও। আর-কেউ হ'লে এখনি আমাকে হাতাতে আরম্ভ কর্‌তো; না-হয় সাহসের অভাবে মন-খারাপ করে' গোম্‌রা মুখে চুপ করে' থাক্‌তো, ছট্‌ফট্‌ কর্‌তো। শেষটায়, তা'র ওপর করুণায় আমাকেই হয়-তো মাথা-ধরার ভাণ কর্‌তে হ'তো। ভাণ—যা'র মত খারাপ আমার কাছে আর-কিছুই লাগে না। অথচ, লোকে—কী মেয়ে, কী পুরুষ—প্রাত্যহিক যৌন আচরণে পদে-পদে ভাণ কর্‌ছে—প্রেমের ভাণ, এবং—যা আরো খারাপ—কামনার ভাণ। ভাণ জিনিষটা আমার একেবারেই আসে না। আমার যখন কামনা হয়, বেশ সোজা বাঙ্‌লায়ই তা বলি। ভালোবাসা-সম্বন্ধে কোনো-কোনো

মহলে গুজব আছে যে তা এত গভীর যে কথায় তা বলা যায় না। কবিতা থেকেই এ-গুজব রটেছে। কিন্তু বলা যে যায়, তা'র প্রমাণই কবিতা। প্রেম যত গভীর, বলাও তত সহজ। কবিতায় তো বটেই, গদ্যেও সহজ, মুখের গদ্যে। সবার পক্ষে নয় বোধ হয়—ভয়েই অনেকে চুপ করে' থাকে। হাস্যাস্পদ হ'বার ভয়ে। আমার সে-ভয় নেই। নেই যে, তা'র প্রমাণ তোমার মত আর কে পেয়েছে, সুনীল? আমি খুব স্পষ্ট, নয়? খুব সহজেই আমাকে বোঝা যায়, নয়? আমি কিচ্ছু লুকিয়ে রাখি নে; সমস্ত মন, মনের প্রতিটি আনাচ-কানাচ উজাড় করে' ঢেলে দিই—এই আমার স্বভাব। সেইজন্যে, আমার মা-র শ্রেণীর লোকরা আমাকে মনে করবেন বেহায়া; আর, যা'রা আমার সমবয়সী, আধুনিকদের মধ্যে যা'রা অতি-আধুনিক, তা'রা আমাকে মনে করে গম্ভীর, বড় বেশি গম্ভীর।'

মাথার নীচে দু'হাত একত্র করে' লুসি-ললিতা শুয়ে'; তা'র উদ্ধত খোঁপার এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে রাশি-রাশি নরম চুল হ'য়ে সারা বালিশে ছড়িয়ে যেতে পারলে বাঁচে। হাতের টানে তা'র বুকের মাংস-পেশীগুলো ব্লাউজ ছাড়িয়ে একটু বেরিয়ে এসেছে। তা'র থুত্‌নি একটু ওপরের দিকে তোলা; তাইতে গলায় সরু-সরু নীল রেখা ফুটে' উঠেছে। তা'র মুখের রক্তাভ উত্তেজনা ম্লানিয়ে এসেছে; তা'র চোখ ঘরের সীলিং-এ নিবদ্ধ। সীলিং-এর দিকে তাকিয়ে সে অন্য-কিছু দেখ্‌ছে; এমন-কিছু দেখ্‌ছে যা'তে সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে সে পার্‌ছে না।

একটু দূরে এক চেয়ারে বসে' সুনীল—জান্‌লার দিকে তাকিয়ে। তা'র বাঁকা-গলা পাঞ্জাবির বোতাম খুলে' গেছে, রুমাল্টা [illegible] গেছে মেঝেয়

পড়ে', কিন্তু তা'র খেয়াল নেই। তা'র চেহারা দেখে মনে হয়, ও-ঘরে যে আর-কেউ আছে, তা-ও যেন তা'র খেয়াল নেই। শরীরকে বিশ্রাম কর্‌তে দিয়ে তা'র মন ঘুরে' বেড়াচ্ছে—যেমন এবং যেখানে খুসি। পুরু শেল্‌-এর চশমার পেছনে ওর বড়-বড় চোখে মিকায়েলেঞ্জেলোর মত লাল্‌চে ছিটে; ওর ফেঁপে-ওঠা বাদামি চুলের আশে-পাশে সিগ্রেটের নীল, মিহি ধোঁয়া। হোটেল রয়েল্‌-এর তেতলার একটি ছোট ঘর লুসি-ললিতার কথার ভারে আর সুনীলের নীরবতার চাপে হাঁপিয়ে উঠেছে। বাইরে শীতের ছোট দিন মর্‌তে বসেছে।

'তুমিও আমাকে তা-ই মনে করো, সুনীল—too serious, করো না? তাই আজ সকালে তুমি আমাকে দেখে অবাক হ'য়ে গিয়েছিলে। ম্যাজেণ্টা মেয়ে—শাড়িতে, হাসিতে, কথায়। তুমি আমাকে নীল বলে' জান্‌তে; অপরাজিতার ঘন নীল—ঘন বর্ষায় যা ফোটে। আসল কথা এই, তুমি আমাকে ঐ ভাবে দেখ্‌তে ভালোবাস্‌তে; তাই তুমি চট্‌ করে' ম্যাজেণ্টার সঙ্গে আমাকে মানিয়ে নিতে পার্‌লে না। কিন্তু মানায় নি কি? আশ্চর্য্য, এক শাড়ির রঙে মানুষের চেহারা কত বদ্‌লে যায়। এমন কি, চরিত্রও। অন্তত, অন্যের কাছে তা-ই মনে হ'বে। তোমার যেমন আজ্‌কে মনে হচ্ছিলো, আমি বদ্‌লে গিয়েছি।' লুসি-ললিতা চুপ কর্‌লো। হয়-তো একটু পরেই সুনীল কিছু বল্‌তো, কিন্তু হঠাৎ লুসি-ললিতা বল্‌তে লাগ্‌লো :

'অনেক মেয়ে ছিনিমিনি খেল্‌তে ভালোবাসে। জটিলতাতেই তা'দের সুখ। কারণ, অনেক মারপ্যাঁচ ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পেরেছে—এ-কথা ভেবে ওরা নিজকে বাহবা দিতে পারে। কিম্বা, ছাড়াতে না পার্‌লে—বিষম মুস্কিলে পড়ে' অন্য লোকের বাহবা পেতে পারে।

আমি সে-রকম নই। আমি প্রাঞ্জল। এই তোমাকে দিয়েই ছাখো না, সুনীল। আমি ইচ্ছে করে' কখনো কোনো ঘোর তৈরি করি নি। জ্ঞানত, তোমাকে ভুল বুঝ্‌তে দিই নি। তোমার কাছ থেকে বেশি আদায় কর্‌বার লোভে—যা দিতে চেয়েছো, তা ফেরাই নি। সাত বছর ধরে' আমাদের প্রেম ; এই দীর্ঘ সময়ে একদিনের জন্যে কোনো গোলমাল বাধে নি ; বাধ্‌তে দিই নি। স্বেচ্ছায় আমরা দু' জন মিলেছিলাম। বাইরে থেকে কোনো বাধা ছিলো না, কোনো উপকরণের অভাব ছিলো না। উপভোগ এর চেয়ে পরিপূর্ণ হ'তে পারে না। বড় বেশি সহজ, নয় ? একটুও ট্র্যাজিডি নেই—প্রেমকে গভীর করে' তুল্‌তে হ'লে যা দরকার, লোকে বলে। বদ্‌মেজাজি বাপ নেই, উড়নচণ্ডী মা নেই, টাকার অভাব, শারীরিক অসুখ, দীর্ঘকালের জন্য ছাড়াছাড়ি—কিচ্ছু নেই। এমন কি, কেলেঙ্কারিও নয়। হঠাৎ মানসিক পরিবর্ত্তন বা তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাবও হয় নি। হ'লেও বা কী হ'তো ? তুমি যদি ইতিমধ্যে অন্য-কোনো মেয়ের প্রেমে পড়্‌তে, সুনীল, তা হ'লে আমি অনায়াসে তোমাকে ছেড়ে দিতাম ; কাঁদাকাটি, অভিমান, রাগ—কোনো রকম হৈ-চৈ কর্‌তাম না। তোমাকে অনায়াসে ছেড়ে দিতাম, সুনীল ; কারণ, আমি মারপ্যাঁচের ভক্ত নই। কিন্তু সুনীল, তুমি আমাকেই যথেষ্ট ভালোবাস্‌তে পার্‌লে না, অন্য মেয়ের প্রেমে পড়্‌বে কী করে' ? আমি আছি, এই একটি সত্য তুমি চিরকালের মত ধরে' নিলে ; আমাকে বজায় রাখবার জন্যে কখনো কোনো চেষ্টা কর্‌লে না। তাই বলে' পালিয়ে অবিশ্যি আমি যাই নি ; যেতে হ'লে চোখের ওপর দিয়েই বেরিয়ে যেতাম, পালিয়ে যেতাম না। তুমিও তা জান্‌তে—তাই নিশ্চিন্ত মনে তুমি ছবি নিয়ে ডুবে' রইলে ;

যখনি দরকার হ'বে, লুসি-ললিতা তো আছেই। লুসি-ললিতাকে দরকার; কারণ তা হ'লে কাজে আরো বেশি উৎসাহে মন দে'য়া যায়। আধুনিক মেয়েরা তোমার এই নিশ্চিন্ততায় ঘোর আপত্তি কর্‌তো। নিশ্চিন্ত থাকতে দিতো না তোমাকে। লুসি-ললিতাকে না হ'লে যে তোমার চলে না; ও যে শুধু অবসরের বিলাস নয়, প্রাত্যহিক জীবনের একান্ত প্রয়োজন, তা তোমাকে টের পাইয়ে ছাড়্‌তো। কিন্তু আমি তা করি নি। তুমি যেমন, তোমাকে ঠিক তেম্‌নি গ্রহণ করে-ছিলাম। নালিশ করি নি। তুমি আমাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছো, কোনো আপত্তি করি নি। তোমার যথাসময়ে তুমি আমাকে উপভোগ কর্‌তে পেরেছো; কিন্তু আমার যথাসময়ে তুমি হয়-তো ছবি আঁক্‌ছো। বা, ছবির কথা ভাবছো। আমাকে লক্ষ্যই করো নি—যেমন একটু আগে কর্‌ছিলে না। এখন কর্‌ছো, কারণ এখন আমি এমন-সব কথা বল্‌ছি, যা কোনোদিন আমার মুখে শুন্‌বে বলে' আশা করো নি, যা আমিও কোনোদিন বল্‌বো বলে' ভাবি নি। আজো যে বল্‌তাম, তা নয়। কিন্তু এখন বল্‌ছি, কারণ শীতের বিকেলে ঘরের আলো কমে' এসেছে। তা ছাড়া, আমি তোমার মুখ দেখ্‌ছি নে—এবং তুমিও যে আমার মুখ দেখ্‌ছো না, তা আমি জানি। জান্‌লা দিয়ে তুমি বাইরে তাকিয়ে আছো, ওদিকে না তাকিয়েও আমি তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি। তোমাকে বল্‌ছি বলে' মনে হচ্ছে না; তাই বল্‌ছি; বল্‌তে পার্‌ছি।'

লুসি-ললিতা বল্‌লো, 'সুনীল, আমি কোনোদিন তোমার সম্বন্ধে কোনো আপত্তি করি নি; এখনো কর্‌ছি নে। কারণ, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আজকালকার দিনে এটা মেয়েলি; কিন্তু যে মেয়ে, মেয়েলি হ'তে তা'র লজ্জা কী? জানি, আপত্তি করা বৃথা।

নিজকে তুমি বদ্‌লাতে পারবে না। আমি যেমন পারি নি। সকাল-বেলাকার ম্যাজেণ্টা মেয়ে এখন কোথায়? তা'র দিকে একবার তাকাও, সুনীল; তোমার করুণা হ'বে। তা'র চোখ আসন্ন শীতের এ-সন্ধ্যার মত ঝাপ্‌সা হ'য়ে উঠ্‌ছে—আজ্‌কে শীতের এই সন্ধ্যায় সে তোমাকে ছেড়ে যা'বে বলে'।'

লুসি-ললিতা বল্‌লো, 'সুনীল, তুমি আমাকে যথেষ্ট ভালোবাসো নি, কিন্তু সে তোমার দোষ নয়। এর বেশি ভালোবাসার ক্ষমতা তোমার ছিলো না। তুমি আর্টিস্‌ট্‌; তোমার চোখে মিকায়েলেঞ্জেলোর মত লাল্‌চে ছিটে; কোনোদিন তুমি গগন ঠাকুরের মত ছবি আঁক্‌বে, কিন্তু সে-জন্য তোমাকে অনেক দাম দিতে হ'বে, সুনীল; এখন থেকেই দিতে হচ্ছে। প্রথম কিস্তি আমি। তুমি আর্টিস্‌ট; সব সময়েই তুমি আর্টিস্‌ট্‌। আর্টিস্‌ট্‌-হিসেবে এ-ই তোমার শক্তি, এবং মানুষ-হিসেবে এ-ই তোমার দুর্ব্বলতা। দুর্ব্বলতা; তাই প্রেমকে তুমি aestheticize করেছিলে, মেয়ে-পুরুষের অত্যন্ত স্বাভাবিক সঙ্গম-লিপ্সাকে তুমি আর্টের স্তরে তুলেছিল। সে-রাজ্যে তোমার বেশ আরামেই কাটে, কিন্তু সেখানকার পাৎলা হাওয়ায় মানুষের দম আট্‌কে আসে—বিশেষ করে' মেয়েমানুষের। এবং তুমি তা কখনো লক্ষ্য করো না, কর্‌তে পারো না। কারণ, তোমার ছবির চিন্তা প্রকাণ্ড আলোর মত বাইরে থেকে তোমাকে আড়াল করে' রাখে; সে-আলো এমন উজ্জ্বল যে তোমার চোখে তা ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিয়েছে; ইচ্ছে কর্‌লেও বাইরের কিছু তুমি দেখ্‌তে পা'বে না। এক কথায়, আমাদের পরিচিত পৃথিবীর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা থেকে তোমার হয়েছে নির্ব্বাসন। একদিন তোমার তুলির টানে গগন ঠাকুরের উজ্জ্বল দৃঢ়তা আস্‌বে—সে-ই তোমার গৌরব।

কিন্তু একদিক দিয়ে তুমি যেমন মানুষের চেয়ে বেশি হ'বে, তেম্‌নি—সেই কারণে—অন্য দিক দিয়ে তোমাকে মানুষের চেয়ে কমও হ'তে হ'বে। অনেক স্বাভাবিক অনুভূতির উজ্জ্বল দৃঢ়তা, তীক্ষ্ণ সম্মোহন তোমার এলেকার বাইরে চলে' যা'বে। এখন থেকেই যাচ্ছে। স্বর্গকে লাভ করে' তুমি হারাবে পৃথিবীকে—পৃথিবীর সঙ্গে আমাকে। খুব যে জিৎবে, তা নয়। বরং, সে-ই হ'বে তোমার লজ্জা। আবার, সেই লজ্জাই তোমার গৌরব।'

লুসি-ললিতা বল্‌লে: 'জানো সুনীল, তোমার ভালোবাসাটা কী রকম? পোষাকি কাপড়ের মত। রোব্‌বার দিন পরে' বাকি সপ্তাহের মত ইস্ত্রী করে' বাক্সয় তুলে' রাখার জিনিষ। সেখানে ধুলো অবিশ্যি লাগে না, কিন্তু হাওয়াও লাগে না। হাওয়া—জীবন-ধারণের পক্ষে যা সব চেয়ে দরকার। তোমার মত যা'রা আর্টিস্‌ট্‌ নয়, তা'দের ওতে মন ভরে না। তুমি কখনো নিজকে ছেড়ে দাও না, অভিভূত হও না—কোনো অসঙ্গতি বা বাড়াবাড়ি তোমাতে নেই। সংযম—লোকে বল্‌বে। কিন্তু ব্লেইক্‌ বলেন কী, জানো? বলেন, সংযম যা'রা করে, তা'রা তা কর্‌তে পারে, কারণ তা'দের বাসনাগুলো "are weak enough to be restrained"। তোমারো তা-ই। প্রবল বাসনা তোমাতে নেই। তোমার মন কখনো খুব চঞ্চল হয় না, তাই সব সময়েই তা'কে তুমি সাম্‌লাতে পারো। এবং, একেই তুমি বলো হার্মনি। যেন harmonions না হ'য়ে তোমার উপায় আছে। যেন চেষ্টা কর্‌লেও তুমি উচ্ছন্নে যেতে পারো। উচ্ছন্নে যাওয়া ভালো নয়, সুনীল, কিন্তু অনেকে তা-ই যায়। নিতান্ত না গিয়ে পারে না বলে'ই যায়। তা-ই শুনেছি। আমিও যাবার জন্যে তৈরি হ'য়ে ছিলাম—

তুমি যেতে দিলে না। তোমাকে অনেক, অনেক বেশি ভালোবাস্‌তে পারতাম; তুমি দিলে না। এক মুঠোর বেশি ভালোবাসা তোমাতে ধরে না, সুনীল; তুমি তা চাও না; এবং চাও না বলে'ই টেরও পাও না। মানে, পেলেও টের পাও না। লোকে মানুষকেই ভালোবাস্‌তে পারে, প্রকাণ্ড একটা আলো-কে নয়। তুমি ঈশ্বরের কাছে তোমার আত্মা বেচে দিয়েছো, সুনীল; তোমাকে ভালোবাসাও যায় না। তুমি নিজেই সে-পথ বন্ধ করে' দিয়েছো। তুমি জানোও না, সুনীল, আমি তোমাকে কত ভালোবাস্‌তে পার্‌তাম —ভাব্‌তেও পারো না। অত্যাচারের মত হিংস্র ভালোবাসা;— আবার, ঘুমের মত নরম। রুগ্ন শিশুর মত করুণ, অসহায়;—আবার, বিশাল সেনাবাহিনীর মত ক্ষমতায় অপরাজেয়। তুমি তা ভাব্‌তেও পারো না, সুনীল।'

লুসি-ললিতা বল্‌লে, 'কিন্তু তুমি তা দিলে না; খানিকদূর এসেই পথ বন্ধ করে' দিলে। আর, আমার মধ্যে অনেক ভালোবাসার অপচয় হ'তে লাগ্‌লো। ভালোবাসার অপচয়ের মত এমন করুণ অপচয় আর নেই, সুনীল। যতই গায়ে-না-মাখার চেষ্টা করো, শেষ পর্য্যন্ত অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌বেই। একটা ব্যবস্থা না কর্‌লে বাঁচ্‌বে না। সে-ব্যবস্থা যদি বিয়েও হয়, তবু। সেই জন্যই তো আমাকে বিয়ে কর্‌তে হচ্ছে, সুনীল। কা'কে, তোমার তা'তে আসে যায় না। সে যখন এসে আমাকে চাইলো, আমার পক্ষে ফেরানো অসম্ভব ছিলো, অসম্ভব। ভালোবাসার অপচয় আমি আর সহ্য কর্‌তে পার্‌ছিলাম না। সে আর্টিস্ট্‌ নয়, ইঞ্জিনিয়ার; তাই তা'কে ভালোবাস্‌লে সে তা টের পা'বে। আজ সাড়ে-ছ'টার সময় সে আমার কাছে আস্‌বে,

আমার বাড়িতে। তাই, যে-সময়ে একত্র হ'বার কথা, সে-সময়েই হ'বে আমাদের ছাড়াছাড়ি—তোমার আর আমার। শীতের ছোট দিন ফুরিয়ে আস্‌ছে ; একটু পরেই আমি উঠ্‌বো, উঠে' যা'বো। হয়-তো তুমি আমার সঙ্গে রাস্তা পর্য্যন্ত যা'বে ; না-হয়—যা বেশি সম্ভব—এ-ঘরে অন্ধকারে বসে' থাক্‌বে ; মুখের সিগ্রেটটা ধরাতেও তোমার মনে থাক্‌বে না। বসে'-বসে' ভাব্‌বে—এই ভালো হ'লো, তুমি এ-ই চেয়েছিলে। যা ঘট্‌বেই, তা যেন আমাদের নিজেদের ইচ্ছেতেই হ'লো, আমরা প্রায়ই এ ভাণ করি কিনা। আবার, যা আমাদের ইচ্ছেতেই ঘট্‌লো, তা যেন দৈবাৎ হ'য়ে গেলো—এ-ভাণও করি। আমার অবস্থায় অন্য-কোনো মেয়ে যা কর্‌তো। কিন্তু তুমি জানো, সুনীল, ভাণ আমার একেবারেই আসে না। যা হচ্ছে, তা আমার নিজের ইচ্ছেতেই হচ্ছে, এ-কথা স্বীকার কর্‌তে আমি কুণ্ঠিত নই। এ-ঘরে অন্ধকারে একা বসে'-বসে' তুমিও কোনো ভাণ কোরো না, সুনীল। যদি মন-খারাপ হ'য়ে থাকে, মন-খারাপ করে'ই থেকো। তা'তে কোনো অপৌরুষ নেই। আর, যদি সময় পাও, তা হ'লে ভেবো : সাত বছরের পর আজকের এই শীতের সন্ধ্যায়, যখন আমাদের একত্র হ'বার কথা, তখনি কেন আমাদের ছাড়াছাড়ি হ'তে হ'লো ? কেন বাইরের কুয়াশায় আমি গেলাম হারিয়ে ? কেন হোটেলের এই ঘরটি আজকে রাত্তিরের মতও আমাদেরকে আশ্রয় দিতে পার্‌লো না ?'

সুনীল বল্‌লো, "But is a rose less beautiful because it is destined to die ?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ :
নিরঞ্জন রায় আর উমা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ :

নিরঞ্জন রায় আর উমা

শর্ব্বরী রায়ের ভাই নিরঞ্জন রায়, আর নিরঞ্জন রায়ের প্রিয়া উমা—উমা চ্যাটার্জি, অধুনা উমা দেবী। কোন্—? হ্যাঁ, সেই স্বনামধন্যা উমা দেবী, যা'র নাম না দেখে আজকাল খবরের কাগজ খোল্‌বার উপায় নেই। সেই উমা দেবী (চ্যাটার্জি) নিরঞ্জন রায়ের প্রিয়া—মানে, নিরঞ্জন ওকে ভালোবাসে। উমাও নিরঞ্জনকে ভালোবাসে কিনা, এ-বিষয়ে এখন মুখ ফুটে' কিছু বল্‌তে সাহস পাচ্ছি নে। শেষ পর্য্যন্ত পড়ে' পাঠক নিজেই বিচার কর্‌তে পার্‌বেন।

উমা চ্যাটার্জি—খবরের কাগজে ওর কথা উঠ্‌তে আরম্ভ না-করা পর্য্যন্ত ও দেবীত্বে আপন্ন হয় নি; এবং আমিও খবরের কাগজের রিপোর্টার নই; সুতরাং আমি ওর সাবেকি এবং আসল নামকেই আঁকড়ে ধর্‌লাম—উমা চ্যাটার্জির কথা আপনারা কে-ই বা না জানেন! নতুন করে' পরিচয় দে'য়া কি বাহুল্য হ'বে না? ওর চেহারার যে একটা বর্ণনা লিখ্‌বো, তা'রো উপায় নেই, কারণ আপনারা অনেকেই ওকে সশরীরে দেখে থাক্‌বেন, এবং সে-সৌভাগ্য যাঁদের হয় নি, তাঁরা নিদেন ওর ছবি না দেখেই পারেন না। কাজে-কাজেই উমাকে আপাতত বাদ দিয়ে রাখি। আপাতত নিরঞ্জনের সঙ্গে আপনাদেরকে, ভালোমত পরিচিত করিয়ে দিই;—কী বলেন?

এর আগে আপনারা একবার শুধু ছেলেটিকে দেখেছিলেন, তা-ও সন্ধ্যার অন্ধকারে, দেশ্‌লাইয়ের ক্ষণিক আলোয়। আপনারা হয়-তো তা ভুলে'ও গেছেন। আমার মনে কিন্তু নিরঞ্জন রায়ের মুখ ছাপ রেখে গিয়েছিলো—দেশলাইর লাল আলোয় মুহূর্ত্তের জন্য দেখা মুখ। তখন থেকেই আমার ইচ্ছে, ওর সঙ্গে আপনাদেরকে আলাপ করিয়ে দিই। কিন্তু ইতিমধ্যে জুট্‌লো এসে অতনু আর সাবিত্রী বোস্‌, জুট্‌লো সুনীল আর লুসি-ললিতা। ওদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে—চলুন্‌ এখন নিরঞ্জনের কাছে; দেখা যাক্‌, একটা গল্প তৈরি হ'তে পারে, এমন জিনিষ ওর ভেতর আছে কিনা।

শর্ব্বরী রায়ের—এবং নিরঞ্জনের—বাড়ি তো আপনাদের চেনাই আছে—কালিঘাট ট্রাম ডিপো পেরিয়ে রাস্তার পূব দিকে গ্রীক গির্জ্জা, তা'র পাশ দিয়ে গেছে ছোট এক রাস্তা, সেই রাস্তার শেষ বাড়িটে ওদের; ছোট, একতলা, লাল বাড়ি। শর্ব্বরী যখন মন খারাপ করে' মুসৌরী চলে' না যায়, বা নিরঞ্জনকে যখন ডাক্তাররা ধরে'-বেঁধে হাজারিবাগ চালান না করে, তখন ওরা দু'জনে ও-বাড়িতেই বাস করে; মুসৌরী (বা হাজারিবাগ) যেতে হ'লে দু'জনে একসঙ্গেই যায়। ভাই-বোন দু'জনেই সাহিত্য আর প্রেমের চর্চ্চা করে—তাই ওদের চাকর-বাকররা কিছুদিন পরেই পোষ্টাপিস থেকে টাকা তুলে' এনে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কে কারেণ্ট্‌ অ্যাকাউণ্ট্‌ খুল্‌বে। তবু ঈশ্বর ওদেরকে স্বচ্ছন্দ অর্থ দিয়েছিলেন বলে' স্বচ্ছন্দে দিন চলে' যায়।

একদা—নিরঞ্জনের বয়েস তখন আঠারো—ডাক্তাররা ওর ফুস্‌ফুসে টি-বি সন্দেহ করেন। সেই সময়ে পূরো এক বছর হাজারিবাগে কাটিয়ে নিরঞ্জন এতদূর সুস্থ হ'য়ে কল্‌কাতায় ফিরে' এলো যে ডাক্তাররা ওকে

বাকি জন্মের মত টি-বি থেকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। নিরঞ্জন উল্লসিত হ'য়ে সিগ্রেট ধর্‌লে—নেশা পাকা হ'তে বেশি দিন লাগে না—দেখ্‌তে-না-দেখ্‌তে প্রত্যহ পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশটি সিগ্রেট ধ্বংস-করা ওর কায়েমি হ'য়ে দাঁড়ালো। এই ধূম-বাহুল্যের বিরুদ্ধে এখন পর্য্যন্ত ওর ফুস্‌ফুস মাঝে-মাঝে প্রতিবাদ করে, এবং তা'র ফলে ওকে আবার যেতে হয় হাজারিবাগ—বা পুরী; শর্ব্বরী যায় সঙ্গে। নিরঞ্জন অবিশ্যি প্রত্যেকবারই ঘোর আপত্তি করে, ইংরিজিতে বলে যে নিজের যত্ন নিজে নেবার মত বয়েস তা'র হয়েছে, কখনো বা এমনো ইঙ্গিত করে যে হাজারিবাগে (বা পুরীতে—যখন যেমন) ভগিনী-সান্নিধ্য তা'র পক্ষে অবিমিশ্র আনন্দ-উৎস না-ও হ'তে পারে; কেননা, সুলেখা (বা সুলতা—যখন যেমন) বলেছে—সুলেখা (বা সুলতা) কী বলেছে তা আর বলার দরকার করে না। শর্ব্বরী জানে যে সুলেখা (বা সুলতা) সম্পূর্ণ কাল্পনিক। নিরঞ্জন জানে, সুলেখার (বা সুলতার) কাল্পনিকত্ব শর্ব্বরী বুঝ্‌তে পেরেছে; সুতরাং আলোচনা এখানেই অচল হ'য়ে পড়ে।

আসল কথাটা কী জানেন? একবার নিরঞ্জন একটা স্যুট্‌-কেইসের চাবি লাগাবার আধঘণ্টাব্যাপী চেষ্টা করে' পরিশেষে তালা-টালা ভেঙে নিশ্চিন্ত হয়েছিলো; আর-একবার কায়দা করে' একটা জ্যামের টিন্‌ খুল্‌তে গিয়ে চক্ষের নিমেষে নিজের আঙুল কেটে ফেলেছিলো; এবং আর-একবার সখ করে' একটা স্টোভ্‌ ধরাতে গিয়ে স্পিরিটের বোতল আর দেশ্‌লাইয়ের বাক্স আর স্টোভের কলকব্জা নিয়ে চল্লিশ মিনিট ধরে' যে এলাহি কাণ্ডটা করেছিলো, তা'তে ওর প্রাণ যে বেঁচেছে, এ-ই আশ্চর্য্য। দেখ্‌ছেন, নিরঞ্জন রায় একেবারেই অপদার্থ—লোকে বল্‌বে। অন্তত, কোনো-কোনো বিষয়ে যে, তা ঠিক।

যেমন ধরুন্, বেরোবার আগে কোনোকালে ও ওর জামা-কাপড় খুঁজে' পায় না ; পাঞ্জাবির পিঠ আধ-হাত ছেঁড়া থাক্‌লেও তা টের পায় না, কেননা 'ঈশ্বর তো আর মানুষের পেছনে চোখ দেন্ নি।' একবার হয়েছিলো কী জানেন ? ওর পাঞ্জাবি—এবং পাঞ্জাবির নীচে গেঞ্জি ছিলো ঠিক একই জায়গায় ছেঁড়া। ছোট, গোল ছেঁড়া—একটা পেন্সিলের বেশি চওড়া নয়—চমৎকার neat ছেঁড়া। আমরা সবাই অবাক ! প্রাণান্ত চেষ্টা করে'ও গায়ের দুটো জামা একই জায়গা' অমন সুন্দর করে' ছেঁড়া সম্ভব কিনা, সুকুমার সে-বিষয়ে গবেষণা কর্‌লো। গবেষণার শেষে সুকুমার হেসে উঠ্‌লো, অমিতা চন্দ হেসে উঠ্‌লো। অতনুর ফর্সা মুখের পক্ষে যতটা কালো হওয়া সম্ভব, তা সে হ'লো। লজ্জায়। ও এতদিন ধরে' বেশভূষার চর্চ্চা কর্‌ছে, কিন্তু গায়ের দু'টো জামাই যে ঠিক একই জায়গায় ছেঁড়া থাক্‌তে পারে, এ-সম্ভাবনা ওর কদাচ মনে হয় নি। তা-ও অমন গোল, অমন ছোট, অমন পরিষ্কার ছেঁড়া। হাতের কনিষ্ঠা ঠিক এক কড়া অবধি ঢুকে' যায় ; অবাধে ওর পিঠে গিয়ে ঠেকে। আশ্চর্য্য ছেঁড়া ! আশ্চর্য্য, আমাদের কাছে। আমরা—অমিতা আর সুকুমার আর অতনু—এরা আর ওরা। কিন্তু শর্ব্বরীর কাছে নয়। বেশভূষা বিষয়ে সাধারণ লোকের কাছে যত রকম অসাধ্যসাধন আছে, শর্ব্বরী জানে—নিরঞ্জনের কাছে সে-সব জল-ভাত। উদাহরণ : চৌরঙ্গীতে একবার ওকে দেখা গিয়েছিলো—দু'পায়ে দু'রকমের স্যাণ্ডেল্। প্রায় একই রকম অবিশ্যি—চট্ করে' দেখ্‌লে তফাৎ বোঝা যায় না। আর, চট্ করে' তফাৎ বোঝা না গেলেই হ'লো। এটা হচ্ছে নিরঞ্জনের সাফাই। সাফাই নিরঞ্জন দেয়, সব সময়। কারণ মনে-মনে সুবেশ হ'বার ভয়ানক লোভ ওর। গোপনে কঠোর তপস্যা

চলে। গোপনে পাউডারও মাখা হয়। অবিশ্যি মাখাটাই গোপন হয়, পাউডারটা নয়। কেননা, নিরঞ্জন ঘাড়ে, গলার ভাঁজে, চোখের কোলে, নাকের আশে-পাশে শাদাটে পোঁচ নিয়ে ড্রেসিং রুম্-এর সুগন্ধি গোপনতা থেকে বেরিয়ে আসে। শর্ব্বরীকে বল্‌তে হয়: 'ছাখো দাদা, যদিও মুখে আমরা বলি পাউডার-মাখা—আসলে তা হচ্ছে মাখা এবং মোছা।' পরে, দ্বিতীয়—এবং কঠিনতরো—কাজটা শর্ব্বরীকেই কর্‌তে হয়। কী-ই বা না কর্‌তে হয় শর্ব্বরীকে—ওর এই ছোট-ভাই-দাদার জন্য। বয়েসে নিরঞ্জনই অবিশ্যি বড়—মনে-মনে যতই অনিচ্ছা থাক্, এ-কথা মান্‌তেই হ'বে আপনাকে। কেননা, নিরঞ্জনের জন্ম উনিশ-শো-পাঁচে, আর শর্ব্বরীর আটে; এবং পাঁচ যে আটের আগে, এ-বিষয়ে সন্দেহ করা বৃথা। সুতরাং প্রমাণ হ'লো, বয়েসে নিরঞ্জন বড়; মোটে তিন বছরের হ'লেও, বড়। কিন্তু, দেখ্‌তে—শর্ব্বরীকে ওর দাদার চাইতে অন্তত পাঁচ বছরের বড় দেখায়, কেননা একদা কোনো বুদ্ধিমান ইডিয়ট বলেছিলো: "Appearances are deceptive'। ইডিয়ট, কারণ appearances deceptive নয়ও। তাই, আসলে শর্ব্বরীই বড়—অনেক বড়; নিরঞ্জনের ও দিদি তো বটেই, সময়-সময় মা-ও। নিরঞ্জনের সম্পর্কে নিজকে ওর প্রায়ই মা মনে হয়। কোনো-কোনো বিষয়ে ও এমন অকর্ম্মণ্য—এমন কি, অসহায়। ওর চুল বুরুশ করে' দিয়ে কপালে চুমো খেলে—শর্ব্বরীর পক্ষে সেটা মোটেও অশোভন হয় না। শর্ব্বরী তা করেও—ওর শক্ত, মোটা-মোটা, ঈষৎ কোঁকড়া চুলগুলো গায়ের জোরে বুরুশ করে' দাবিয়ে রেখে ওর চওড়া—মাঠের মত চওড়া কপালে আস্তে চুমো খায়। চওড়া আর শাদা আর মসৃণ—চুমো খাবার মত কপালই বটে। নিজের এই শৈশবাবস্থা নিরঞ্জনের

পৌরুষে যা দেয়—সবার মত ও-ও যে একজন সাবালক এবং সবল পুরুষ, তা প্রমাণ করবার জন্যে মাঝে-মাঝে ও এমন-সব কাণ্ড করে—যা যতদূর হাস্যকর হ'তে হয়। আমাদের ঠাট্টাও ওকে কম সইতে হয় না ;—সুকুমারের ঠাট্টা—অন্ধকারে আকস্মিক আলোর মত যা মুহূর্ত্তের মধ্যে ওর মানসিক ভূগোলের প্রত্যেকটি রেখা উদ্ঘাটন করে' মিলিয়ে যায় ; ফুরফুরে অমিতার ফুরফুরে ঠাট্টা, আলুগোছে ওর মনের ওপর যা আদরের মত এসে পড়ে, যা'র ইংরিজি নাম সহানুভূতি। 'Serve him right'—অতনু বলে—'যেমন নিজকে ও সঙ্ সাজায়, তেম্নি ফলও পায় হাতে-হাতে। কেন ও চুপচাপ ভদ্রলোকের মত থাকতে পারে না ?' কিন্তু অতনু জানে না যে ওর অস্তিত্বহীন সাবালকতার ছটফটানি আমাদের কাছে এলেই আরম্ভ হয় ; বাড়িতে, শর্ব্বরীর কাছে ও চুপচাপ ভদ্রলোকের মতই থাকে—মানে, শিশু হ'য়েই থাকে। শর্ব্বরীর কাছে ও যা। তাই, শর্ব্বরী যখন ওর কপালে চুমো খেতে যায়, ও লক্ষ্মী ছেলের মত মাথা নীচু করে (কারণ, নিরঞ্জন এত লম্বা যে শর্ব্বরীর মাথা ওর বুকের কাছে পড়ে' থাকে), অনেকখানি নীচু করে, তবু শর্ব্বরীকে পায়েব আঙুলে ভর্ দিয়ে দাঁড়াতে হয়—ওর কপাল এতই দূরে। আর, ওর চোখা নাক অবাঞ্ছিত আগন্তুকের মত শূন্যে ঝুলতে থাকে। বড় বেশি চোখা—অতনু বলে। চোখা অতনুর নাকও—চোখা আর ছোট—গ্রীক নাক, লিরিক অ্যাপোলোর নাক—নাকের সেরা নাক। কিন্তু, নাকের ব্যাপারে ঈশ্বর কতদূর করতে পারেন, তা'রি প্রমাণ হ'লো নিরঞ্জনের নাক। চোখা আর লম্বা। মাঝখানে বসে' (না দাঁড়িয়ে ?) সমস্ত মুখটার ওপর প্রভুত্ব করছে। অরাজকতা করছে। 'নিরঞ্জনের আর-কিছু না থাক্, একখানা নাক

আছে।'—সুনীলের এটা একটা প্রিয় রসিকতা। রসিকতা—অন্তত ও তা-ই মনে করে। নইলে কি আর লেশমাত্র সুযোগ পেলেই বলে; এবং বলে' নিজেই chuckle করে! আসলে কিন্তু, নিরঞ্জনের নাক ছাড়া আরো অনেক কিছু-আছে। যেমন, দু'হাতে দশটা আঙুল। লম্বা সরু, শাদা আঙুল; ঝকঝকে, লাল্‌চে নখ্‌—মোটের ওপর, আশ্চর্য্য। এমন আঙুল, যা'তে কেউ কোনোদিন এতটুকু ময়লাও ছাখে নি, ছুঁ'তে যা সব সময় শুক্‌নো—শুক্‌নো আর নরম। এমন আঙুল, যা'দের আলাদা প্রাণ আছে বলে' মনে হয়; সব সময় ওরা অস্থির, সব সময় ছট্‌ফট্‌ করছে, নড়াচড়া করছে, পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করছে; নিরঞ্জন রায়ের চুল নিয়ে, রুমাল নিয়ে, পাঞ্জাবির বোতাম নিয়ে হুলুস্থুল বাধাচ্ছে। মেজাজ ভালো থাকলে নিরঞ্জন দয়া করে' নিজের সম্বন্ধে এটুকু স্বীকার করে যে সে একটু ন্যর্ভাস্‌। 'একটু!'—সুকুমার বলে—একটার জায়গায় তিনটে অ্যাড্‌মিরেশ্‌ন্‌-চিহ্ন উচ্চারণ করে' বলে। যা'র মানে বুঝ্‌তে না পেরে থাকলে আপনার উচিত—নিরঞ্জন যখন ওর কোনো কন্‌ভিক্‌শ্যন্‌ নিয়ে তর্ক করে, বা নিজের কোনো থিওরি বোঝায় (এবং পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে ওর অনেক কন্‌ভিক্‌শ্যন্‌ এবং ততোধিক থিওরি আছে)—আপনার উচিত তখন ওকে দেখা। তা হ'লে আপনি বুঝ্‌তে পারবেন, সুকুমারের তিনটে অ্যাড্‌মিরেশ্যন্‌-চিহ্ন উচ্চারণ করবার মানে কী। দেখ্‌বেন, নিরঞ্জনের ফর্সা মুখ গেছে টক্‌টকে লাল হ'য়ে; ওর চোখে এসেছে তাড়া-খাওয়া হরিণের মত তীব্র ব্যাকুলতা; আর ওর মুখে—বাপ্‌স্‌!—কথার খই ফুট্‌ছে একেবারে; গড়্‌গড়্‌ করে' অনর্গল ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আস্‌ছে কথা—একটা মাঝপথে থাক্‌তেই আর-একটা; আবার সেটা খালাস না-পেতেই আরো এক মুঠো।

কথাগুলো পরস্পরের ওপর লাফিয়ে পড়্ছে, পরস্পরকে হত্যা কর্ছে। ফলে, ও কী বল্তে চায় তা কেউ বুঝ্তে পারে না ; কতগুলো শব্দের তোলপাড় শুন্তে পায়, কিন্তু তা থেকে কোনো সুস্পষ্ট, অর্থপূর্ণ কথার সমাবেশ বা'র কর্তে পারে না। আর দেখ্বেন, সেই সময়ে ওর আশ্চর্য্য আঙুলগুলোর আশ্চর্য্য ব্যবহার—ওর চুলগুলোকে নিয়ে এমন টানা-হেঁচ্ড়া করে যে—ভাগ্যিস্ ওর চুলগুলো ভীষণ শক্ত! ওর পাঞ্জাবিটাকে যেখানে-সেখানে মুঠো করে' ধরে, নির্দ্দয়ভাবে মোচ্ড়ায়। ফলে, হতভাগ্য পাঞ্জাবির এমন চেহারা হয় যে তা পরে' থাক্তে হ'লে অতনু মিত্র আত্মহত্যে কর্তো, মর্ম্মাহত হ'তো অনেকেই। এম্নি খানিকক্ষণ ও নিজের সঙ্গে এবং বিপক্ষের সঙ্গে (যদি কেউ থাকে) যুদ্ধ করে' যা'বে—কুড়ি মিনিট, কি বড় জোর আধ ঘণ্টা। তারপর ক্লান্তিতে—নিছক শারীরিক ক্লান্তিতে (জানেন তো, ডাক্তাররা একবার ওর মধ্যে টি-বি সন্দেহ করেছিলেন) ও হঠাৎ বসে' পড়্বে। বলা বাহুল্য, এতক্ষণ ও বসে' ছিলো না। মাঝে-মাঝে অবিশ্যি বসে'ওছিলো ; কিন্তু তেম্নি আবার দাঁড়িয়েওছিলো, পাইচারিও করেছিলো—একসঙ্গে দু' মিনিট একভাবে ছিলো না। চড়্কি-বাজির মত ছট্ফট্ কর্তে-কর্তে ও কথা বলে' যাচ্ছে, ওর চোখের দৃষ্টি ব্যাকুল থেকে ব্যাকুলতরো হচ্ছে, ওর গলার স্বর ক্রমেই চড়্ছে। শেষটায়, গলা যখন যদ্দুর সম্ভব চড়ানো হয়েছে, তখন—আরো চড়াতে গিয়ে গলা যা'বে ভেঙে, তখন হঠাৎ ও বসে' পড়্বে ; বসে' হাঁপাবে। এতক্ষণ, বিপক্ষ (যদি কেউ থাকে) স্তম্ভিত হ'য়ে ওকে দেখ্ছিলো—দেখ্ছিলো, আর তর্ক করার সমস্ত স্পৃহা তা'র মন থেকে চলে' যাচ্ছিলো।

এখন ওকে দেখে আবার তা'র মনে স্পৃহা হ'বে—তর্ক কর্‌বার নয়, ওর মাথায় হাওয়া কর্‌বার, ওব কপালে হাত বুলিয়ে দেবার। কারণ, এখন ওকে দেখ্‌লে আপনার করুণা হ'বে—আপনার, আমাব, এবং সকলের। এখন নিরঞ্জন বুঝ্‌তে পার্‌ছে, ও নিজকে কতটা হাস্যাস্পদ করেছে। শাবীবিক অবসাদটাও দারুণ লজ্জার সহিত ওকে স্বীকার কর্‌তে হচ্ছে—না কবে' উপায় নেই। নিজের ক্ষমতা প্রতিপন্ন কর্‌তে গিয়ে নিজেব অক্ষমতারই ও সংশয়াতীত প্রমাণ দিয়েছে। আপনি যদি এখন ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন্, তা হ'লে মনে-মনে ও খুসি তো হয়ই, মুখেও কোনো আপত্তি করে না। কারণ, এখন আর ওর মনে পৌরুষের অহঙ্কার নেই ; আত্ম-অপমানের চূড়ান্ত বিনয় ওকে দিয়ে বলিয়ে ছাড়্‌ছে ; তুমি অক্ষম, তুমি অক্ষম। এখন ও প্রতিজ্ঞা কর্‌ছে, আর কখনো ও এই রকম বোকার মত যুদ্ধ কর্‌বে না—over nothing। কিন্তু নিরঞ্জন রায় যদি তা'র এ-প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্‌তো, তা হ'লে তা'কে নিয়ে কোনো গল্প লেখা হ'তে পার্‌তো না ; কারণ—যতই আমরা রিয়্যালিজ্‌ম্‌-এব বড়াই করি নে কেন, অসাধারণ মানুষকে নিয়েই গল্প হয় : এবং অসাধারণ লোকরা চিরকাল 'over nothing' যুদ্ধ করে' এসেছে—যেমন প্রেম, যেমন সম্মান, যেমন স্বাধীনতা। তাই, কাল্‌কেই নিরঞ্জন রায় আবার জ্বলে' উঠবে, গায়ের জামা মোচ্‌ড়াবে, তারপর বসে' হাঁপাবে। আবার অনুতাপ কর্‌বে। অসম্ভব উত্তেজনা ওর মনে, অসম্ভব ওর উত্তেজিত হ'বার ক্ষমতা। এবং উত্তেজিত অবস্থায় ওর কথা ভেবেই তো সুকুমার তিনটে অ্যাড্‌-মিরেশ্‌ন্‌-চিহ্নই উচ্চারণ কর্‌তে বাধ্য হয় ; আর বজ্রধর বলে, 'নিরঞ্জন দৈবাৎ মধ্যযুগ থেকে ছিট্‌কে এসেছে ; বিংশ শতাব্দীতে ও anachro-

nism।' 'নিরঞ্জন হচ্ছে মধ্যযুগের নাইট্'—বজ্রধর বলে—'ওর মধ্যে প্রচুর দাক্ষিণ্যের সঙ্গে দুর্জ্জয় সাহস মিলেছে—পুরোনো দিনে যা'র নাম ছিল শিভ্যল্‌রি। ওকে ডন্ কুইক্‌সট্ বলে' ঠাট্টা করা সোজা। ঠিকই, অনেক সময় ও হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে। কিন্তু, কিসের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌ছি—তা'র চাইতে, কী জন্য যুদ্ধ কর্‌ছি, এ-কথাই গুরুতরো। নিরঞ্জন অবিশ্যি জানে না, ও কী জন্য যুদ্ধ কর্‌ছে—বিংশ শতাব্দী বলে'ই জানে না। বিংশ শতাব্দী প্রতিদিন নতুন-নতুন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনা কর্‌ছে, কিন্তু এত কম কাল্পনিক উদ্ভাবনা পৃথিবীর অন্য-কোনো যুগে হয় নি। ত্রয়োদশ শতাব্দী হ'লে নিরঞ্জন জান্‌তো, ও যা'র জন্য যুদ্ধ কর্‌ছে, তা'র নাম ঈশ্বর, ও যা খুঁজ্‌ছে, তা'র নাম হোলি গ্রেইল্। কিন্তু বিংশ শতাব্দী ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করেছে, হোলি গ্রেইল্‌কে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। তাই আজকালকার দিনে শিভ্যল্‌রি নেই ;—তা'র মানে, ক্ষমতার সঙ্গে মমতা নেই, দুঃসাহসের সঙ্গে পরিচ্ছন্নতা। আজকাল কালে-ভদ্রে দু' একজন জন্মায়, যা'দের রক্তে শিভ্যল্‌রি বইছে ; নিরঞ্জন তা'দের একজন—এবং, আমি যত লোককে চিনি, তা'দের মধ্যে নিরঞ্জন একমাত্র। তাই—ওকে তোমরা যত খুসি ঠাট্টা কর্‌তে পারো, সময়-সময় করুণা কর্‌তে পারো—কিন্তু ওকে অশ্রদ্ধা কর্‌বার উপায় নেই। তাই—কথা বল্‌তে-বল্‌তে ওর যখন মুখ লাল হ'য়ে ওঠে, ক্লান্ত হ'য়ে ও যখন কোল্যাপ্স্ করে, তখন ওকে দেখে তোমাদের দুঃখও হয়, হাসিও পায়—কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে মনে হয়, ওর এই উত্তেজনা দুর্লভ, ওর নিজকে হাস্যাস্পদ করার এই ক্ষমতা ওর মধ্যে সব চেয়ে মূল্যবান জিনিষ, সব চেয়ে গৌরবের। হঠাৎ ও তোমাদের সবাকার চাইতে অনেক বড় হ'য়ে যায় ; ওর করুণ

দুর্ব্বলতার মধ্যে দুর্জ্জয় সাহস দেখ্‌তে পাও, দুর্জ্জয় সাহসের সঙ্গে প্রচুর দাক্ষিণ্য।'

আর বজ্রধরের এই-সব কথা শুন্‌লে শর্ব্বরী বল্‌তো: 'ঠিকই; একদিনের কথা অন্তত বল্‌তে পারি, যেদিন ও হঠাৎ আমার চেয়ে অনেক বড় হ'য়ে গিয়েছিলো; যেদিন, পালা-বদল করে' ও আমার কাছে মা-র মত হয়েছিলো, আর আমি ওর কাছে শিশুর মত হয়েছিলাম। যে-সন্ধ্যায় তুমি আমাদের বাগান থেকে বেরিয়ে গেলে, বজ্রধর, আর ফিরে' এলে না। যে-সন্ধ্যায় আকাশে সাত তারা ফুটেছিলো।'

২

ও যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর একজন নাইট্‌—ভুল করে' বিংশ শতাব্দীতে এসে জন্মেছে, নিরঞ্জন নিজে অবিশ্যি তা জানে না। কিন্তু ও কী নয়, তা ও জানে। ও ব্যর্নার্ড শ'র মত নাট্যকার নয়;—মানে, এখনো নয়। Potentially, নিশ্চয়ই। নিজের মধ্যে সে-প্রতিভা ও অনুভব করেছে। একদিন বাঙ্‌লাদেশে তুমুল ঝড় উঠ্‌বে—নিরঞ্জন রায়ের প্রথম নাটক যেদিন বেরুবে। বেরুবে, কারণ কল্‌কাতার কোনো থিয়েটার ওর নাটক নেবে না—সে জানা কথা। কেননা, ওতে না থাকবে স্বাদেশিকতা, না বনদেবীর নৃত্য, না ভিক্ষুকের ধর্ম্ম-সঙ্গীত, না রূপকের ধোঁয়া। কাজেই, প্রথমে বই করে' বা'র করা ছাড়া উপায় নেই—নিজের খরচেও যদি হ'তে হয়, তা-ই সই। দেশের লোককে একবার অভিভূত করে' দিতে পার্‌লে থিয়েটার নিজ থেকেই গড়ে' উঠ্‌বে। অন্তত, নিরঞ্জন তা-ই আশা করে। আর যদি তা না-ও হয়,

তবু হতাশ হ'বার কারণ নেই। একটু অপেক্ষা কর্তে হ'বে—এই যা। ওর প্রভাবে নিশ্চয়ই আরো অনেক নতুন নাট্যপ্রতিভা দেখা দেবে ; এবং কয়েকজন নাট্যকার মিলে' একটা থিয়েটার আরম্ভ করা কিছুই কঠিন নয়। ডাব্‌লিনের অ্যাবি থিয়েটারের মত। গোড়ায়, যেমন-তেমন করে' চল্‌বে। নিজেদের ভেতর থেকেই অভিনেতা-নেত্রী জোগাড় কর্তে হ'বে—কিছুদিন পর্য্যন্ত বিনি-পয়সায় বা সামান্য মূল্য নিয়ে যা'রা খাট্‌বে। হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে অতনু আর সুকুমারকে (হতভাগারা লিখ্‌তে যখন পারে না, অভিনয় কর্তে পার্‌বে নিশ্চয়ই ; সময়বিশেষে নিরঞ্জনের ধারণা হয় যে বিধাতা পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর লোক পাঠিয়েছেন—নাট্যকার আর অভিনেতা) ; মেয়েদের মধ্যে শর্ব্বরী—হ্যাঁ শর্ব্বরী তো বটেই, আর অমিতা, আর উমা—উমার মাথায় যদি স্বাদেশিকতার খেয়াল না চাপ্‌তো !

যখনি নিরঞ্জন নাটকের কথা ভাবতে আরম্ভ করে, ঠিক এই জায়গায় এসে হোঁচট খায়—সাংঘাতিক হোঁচট। অম্‌নি মনে হয়, ওর একটুও শক্তি নেই, ও একেবারে অক্ষম, কোনো কালেও ও বার্নার্ড্ শ-র মত নাটক লিখ্‌বে না, কল্‌কাতায় কোনোকালেও অ্যাবি থিয়েটার গড়ে' উঠবে না, সমস্ত দেশ উচ্ছন্নে যা'বে, বছর কয়েক পরে ও যক্ষ্মায় মর্‌বে। একবার তো টি-বি ঢুকেছিলো, এখন অবিশ্যি বেশ আছে—কিন্তু আবার হ'তে কতক্ষণ ! নিশ্চিন্ত দীর্ঘায়ু যা'র হাতে সেই, রয়ে'-সয়ে' কাজ করা কি তা'কে মানায় ? যা করবার, এক্ষুনি। কিন্তু—উমার কথা মনে কর্‌লেই তা'র হাত-পা কালিয়ে আসে—আবার আগুনের মত তেতে ওঠে। উমা—সোনার মত যা'র গায়ের রঙ, মেঘের মত যা'র চুল, কণ্ঠস্বরে যা'র নদীর মত আবেগ—সেই মেয়ে কিনা চটের

মত মোটা, জঘন্য সব রঙের খদ্দর পরে, সেই মেয়ে কিনা মদের দোকানে, ছেলেদের কলেজে পিকেটিং করে, মির্জ্জাপুর স্কোয়ারে বক্তৃতা দেয়! ফুলের মত নরম যা'র আঙুল, সে-মেয়ে কিনা চরকায় সুতো কাটে! যে-মেয়ে চোখে কাজল পর্‌লে আকাশ থেকে তারা খসে' পড়ে, সে কিনা রান্নাঘরের উনুনে সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়ে লবণ তৈরি করে! ভাব্‌লে, নিরঞ্জনের চীৎকার করে' কাঁদ্‌তে ইচ্ছে করে। দেশের কথা সে কিছু বোঝে না, সত্যি বোঝে না—খবরের কাগজগুলো এত বড় যে তা'র হাতে এলেই কেমন এলোমেলো হ'য়ে যায়; গুছোতে গেলে হাত থেকে পড়ে' যায়। এই কারণে, খবরের কাগজ সে কোনোকালেও পড়্‌তে পারে নি। কেন যে সমস্ত দেশ চ্যাঁচামেচি, মারামারি করে' মর্‌ছে, তা ওর মাথায় ঢোকে না—'যেন অন্য যে-কোনো দেশের মতো আমরাও সুখে নেই!' একটা দেশ কী করে' শাসিত হয়, একটা দেশ কী করে' বড়লোক হ'তে পারে, চিত্তরঞ্জন দাশ কেন ব্যারিস্‌টরিতে ক্লান্ত হ'য়ে কবিতা না লিখে' জেলে গেলেন—এ-সব কথা কোনোকালেও সে ভাবে না, এ-সব কথা সে কিছু বোঝে না। যা বোঝে, তা হচ্ছে এই যে, উমার পক্ষে খদ্দর পরা অশ্লীল; বোঝে, মদের দোকানের সাম্‌নে হত্যে দিয়ে পড়ে' থাকা উমার কর্ত্তব্য নয়; উমার অবসর চর্‌কায় কাটানো যায় না; বোঝে, ইংরেজের আইন ভাঙ্‌তে গিয়ে উমা ঈশ্বরের আইন ভাঙ্‌ছে—মানে, নিজকে ভাঙ্‌ছে—মানে, ইংরেজের আইন-ভাঙা ওর জীবনের আইন নয়। জীবনের স্বাভাবিক উন্মুখতাগুলোকে সে জোর করে' ধরে-বেঁধে উল্টো পথে নিয়ে যাচ্ছে; জীবনকে এড়িয়ে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে। কেননা, মানুষ যখন নিজের ইচ্ছেয় বাঁচে না, অন্যের তৈরি কতগুলো নিয়ম-

অনুসারে (সাধুভাষায় যা'কে বলা হয় 'লক্ষ্য', 'আদর্শ', 'ব্রত'—ইত্যাদি) চলাফেরা করে—তা'রি নাম কি মৃত্যু নয় ? যে-সব মেয়েরা দেখ্‌তে বিশ্রী, যা'রা কথা বল্‌তে পারে না, যা'দের মধ্যে কোন মোহ নেই, তা'রা পিকেটিং কর্‌লেই তো পারে—যদি পিকেটিং এমন জিনিষই হয়, যা না কর্‌লে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে ভারতবর্ষ উঠে' যা'বে। সকাল থেকে সন্ধ্যে যা'রা হাঁড়ি ঠেল্‌ছে, তা'রা সন্ধ্যেয় হাঁড়ি ঠেলে' সকালে না-হয় চর্‌কা ঘোরাক্—কেউ আপত্তি কর্‌বে না। কারণে-অকারণে কলহ করে' যা'রা বাক্‌নিপুণ হয়েছে, তা'দেরকে ধরে' এনে না-হয় মির্জ্জাপুর স্কোয়ারে বক্তৃতা দে'য়ানো হোক্—তা'তে দেশের একটা যে উপকার হ'বে, তা নিশ্চিত। কিন্তু উমা—নিরঞ্জনের চীৎকার করে' কাঁদ্‌তে ইচ্ছে করে।

অথচ, উমা চিরকালই কিছু এই রকম ছিলো না। প্রথম যখন নিরঞ্জনের সঙ্গে ওর আলাপ হয়, তখন ও বেশ স্বাভাবিক, সুস্থ, পরিপূর্ণ মানুষই ছিলো—ওতে একটুও ভেজাল ছিলো না। তখন ওর উৎসাহ ছিলো সাহিত্য, ওর আর্ট ছিলো conversation, ওর বাতিক ছিলো নিজেদের বাড়িতে ছোট-ছোট নাটকের অভিনয় করা—যেমন রবি-ঠাকুরের 'ডাকঘর', 'গৃহ-প্রবেশ', ইত্যাদি। কিন্তু ভারি ছোট 'ইত্যাদি', —আসলে মিথ্যে 'ইত্যাদি'; কেননা, দু'চারটে নাম করার পর মাথায় হাত দিয়ে আকাশ-পাতাল খুঁজ্‌লেও আর নাম পাবো না, সুতরাং নিজের মনকে এবং বাইরের লোককে বুঝ্ দে'য়ার জন্য আল্‌গোছে একটা 'ইত্যাদি' বসিয়ে দিলাম; চুপে-চুপে, চোরের মত; কেননা, এই 'ইত্যাদি'র যে কোনো মানে নেই, তা'র যে অপপ্রয়োগ হয়েছে, তা আমরা জানি। উমাও তা জান্‌তো, এবং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এ-বিষয়ে

আলোচনা কর্‌তো। এবং—খুব সম্ভব—ও নিজেও এ-সময়ে নাটক লেখ্‌বার চেষ্টা কর্‌তো। অন্তত, হিমাংশু তা-ই বলেছিলো নিরঞ্জনকে। হিমাংশু ছিলো নিরঞ্জনের বন্ধু, নিরঞ্জনের ব্রিলিয়েণ্ট্ বন্ধু। চেহারায় কথাবার্ত্তায় পরীক্ষায় ব্রিলিয়েণ্ট্। এই হিমাংশুই ওকে প্রথম উমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। বলে, 'উমার জন্যে ছোট-ছোট নাটক লিখে' তুমি হাত পাকাতে পারো, নিরঞ্জন; এ-সব বিষয়ে ওর আশ্চর্য্য flair। আমাদের দেশে যা সব চেয়ে বিরল, তা-ই ওর আছে—ideas। তোমার যে-নাটকগুলো এখনো লেখা হয় নি, তা'দের একটা সমবেত উৎসর্গ এখনি লিখে' রাখ্‌তে পারো—উমা চ্যাটার্জিকে। কেননা, তা'দের অভিনয়ের জন্য তুমি বাঙ্‌লা দেশে একজন লোকের ওপরই নির্ভর কর্‌তে পারো—সে উমা চ্যাটার্জি।'

নাটক অবিশ্যি নিরঞ্জন তখনো লেখে নি; লেখ্‌বার জন্যে তৈরি হচ্ছে মাত্র—মানে, রাজ্যের যত নাটক পড়ে' শেষ কর্‌ছে—লাল পেন্সিলের দাগ দিয়ে-দিয়ে পড়্‌ছে। কেননা, ও সঙ্কল্প করেছে যে ওর কোনো কাঁচা লেখা কেউ কোনোদিন পড়্‌বে না; প্রথমে যা নিয়ে ও বেরুবে, তা-ই নিখুঁত, অনিন্দ্য, অপূর্ব্ব। ওর পাঠকরা 'Widowers' Houses' বা 'Mrs Warren's Profession' পড়ে' আম্‌তা-আম্‌তা কর্‌বার অবসর পা'বে না; একবারেই 'Candida' বা 'You Never Can Tell'—যা তা'দেরকে অভিভূত, সম্মোহিত, বিমূঢ় করে' দিয়ে যা'বে। ওর তাড়া নেই; শ-ও ছত্রিশ বছর বয়েসে প্রথম নাটক লেখেন। কিন্তু যদি না ওর ফুস্‌ফুসে—।

চুলোয় যাক্ ফুস্‌ফুস্। নিরঞ্জন তাড়াহুড়ো কর্‌তে গিয়ে প্রতিভার বাজে খরচ কর্‌বে না। ওর সবুর সয়। তাই দিনের পর দিন, প্রতি

সন্ধ্যায় চল্‌লো ওদের আলোচনা—ওদের তিনজনের। উমা আর নিরঞ্জন আর নিরঞ্জনেব ব্রিলিয়েন্ট্‌ বন্ধু, হিমাংশু। সেই সন্ধ্যাগুলো নিবঞ্জনকে নাটক-বিষয়ে এত শিখিয়ে দিয়ে গেলো যে আর একটু হ'লেই ও লিখ্‌তে আরম্ভ কবে! তৈরি ও হ'য়ে আস্‌ছিলো এত-দিনে। কিন্তু হঠাৎ—বলা নেই, কওয়া নেই—হিমাংশু আই-সি-এস্‌ পরীক্ষা পাশ কবে' বিলেত চলে' গেলো—আর উমা হ'ল স্বদেশী: ঘোর স্বদেশী। একদা গান্ধীজীব সখ হ'লো অনেক লোকজন নিয়ে আববা সমুদ্রের তীর ধবে' খানিক হাঁট্‌বেন; তা'বি ফলে: নিবঞ্জন তো অবাক্‌! তা'রি ফলে ভারতবর্ষেব সব খেজুব গাছ কেটে ফেলা হ'তে লাগ্‌লো, গাছ মাথায় পড়ে' একজন লোক বিঘোরে প্রাণ দিলে, শিশুবা মায়ের পেট থেকে খদ্দব পবে' বেরুতে লাগ্‌লো—আর উমা, উমা চ্যাটার্জি হঠাৎ উমা দেবী হ'য়ে গেলো—কাগজে যা'র ছবি বেরোয়, কাজের চাপে যে ঘুমোবার সময় পায় না। · নিবঞ্জন অবাক্‌!

এক-এক সময় নিবঞ্জনের মনে হয়, উমার ওপর এতটা নির্ভর করা তা'র উচিত হয় নি। উমা ওর একটা অভ্যেস হ'য়ে গেছে, কোনো মানুষের জীবনে অন্য-কোনো মানুষ যা হ'লে, নানারকম সব গোলমাল বাধে, এবং যা এড়াবাব জন্যে এই প্রকাণ্ড মিথ্যার উদ্ভাবনা: 'Familiarity breeds contempt'। উমাকে বাদ দিয়ে ও নিজকে ভাব্‌তে পারে না; উমা ওর যে-নাটকে না নাব্‌বে, তা ও কী করে' লিখ্‌বে?—কারণ, অভ্যেসের এম্‌নি জোর যে ও এ-অবধি যত নাটক ভেবেছে, তা'দের প্রত্যেকের মধ্যে উমার মত একটি মেয়ে আছে—উমার অভিনয় কর্‌বার মত পার্ট্‌। নিরঞ্জন এখনো এ-অভ্যেস কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে নি, যদিও উমা ওকে মুখের ওপর বলে' দিয়েছে যে 'দেশের

বর্ত্তমান অবস্থায়' নাটক-ফাটক সব স্বচ্ছন্দে গোল্লায় যেতে পারে—কিছুই আসে যায় না। কিন্তু সহজেই যে-জিনিষ কাটিয়ে ওঠা যায়, তা'র নাম আর অভ্যেস হ'বে কেন? বল্‌তেই বলে—অভ্যেস। তবু, নিরঞ্জন চেষ্টা করে। পুরুষের মত, বীরের মত চেষ্টা করে। যে-চিন্তা ওর মন আচ্ছন্ন করে' আছে, তা দূর কর্‌বার জন্য প্রবল মাথা-ঝাঁকুনি দেয়। এটা ওর একটা মুদ্রাদোষ; অনেক ভেবেও যা'র কূল-কিনারা করা যায় না, তা'কে প্রবল মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে তাড়াতে চায়; কেননা, সব চিন্তা তো মাথার মধ্যেই থাকে, এবং—হ'তে পারে—ঝাঁকুনির বেগ সইতে না পেরে চিন্তাগুলো অচেতন হ'য়ে পড়্‌বে; নিদেন, এলোমেলো হ'বেই। তাই, প্রবল মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে উমাকে ও দূর করে' দেয়; দিয়ে, সিগ্রেট ধরিয়ে ব্যারি পড়্‌তে বসে'। বহুবার পড়া বই—কোথায় কী আছে, সব তা'র মুখস্থ: তাই একটা রসিকতার কাছাকাছি এসেই সেটা মনে করে' তা'র হাসি পেতে থাকে; হাস্‌তে-হাস্‌তে সে নিজকে বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করে যে তা'র মত সুখী পৃথিবীতে বিরল। সে সুখী; কারণ সে এমন-সব নাটক লিখ্‌বে, যা 'age cannot wither nor custom stale'। হঠাৎ তা'র মনটা সূর্য্যের আলোর মত উজ্জ্বল স্পষ্টতায় ফুটে' ওঠে; নিজকে সে পরিষ্কার বুঝ্‌তে পারে। মাঝখানে একটা আঙুল রেখে বইখানা ভেজিয়ে সে মনে-মনে বলে: 'আসল ব্যপার যে কী, তা আমি জানি, নিরঞ্জন; আমাকে ফাঁকি দিতে পার্‌ছো না তুমি। মুখে তুমি যা-ই বলো না, আসলে—উমাকে তুমি কখনো চুমো খেতে পারো নি, এ-ই তোমার দুঃখ। নয় কি? কথাটা আরো সহজ করে' বলা যায়: উমা তোমাকে ভালোবাসে না। বড় বেশি সহজ হ'য়ে গেলো; সুতরাং একটু জটিল করা যাক্: উমা তোমাকে

ভালোবাসে কিনা, তা তুমি বুঝ্‌তে পারো না। তাই তোমার এই ছটফটানি, যা'র জন্যে তুমি লিখ্‌তে পার্‌ছো না; অন্তত, পার্‌ছো না বলে' বলো। কিন্তু—what wife had Shakespeare or has Shaw? মানে, সে-রকম স্ত্রী, যা'র প্রেরণায়—ইত্যাদি। প্রেম, প্রেরণা, প্রতিভা—মন-ভুলোনো, ছেলে-ভুলোনো সব কথা; আসল কথা, এনার্জি, বাঙ্‌লা ভাষায় যা'র কোনো নাম নেই, কারণ বাঙালী-জাতে তা নেই: এনার্জি। তা যদি তোমার থাক্‌তো, তা হ'লে উমা or no উমা, অ্যাদ্দিনে তুমি লিখ্‌তেই! না লিখে' তুমি পার্‌তে না। উমা তোমাকে কখনো চুমো খায় নি বলে' মন-খারাপ করে' বসে' থাক্‌তে না। আমার সন্দেহ হচ্ছে, নিরঞ্জন, তুমি সে-stuffই নও, যা থেকে—ইত্যাদি। আমার সন্দেহ হচ্ছে যে উমা তোমাকে হাজার চুমো খেলেও তুমি কোনোদিন নাটক লিখ্‌বে না। লোকে ঠিকই বলে, নিরঞ্জন; তুমি একেবারে অপদার্থ, অকর্ম্মণ্য; তোমাকে দিয়ে কোনো কাজ হ'বে না। প্রমাণ: উমাকে জয় কর্‌তে (জয় কর্‌তে—ইংরিজি কথার বাঙ্‌লা তর্জ্জমা কর্‌লে কী funny শোনায়!) উমাকে জয় কর্‌তেই তুমি পার্‌লে না, যা কিনা ব্যার্নার্ড্‌ শ-র মত নাটক-লেখার চাইতে অনেক সোজা কাজ।'

কিন্তু এখানে নিরঞ্জনের ভেতর থেকে তীব্র প্রতিবাদের স্বর বেজে ওঠে। 'উমাকে জয় কর্‌তে পারি আর না-ই পারি, ব্যার্নার্ড্‌ শ-র মত নাটক আমি লিখ্‌বোই—তুমি দেখো। বড় বেশি দেরিও নেই তা'র।'

তারপর আত্ম-প্রতিষ্ঠার ছটফটানি ওকে দিয়ে বলিয়ে ছাড়ে, 'ভারি তো উমা!'

'আমার বর্ত্তমান অবস্থায় উমা-টুমা সব স্বচ্ছন্দে গোল্লায় যেতে পারে

—কিছুই আসে যায় না।' উমাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে নিজের মনে ও বলে।

হঠাৎ উমার ওপর ও ভীষণ চটে' যায়। উমা ওকে পেয়ে বসেছে; ঘাড় থেকে এ-ভূত নামাতে না পারলে ওর কোনো আশা নেই। সঙ্গে-সঙ্গে হিমাংশুব ওপরও রাগ হয়; কেমনা, হিমাংশুই তো ওর মাথায় ঢুকিয়েছিলো যে ওব সবগুলো নাটকের একটা সমবেত উৎসর্গ—উৎসর্গ না হাতী! হিমাংশুকে পেলে ও এখন মনেব ঝাল মিটিয়ে নিতে পার্‌তো, কিন্তু ও-হতভাগাও তো বিলেত গিয়ে পার পেয়েছে। উমা চ্যাটার্জি! দেশোদ্ধাব কর্‌ছেন তিনি। করুন্‌ গে। বয়ে' গেছে ওর। বয়ে' গেছে ওব, উমা চ্যাটার্জি—না, চ্যাটার্জি তো নয়, দেবী—উমা দেবী যদি ওর নাটকে কোনো interest না নেয়। সকৃলিঙ্‌-সাহেব লাখ কথার এক কথা বলে' গেছেন: 'The Devil take her !'

এই রকম উত্তেজনা নিরঞ্জনের প্রায়ই হয়। এবং উত্তেজনা টাট্‌কা থাকৃতে-থাকৃতে ও অনেক দিন টেবিলে গিয়ে বসেছে। লেখ্‌বার জন্যে। নাটক। লেখ্‌বার সরঞ্জাম সব তৈরি—সর্ব্বদাই তৈবি থাকে। শর্ব্বরী সে-বিষয়ে কড়া নজর রাখে। যদ্দূর সম্ভব fine-point একটি ফাউণ্টেন পেন সর্ব্বদা কালি-ভরা থাকে—নিবঞ্জন মোটা কলম সহ্য করৃতে পারে না। (এবং নিরঞ্জন এত জোর দিয়ে লেখে যে মাসখানেকের মধ্যেই কলম মোটা হ'য়ে যায়—মানে, তেমন-কিছু মোটা হয় না, কিন্তু নিরঞ্জনের পক্ষে তা-ই যথেষ্ট। নিরঞ্জনের পক্ষে তা-ই অব্যবহার্য্য। শর্ব্বরীকে তাই একসঙ্গে অনেকগুলো কলম কিনে' রাখ্‌তে হয়—প্রতি মাসের পয়লা তারিখে ওর এক কর্ত্তব্য দাদার

টেবিল থেকে পুরোনো কলম তুলে' নিয়ে নতুনটি রেখে-যাওয়া। কলমগুলো অবিশ্যি অবিকল এক রকম, তাই নিরঞ্জন অনেক সময় টেরও পায় না।) কলম—আর কাগজ; নাটক লেখ্‌বার জন্যে খস্‌খসে, কড়্‌কড়ে শাদা ব্যাঙ্ক্‌-পেপার; চিঠি লেখ্‌বার জন্যে খস্‌খসে, পুরু, ছাই-রঙের নোট্‌-পেপার—বোহেমিয়ায় তৈরি, বা হয়-তো অস্‌লোয়। কাগজের ব্যাপারে নিরঞ্জন ভয়ানক fastidious কিনা—তাই শর্ব্বরীকে অনেক খুঁজে'-পেতে এ-সব জোগাড় করতে হয়—তাও অসম্ভব দামে। কিন্তু এততেও নিরঞ্জন বাঙ্‌লা অক্ষরগুলোকে বাগে আন্‌তে পার্‌লো না; কারণ, আপনাদের জানা উচিত যে ওর হাতের লেখা খারাপ, অত্যন্ত খারাপ, দুর্ব্বোধ্য, দুঃসাধ্য হাতের লেখা, অস্বাভাবিক, অসম্ভব হাতের লেখা। অবিশ্যি চেষ্টা কর্‌লে যে পড়া না যায়, তা নয়; কিন্তু দেখ্‌তে এত বিশ্রী যে চেষ্টা কর্‌তেই আপনার ইচ্ছে কর্‌বে না। অমন বিশ্রী চেহারা করে' যে পড়্‌বার মত কোনো জিনিষ লেখা যেতে পারে, তা আপনার মনেই হ'বে না। মানুষের হাতের লেখা ভালোও হয়, খারাপও হয়—কিন্তু কী করে' যে তা এতদূর খারাপ হ'তে পারে, তা নিয়ে সুকুমার সেন আর অমিতা চন্দ অনেকদিন গবেষণা করেছে। পরে—ওদের সব গবেষণার ফল যা হয়, তা-ই হয়েছে—ওরা দু'জন একসঙ্গে হেসে উঠেছে। ওরা দু'জন প্রায়ই একসঙ্গে হাসে, ওরা দু'জন বড় বেশি হাসে। তা হাসুক্‌। ওরা হাসে বলে'ই যে নিরঞ্জন আর লিখ্‌বে না, তা তো আর নয়। ও লিখ্‌বেই। উমার ওপর রাগ করে' ও নাটক লিখ্‌তে বস্‌বেই। কলম হাতে নিয়ে ও খানিকক্ষণ ভাব্‌বে। প্রথম সমস্যা: পাত্রপাত্রীদের নাম। সমস্যা বটে। যত ভাব্‌বে, কিছুতেই কোনো পছন্দসই নাম মনে আস্‌বে না।

তারপর খুঁজ্‌তে-খুঁজ্‌তে হঠাৎ একটি নাম মনে পড়্‌বে: উমা। উমা। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়্‌বে সোনার মত গায়ের রঙ্, মেঘের মত চুল। আর, হঠাৎ তা'র মন থেকে সব রাগ চলে' যা'বে, তা'র জায়গায় আস্‌বে মাধুর্য্য, এমন মাধুর্য্য, যা শুধু সোনার মত গায়ের রঙ্ আর মেঘের মত চুল মনে কর্‌লেই পুরুষের মনে আসে। তাই সে ব্যাঙ্ক্-পেপার সরিয়ে রেখে ছাই রঙের পুরু নোট্-পেপার নিয়ে চিঠি লিখ্‌তে বস্‌বে। লিখ্‌বেও। উমাকে। চিঠি লিখ্‌বে, কারণ তখন তা'র যে-সব কথা মনে হ'বে তা মুখে উমাকে বল্‌তে গেলে সে এমন উত্তেজিত হ'য়ে পড়্‌বে যে উমা নিছক করুণায় তা'র সব কথায় সায় দেবে—সব কথা না বুঝে' থাক্‌লেও। তাই সে চিঠি লিখ্‌বে, যদিও সে জানে যে তা'র হাতের লেখা দেখ্‌লেই আর পড়্‌তে ইচ্ছে করে না, তবু। সে জানে যে পরে দেখা হ'লে উমা চিঠি লেখাব জন্য তা'কে ঠাট্টা কর্‌বে, কিন্তু তবু সে লিখ্‌বে। যেমন আজ সকালে লিখ্‌ছে। এ-রকম চিঠি সে ঢের লিখেছে, কিন্তু উমা যে তা'ব চিঠিগুলো পড়ে (বা পড়্‌তে পেরেছে), তা'র কোনো প্রমাণ সে এ-পর্য্যন্ত পায় নি; তবু আজ সকালে সে আবার লিখ্‌তে বসেছে। কাগজের ওপর প্রায় মাথা ঠেকিয়ে দ্রুতবেগে সে লিখ্‌ছে—লিখ্‌ছে তো লিখ্‌ছেই। একবার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে না, ভাব্‌বার জন্যে একটু থাম্‌ছে না, কোনো কথা বসানোর আগে ইতস্তত কর্‌ছে না—পাতার পর পাতা অনায়াসে, অনবরত লিখে' যাচ্ছে। লিখ্‌বেই—ওর মন যে মাধুর্য্য ভরে' গেছে, যা'র বৈজ্ঞানিক নাম উত্তেজনা। উত্তেজনা—যে-অবস্থায় ওকে কথা বল্‌তে দেখ্‌লে করুণা হয়, কারণ কথাগুলো ওর মন থেকে এত তাড়াতাড়ি বেরোয় যে ওর জিভ্ তা'র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চল্‌তে পারে না—যেমন,

এখন ওর কলম এত দ্রুতবেগে চলে'ও পাল্লা দিয়ে চল্‌তে পার্‌ছে না। এবং, আপনারা বুঝে' থাক্‌বেন যে ও যখনি চিঠি লেখে, উত্তেজনার সময়ই লেখে। এ-থেকে হয়-তো এ-ও বোঝা যেতে পারে যে ওর হাতের লেখার খারাপত্বর যে কোনো কারণই নেই, তা নয়।

'তোমার ধারণা হ'য়ে থাক্‌তে পারে, উমা', (নিরঞ্জন লিখে' যাচ্ছে) 'যে তোমার সাহায্য না পেলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'বে না। হয়-তো তা-ই; এ-সব জিনিষ আমি ভালো বুঝি নে। এত কম বুঝি যে বল্‌লে সে-কথা কেউ বিশ্বাস কর্‌তে চায় না। তাই, সব সময় আমি চুপ করে' থাকি—যেখানে রাজনীতি-চর্চ্চা হয় (এবং আজকাল কোথায়ই বা তা না হয়!), সেখানে কখনো যাই নে—বরং একা-একা বাড়ি বসে' থাকি। এক, তোমার বাড়ি ছাড়া। তোমার ওখানে রাজনীতি—মাসিক কাগজে যা'কে বলে, "দেশের কথা"—ছাড়া আর-কিছুই চর্চ্চা হয় না আজকাল। তবু আমি যাই। তোমাকে কখনো একা পাওয়া যায় না; তোমার ঘরে লোক গিস্‌গিস্ কর্‌ছে—দৈনিক কাগজের সহকারী সম্পাদক, অমুক কংগ্রেস-কমিটির সেক্রেটারি, অমুক মহিলা-সমিতির কর্ত্রী, পঁচিশটা নারী-শিক্ষা-মন্দিরের মাষ্টার্‌নী—তা ছাড়া, দর্জ্জি, ছুতোর, মিস্ত্রী, দপ্তরী—কী নয়? এত লোকের মধ্যে আমার গা ঘিন্‌ঘিন্ করে, এত-সব বাজে কথা আমার কানে ঢোকে যে মনে হয় এ-গুলো ভুল্‌তে-ভুল্‌তে আমার বাকি জন্ম কেটে যাবে, (আসলে, যদিও, রাস্তায় বেরুনোমাত্র সব ভুলে' যাই—ধন্যবাদ ঈশ্বরকে), দু'মিনিটের মধ্যে এত bored হই যে হাত-পা ভারি হ'য়ে আসে। তবু আমি যাই। প্রতিবার প্রতিজ্ঞা করে' বেরুই: আর নয়; এই শেষ। কিন্তু আবার

যাই—হয়-তো পরদিন বিকেলেই। কেন যে যাই, উমা, তা তুমি জানো। আমিও জানি। আমি তোমার মোহে পড়েছি।

'মোহ : consider the word, মোহ। বাঙ্‌লা ভাষায় এই একটি শব্দ আছে বলে' তা'র সমস্ত দাবিদ্র্য আমি ক্ষমা কর্‌তে পারি। মোহ—ইংরেজিতে যা'র আংশিক তর্জ্জমা হয় মাত্র—charm। মোহ—ঈশ্বর যা সবাইকে দেন্ না, কিন্তু যা'দেরকে দেন্, তা'দেরকে সবই দেন্—তা'দের পক্ষে অন্য-কোনো অভাব অভাবই নয়। আর, যা'দেরকে দেন্ না, তা'দের পক্ষে অন্য-কোনো জিনিষই কাজে লাগে না—সৌন্দর্য্য, যৌবন, বুদ্ধি, সৌজন্য, স্বাস্থ্য, অর্থ—কিছুই নয়; সবগুলো একত্র করে'ও নয়। তা'রা কোনোদিন মানুষকে আকর্ষণ কর্‌বে না—কারণ, একজনের মধ্যে যে-জিনিষ আর-একজনকে আকর্ষণ করে, তা'র নামই charm, মোহ। আলাদা জিনিষ, মোহ। সৌন্দর্য্য···অর্থ থাক্‌লেই যে তা থাক্‌বে, এমন নয়। সব জিনিষ থেকে আলাদা, মোহ; অথচ সব জিনিষকে সে সার্থক করে; তা'র আকর্ষণ প্রতিরোধ করা যায় না; তা পুরোনো হয় না, তা'র ক্ষয় নেই। তার আবেদন সীমাবদ্ধ নয়, সব রকম লোকের ওপর তা সমান। মতের, রুচির, স্বভাবের, অবস্থার, বয়েসের বৈষম্য—কিছুতেই আসে যায় না। এম্‌নি, মোহ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের অনেকের মধ্যেই তা আছে। কম কি বেশি। যদি না থাক্‌তো, তা হ'লে বন্ধুতা, ভালোবাসা, প্রেম বলে' কোনো জিনিষ থাক্‌তো না একজন মানুষের আর-একজনকে ভালো লাগ্‌তো না; আমরা সব যে যা'র মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে জীবন কাটাতাম, পরস্পরের সঙ্গ-কামনা কর্‌তাম না। পৃথিবী মরুভূমি হ'য়ে যেতো।

'কিন্তু, উমা, এমন লোকও আমি দেখেছি, যা'দের মধ্যে একটুও

মোহ নেই। সব বিষয়েই তা'রা ভালো ; ভেবে দেখ্‌তে গেলে, তা'দের মধ্যে আপত্তি কবাব কিছুই নেই, তা'দেবকে দিয়ে পৃথিবীব অনেক উপকারও হয়-তো হযেছে কি হ'বে, কিন্তু—আশ্চর্য্য !—তা'দের সঙ্গে তুমি দশ মিনিটও কাটাতে পার্‌বে না। তা'দেব সঙ্গে কী নিয়ে কথা-বলা যায়, মাথায় হাত দিযে ভাব্‌বে ; তাও বা'র কর্‌তে পার্‌বে না। তা'দেব কোনো অন্তবঙ্গ বন্ধু নেই ; কাবণ, মোহ তা'বাও খোঁজে, কিন্তু মোহ যা'দের আছে, তা'বা কেন তা'দেব dullness সহ্য কর্‌তে যা'বে ? তা'দেব কথা ভেবে আমার দুঃখ হয়। কী কবে' যে তা'বা পৃথিবীতে এসে দীর্ঘ মানব-জীবন কাটায়, তা'বাই জানে। আমার তো মনে হয়, ও অবস্থায় আমি দু'দিনেই মরে' যেতাম। আবার মনে হয়, মরে' যেতাম না ; কারণ তা হ'লে নিজেব dullness-সম্বন্ধে আমি সচেতন হ'তাম না ; আমাব নির্জীব, বিবর্ণ জীবনকেই স্বাভাবিক মনে কর্‌তাম্‌। নইলে এত সব লোক স্বচ্ছন্দে বেঁচে আছে কী কবে' ? বেঁচে থাক্‌, তা'বা ভালো। ভালো ; ভালো আব মন্দ। কী-সব চমৎকাব ভাণ আমবা বা'ব কবেছি—নিজেদেবকে নিবাপদে বঞ্চনা কর্‌বার জন্য। আসলে, কোনো মানুষ-সম্পর্কে ভালো আর মন্দ—এ-দুটো বিশেষণ-প্রয়োগেব কোনো অর্থ হয় না ; বল্‌তে হয়, তা'বা interesting কি dull, তা'দের মধ্যে মোহ আছে কি নেই।

'উমা, তুমি এই মোহ দিয়ে তৈরি হয়েছো। তাই, তোমাকে কাটিয়ে উঠ্‌তে আমি পার্‌ছি নে। অবিশ্যি, কাটিয়ে উঠ্‌তে যে চাই, তা-ও নয়। সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ কখনো তা চায় না। কারণ, সে জানে এই রকম মোহ আছে বলে'ই জীবন মধুর, জীবন বাঁচ্‌বার যোগ্য। এবং এই সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ জীবনের উপাসক, মৃত্যুর নয়। যীশুখৃষ্ট,

'ঋষি'-টল্‌স্‌টয় (টল্‌স্‌টয়ের মত পরিপূর্ণ মানুষেব জীবনেও এমন স্খলন হয়!) এবং তোমাদের গান্ধীব মত সে মৃত্যুর তপস্যা কবে না; জাজ্বল্যমান জীবনের ভয়ে গুহাব অন্ধকারে মুখ লুকোয় না। জীবনকে গ্রহণ করে, উপভোগ কবে। সেই উপভোগেব জন্য অনেক জিনিষ তা'র দরকার; মোহও দরকার—খুব বেশি দবকার। মোহ তা'ব পক্ষে infatuation নয়; কারণ, তা'র নিজেব মধ্যেও তা আছে। তাই মোহকে সে ভয় পায় না। সে জানে, নিজকে একেবারে হারিয়ে ফেল্‌বে, এতদুব আচ্ছন্ন সে হ'বে না; তাই মাঝে-মাঝে আচ্ছন্ন হ'তে সে আপত্তি করে না। আচ্ছন্ন; যেমন, এই মুহূর্ত্তে, উমা, তুমি আমাকে আচ্ছন্ন কর্‌ছো।

'কিন্তু—জানো, উমা, আচ্ছন্ন কর্‌লে নিজেও আচ্ছন্ন হ'তে হয়। এ-ই পৃথিবীর নিয়ম। সমস্ত ইতিহাস, সমস্ত বিজ্ঞান, সমস্ত সাহিত্য তোমাকে এ-ই শিক্ষা দেবে। তোমার মধ্যে যে-মোহ আছে, তা'র যথেষ্ট ব্যবহার করা তোমার স্বাভাবিক কর্ত্তব্য—নিছক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য। তুমি শুধু আকর্ষণই কর্‌বে, নিজে আকর্ষিত হ'বে না; শুধু মোহ-বিস্তারই কর্‌বে, নিজে মোহে পড়্‌বে না, এ যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় হ'তো, তা হ'লে এতকাল ধরে' তিনি সৃষ্টিরক্ষা করে' আস্‌তে পার্‌তেন না, গাছ-পালা থেকে মানুষ পর্য্যন্ত পৃথিবীর মুখ থেকে সব লোপ পেয়ে যেতো। একদিন, দু'দিন, তিন দিন পর্য্যন্ত আত্মসম্বরণ চলে; কিন্তু আসলে তা আত্ম-বঞ্চনা, কারণ সম্বরণ জিনিষটাই কৃত্রিম। তাই চতুর্থ দিনে তা দ্বিগুণ আক্রোশে নিজের ওপর প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ে—asceticism থেকে একেবারে debauchery, গোড়ায় যে দু'টো জিনিষ এক। কোনোটাই উপভোগ্য নয়। কারণ, দু'টোই বাড়াবাড়ি; একটা

দিককে অন্যায় রকম বেশি প্রশ্রয় দে'য়া, যা'র ফলে অন্য সবগুলো দিক শুকিয়ে মরে। আবার, তা'দের দাবী মেটাতে গিয়ে অন্য দিককে উপোসী রাখ্‌তে হয়। এতে আনন্দ নেই। ঈশ্বরের অভিপ্রায় অস্বীকার করার এই শাস্তি। তা'র চেয়ে ঠিক সময়ে নিজকে মোহের হাতে ছেড়ে দে'য়াই কি ভালো নয়, উমা ? তা'তে স্বাস্থ্য অন্তত ভালো থাকে। তা হ'লে ব্যভিচার থেকে অন্তত মুক্তি পাওয়া যায়। প্রকৃতিকে সাংঘাতিক প্রতিশোধ নেবার সুযোগ দিতে হয় না।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ। সেই পুরোনো theme। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে এ নিয়ে একটা বাজে নাটক লিখেছিলেন। সফোক্লিস্‌ এ নিয়ে একখানা নাটক লিখে' গেছেন, যা কেউ পড়ে না, কিন্তু যা নিয়ে সবাই হৈ-চৈ করে। সফোক্লিস্‌-এর ভাষায় প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর প্রতি-হিংসাবৃত্তির নাম ছিলো নেমেসিস্‌। দয়াহীন, ক্লান্তিহীন এক দেবী, নেমেসিস্‌। মানুষের অপরাধের জন্য শাস্তি দে'য়া তাঁর কাজ। চমৎকার; কিন্তু এই ধারণাও নির্ভুল নয়। কেননা, অপরাধ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বদ্‌লানো দরকার। আমাদের আধুনিক সাহিত্যেও এ-রকম ঢের গলদ আছে; বিরাজ-বেচারার মিছিমিছিই কুষ্ঠ হ'লো, কিরণময়ীকে শেষটায় পাগল হ'তে হ'লো। কিন্তু বাইরে থেকে কোনো দেবী তো আমাদেরকে শাস্তি দেন্‌ না; শাস্তি নিজের ভেতর থেকেই আসে, এবং সেটা অন্ধতা বা কুষ্ঠ বা উন্মত্ততার রূপ নিয়ে আসে না। এক বাড়াবাড়ি থেকে আমাদেরকে আর-এক বাড়াবাড়িতে নিয়ে যায় মাত্র। কেননা, প্রকৃতির পক্ষে একটিমাত্র পাপ আছে; বাড়াবাড়ি। যে-কোনো রকমের আতিশয্য। মানুষের তৈরি নিয়ম তুমি রক্ষা কর্‌ছো কি না কর্‌ছো, প্রকৃতি তা নিয়ে মাথা ঘামায় না; কিন্তু তোমার

বাঁচ্‌বার পক্ষে যে-সব নিয়ম তোমার না মেনে উপায় নেই, জোর করে', নিজকে কষ্ট দিয়ে, তুমি তা'র কোনোটাকে যদি লঙ্ঘন করে' থাকো, তা হ'লে আর রক্ষে নেই। সেই একটি নিয়মের কাছে পরে তোমাকে দাসবৃত্তি কর্‌তে হ'বে। সুদে-আসলে পাওনা আদায় করে' নেবে। এত বেশি সুদ দিতে হ'বে যে তুমি নিজে অনেকখানি খরচ হ'য়ে যা'বে। হয়-তো এত বেশি খরচ হ'য়ে যা'বে যে তোমার আর কিছুই বাকি থাক্‌বে না—নিছক শারীরিক মৃত্যুর চেয়ে যে-অবস্থা অনেক খারাপ।

'পুরোনো, এ-সব কথা। আগেকার দিনে তোমার সঙ্গে এ-সব কথা প্রায়ই হ'তো। কিন্তু আজ আবার তোমাকেই তা মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে, কারণ আজ তুমি গান্ধী-অবতারের শিষ্য হয়েছো; দেশের নামে আত্মহত্যে কর্‌ছো। শুনি, আমাদের দেশ নাকি ভারি দুঃখী। যদি তা-ই হয়, আমরা প্রত্যেকে যে-যা'র মতে সুখী হই নে কেন?—তা হ'লেই তো দুঃখের ভাগ কমে' যায়। কিন্তু তোমাদের রকম-সকম দেখে মনে হয়, আমরা প্রত্যেকে যত বেশি কষ্ট পাবো, যত বেশি না-খেয়ে থাক্‌বো, যত বেশি নোঙ্‌রা, কুৎসিত, মূর্খ হ'বো, দেশে ততই আনন্দ উথ্‌লে উঠ্‌বে। এ-সব বিষয় অবিশ্যি আমি কিছুই বুঝি নে; কিন্তু, তুমিই বলো—দেশ মানে কি মাটি? তোমাকে-আমাকে নিয়েই কি দেশ নয়? যা'দের কথা ভেবে মহাত্মার চোখে ঘুম নেই, তা'রা কি তোমার-আমার মতই ক্ষুদ্রাত্মা নয়? এই ক্ষুদ্রাত্মাদের কেন তিনি সুখে থাক্‌তে দেবেন না? খদ্দর দিয়ে তোমার সৌন্দর্য্যকে হত্যা করে' কেন তিনি আমাদের জীবন থেকে অনেকখানি আনন্দ দূর করে' দিচ্ছেন? তোমার সমস্ত সময় দখল করে' নিয়ে (তাও—কী-সব কাজে!) কেন তিনি অনেক যুবককে তা'দের জন্মগত উপভোগ থেকে বঞ্চিত কর্‌ছেন?

কেন তিনি তোমাকে জানতে দিচ্ছেন না, তোমাব যৌবনেব কত উদাব ও বিচিত্র সম্ভাবনা? কেন তিনি তোমাকে দিয়ে একটু-একটু কবে' আত্মহত্যা করিয়ে নিচ্ছেন? তুমি-আমি যদি সুখী হই, উমা, তা হ'লে এই "দুঃখী" দেশেব পক্ষে সেটাই কি কম লাভ?

'"আমি" মানে অবিশ্যি আমি, নিবঞ্জন বায় নয়। আমাকে ভুল বুঝো না, উমা; তোমাকে নিজেব জন্যে বাগানো আমাব এ-সব কথাব উদ্দেশ্য নয়। তোমাকে যে আমি চাই, তা তুমি জানো; তা এত কথায় বলাব দবকাব কবে না। এবং পেলে আমি সুখী হই—কে-ই বা না হয়! কিন্তু আজ অবধি তুমি আমাকে সর্ব্বদা ফিরিয়ে দিয়েছো; আমাব প্রেমকে তুমি মুহূর্ত্তেব জন্যও স্বীকাব করো নি। এ-জন্যে আমি নিজের মনে দুঃখিত হ'তে পাবি, কিন্তু নালিশ করতে পাবি নে। করছিও নে। কিন্তু এব চেয়ে অনেক বড় এক অভিযোগ তোমাব বিরুদ্ধে আছে—যা, শুধু আমি নই, সমস্ত সৃষ্টি, সৃষ্টির আবম্ভ থেকে অবিচ্ছিন্ন জীবন-প্রবাহ তোমাব বিরুদ্ধে আনছে; তুমি এ-পর্য্যন্ত সবাইকে ফিবিযে দিযেছো; কাব কাছেই ধবা দিচ্ছো না। প্রেম কখনো গোপন কবা যায় না; তোমাব মনে যদি আলো জ্বলে' উঠতো, তা হ'লে তোমাব মুখেব দিকে তাকিয়েই আমি তা দেখতে পেতাম, আমাব কাছ থেকে কিছুতেই লুকোতে পাবতে না। আকাশেব সব দেবতারা তা হ'লে খুসি হ'তেন, আর আমি—তোমাব অনেক অ্যাড্-মায়ারারদের মধ্যে একজন মাত্র—আমি তোমাকে উচ্ছ্বসিত ধন্যবাদ জানাতাম; নিজকে তুমি উপভোগ করছো বলে' আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকতাম। কিন্তু সেই শুভ ঘটনাব কোনো লক্ষণই তোমাতে দেখছি নে; গান্ধীব অমানুষিক—শুধু তা-ই নয়, অ-জৈব—ধর্ম্ম তোমাব

মাথা খেয়েছে। আত্ম-যন্ত্রণার cult। শরীরের ও মনের, ইন্দ্রিয়ের ও আত্মার বিচিত্র সব অনুভূতি থেকে নিজকে বঞ্চিত করা। এক কথায়; মরে'-যাওয়া। অমানুষ—এবং, যা আরো খারাপ—অ-পশু হ'য়ে যাওয়া। কে না একজন বলে' গেছেন যে আমাদেরকে মানুষ হ'তে গেলে আগে পশু হওয়া দরকার? মানুষের চেয়ে বড় হ'তে গিয়ে, মাই ডিয়ার উমা, তুমি পশুরো ছোট হ'য়ে যাচ্ছো। পশুদের চিন্তা কর্‌বার ক্ষমতা নেই—কিন্তু তা'র ফলে তা'দের একটা গুণ হয়েছে এই যে তা'রা প্রকৃতির বিরুদ্ধে আত্মঘাতী বিদ্রোহ করে না। তুমি যা কর্‌ছো। তুমি নিজকে সম্বরণ করে' রাখ্‌ছো, নীতি-শিক্ষার বইয়ে যা'কে সংযম বলা হয়। এতে তোমার শরীরের ও মনের অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু সেই কষ্টটাই তোমাকে সুখ দিচ্ছে;—এরি নাম perversion। নিজকে কষ্ট দিতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না, এই মিথ্যা গর্ব্ব নিয়েই তুমি বেঁচে আছো। তোমার শারীরিক সমস্ত স্পৃহা এম্‌নি করে'ই মেটাচ্ছো—নিজকে দিন-রাত চাবুক মেরে। উমা, এ-ও এক রকমের sadism। বিকৃতি, পৈশাচিকতা। কথাটা কড়া হ'য়ে গেলো, কিন্তু অন্যায় হয় নি। কেননা, মানুষের ধর্ম্মে নিজের ওপর অত্যাচার কর্‌বার বিধান নেই। স্বাভাবিক কামনার স্বাভাবিক পরিতৃপ্তি ঘটাতে হয়। নইলে বিকৃতি আস্‌বেই। তোমার যেমন এসেছে। তোমার শারীরিক যৌবনকে অস্বীকার করা অসম্ভব, কিন্তু তোমার যৌবনাপন্ন মনকে যথাসম্ভব হল্‌দে, শুক্‌নো, বুড়ো করে' ফেল্‌বার অশ্রান্ত চেষ্টা করে' তুমি ক্রমশ hideous হ'য়ে যাচ্ছো। যৌবন—সৌন্দর্য্যের, আনন্দের, ঐশ্বর্য্যের সময়। বিস্মিত, মুগ্ধ, অভিভূত, উচ্ছ্বসিত হ'বার সময়। প্রতি মুহূর্ত্তে নতুন-নতুন জিনিষ অনুভব কর্‌বার, নতুন-নতুন

উপভোগ আবিষ্কার কর্‌বার সময়। অল্প বয়সে যে-সব ছেলেমেয়ে মারা যায়, তা'দের কথা ভেবে আমার অত্যন্ত দুঃখ হয়, কারণ, কত আশ্চর্য্য অনুভূতির স্বাদ যে তা'বা পেলো না, বেচাবারা তা জান্‌তেও পারে না। তেম্‌নি, তোমাব কথা ভেবেও আমাব দুঃখ হচ্ছে। উমা, তুমি তোমার যৌবনের সঙ্গে সত্যাগ্রহ কর্‌ছো ; কিন্তু ঈশ্বরের আইনের disobedience—তা যতই civil হোক্‌ না কেন—হাতে-হাতে কঠোব শাস্তি নিয়ে আসে। উমা, এ-বয়েসে তোমার পক্ষে সুন্দব না-হওয়া পাপ ; এ-বয়েসে তোমাব পক্ষে প্রেম—মানে, sex—উপভোগ না-করা মহাপাপ।

'এত স্পষ্ট ভাষায় এ-সব কথা কেউ বলে না ; যদিও মনে-মনে সবাই মরে' যা'বে, কিন্তু মুখ ফুটে' কেউ কখনো বল্‌বে না। এমন কে কোথায় আছে যে তা'র হৃদয়ের সমস্ত ব্যাকুলতা দিয়ে প্রেম কামনা না কবে ?—কিন্তু বাইরে আমবা সবাই ভালোমানুষ, ভদ্দরলোক সেজে থাকি—পরস্পরের কাছে এমন ভাণ করি, যেন আমাদের জীবনে টাকা-কড়ি আর খবরের কাগজ ছাড়া কিছু নেই। প্রেমের কামনাকে আমরা দুর্ব্বলতা মনে করি, তাই তা প্রকাশ কর্‌তে আমাদের লজ্জার সীমা নেই। কোনো-কোনো লোকের পক্ষে এই লজ্জা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ঠেকে ; তাই ইউজিন্‌ মার্চব্যাঙ্ক্‌স্‌ আহতস্বরে বলে' উঠেছিলো : "—shy ! shy ! shy !" সামান্য টাইপিস্‌ট্‌ প্রসার্পাইন্‌-এর সঙ্গে কবি মার্চ্চব্যাঙ্ক্‌স্‌ নিজের সাদৃশ্য খুঁজে' পেলো—ওরা দু'জনেই shy ! shy ! shy ! পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকের মত। তুমি—উমা দেবী, তুমিও shy। কামনাকে গোপন কর্‌বার জন্য প্রসার্পাইন্‌ ব্যবহার কর্‌তো prudery ; তুমি কর্‌ছো patriotism। প্রসার্পাইন্‌-এর বর্ম্ম ছিলো টাইপ্‌রাইটার ; তোমার, চর্‌কা।'

৩

'কেন তুমি আমার কাছে চিঠি লেখো ?' সাপ্তাহিক 'বিদ্রোহী'র সহকারী সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ শেষ করে' নিরঞ্জনের দিকে মুখ ফিরিয়ে উমা জিজ্ঞেস করলে, 'কেন তুমি আমার কাছে চিঠি লেখো, নিরঞ্জন ?'

কেননা সকালে উমার কাছে চিঠি ডাকে দিয়ে বিকেলে নিরঞ্জন সশরীরে উমার বাড়িতে (মাণিকতলা স্পার্)গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো। সাধারণত পরের দিন বিকেলে যায়, কিন্তু আজ ওর সবুর সয় নি।

নিরঞ্জন চুপ করে' রইলো।

'আর, লেখোই যদি, তা হ'লে খামকা ডাকে ফেলে' পয়সা নষ্ট করো কেন ? সঙ্গে করে' নিয়ে এসে আমাকে পড়ে' শোনালেই তো পারো। তুমি কথা বল্তে থাক্লে তোমাকে দেখে কষ্ট হয় ; তুমি চিঠি লিখ্লে তোমার হাতের লেখা পড়্তে আরো বেশি কষ্ট হয় ; সুতরাং, এ-ছাড়া তো আর আমি উপায় দেখি নে। তুমি কী বলো ?' উমা চিন্তিতমুখে ঠোঁটের এক কোণ কাম্ড়ালে।

নিরঞ্জন কিছুই বল্লো না।

'বাস্তবিক—তোমার হাতের লেখা ! কয়েকবার চেষ্টা করেছিলাম —তারপর ছেড়ে দিয়েছি। আজকাল তোমার চিঠি এলে আমার সহকারীকে দিই—বেলা কিছুদিন ইস্কুলে কাজ করেছে, নানারকম হাতের লেখা দেখে অভ্যেস আছে। অনেক চেষ্টা করে' প্রায় আগাগোড়াই উদ্ধার করতে পারে। আশ্চর্য্য ক্ষমতা ওর। আজ্‌কেও

ওর জন্যেই অপেক্ষা কর্‌ছিলাম ;—এই দ্যাখো, তোমার চিঠি এখনো খুলি নি।'—উমা টেবিলের ওপর ছোট একটি চিঠির স্তূপ থেকে নিরঞ্জনের পুরু, খস্‌খসে ছাই-রঙের খাম বা'র কর্‌লো—'কিন্তু বেলার আগে তুমি নিজেই যখন এসে উপস্থিত, ওর কাজটা তুমিই না-হয় করো। কী বলো ?'

কিন্তু এবারেও নিরঞ্জন কিছু বল্‌লে না।

'আচ্ছা, নিরঞ্জন, তুমি একটা টাইপ্‌রাইটার কিনে' নাও না। ইংরেজি ভাষায় তোমার লিখ্‌তেও সুবিধে হ'বে, আমিও সহজেই পড়্‌তে পার্‌বো। এত হ্যাঙাম আর কর্‌তে হ'বে না।'

'বিদ্রোহী'র সহকারী সম্পাদক বল্‌লেন : 'বাঙ্‌লা টাইপ্‌রাইটারও বেরিয়েছে।'

নিরঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লো।

উমা বল্‌লে, 'আমাকে চিঠি না লিখে' কি তুমি পারোই না, নিরঞ্জন ? লেখ্‌বার কোনোই দরকার নেই—তাই বল্‌ছি। খাম না খুলে'ই আমি বুঝ্‌তে পারি, ভেতরে কী আছে। (আর, সব চিঠিতে তুমি প্রায় একই কথা লেখো না কি ?) ধরো : এ-চিঠি। বল্‌বো, তুমি কী লিখেছো ? লিখেছো অনেক কথাই, কিন্তু তা'র সারমর্ম্ম হচ্ছে : খদ্দরে যুবতীদেরকে সুন্দর দেখায় না।—নয় কি ?'

'বিদ্রোহী'র সহকারী সম্পাদক অল্প-একটু হাস্‌লেন : 'হুঁঃ-হুঁঃ !'

উমা বল্‌লো, 'তা ছাড়া, চিঠি লিখে' যখন কোনো জবাব পাও না। জবাব দিতে আমার যে অনিচ্ছে, তা নয় ; কিন্তু কিছু-একটা লিখ্‌তে হ'লে আমি কোনাকালেও কাগজ-কলম-পেন্সিল কিছু খুঁজে' পাই নে। তাই, লেখা আর হয় না। আমার নামে কাগজে যে-প্রবন্ধগুলো

বেরোয়, তা-ও আমি নিজে লিখি নে ; dic—* মুখে বলি, বেলা লিখে' নেয়।'

'বিদ্রোহী'র সহকারী সম্পাদক বল্‌লেন 'কী আবেগময়ী ভাষা ! কী গভীর চিন্তাশীলতা ! আপনার প্রবন্ধগুলো—' হাত আর মাথা নেড়ে তাঁর বাকি অর্থ প্রকাশ করে' তিনি চুপ কর্‌লেন।

'বিদ্রোহী'র সহকারী সম্পাদক যখনি মনের কোনো প্রবল ভাবাবেগের পক্ষে যথেষ্ট প্রবল ভাষা খুঁজে' পান্ না, তখনি মুখের কথা অসমাপ্ত রেখে হাত আর মাথা নাড়েন। লেখাতেও তাঁর এ-কায়দা ; কথার জন্য আট্‌কে গেলেই 'বর্ণনার অতীত !' বলে' সারেন। আডমিরেশ্‌ন্‌-চিহ্ন তাঁর সব চেয়ে প্রিয় punctuation ;—এ-বিষয়ে 'বিস্মরণী'র সুপ্রসিদ্ধ কবি মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে তাঁর মিল আছে। 'বিদ্রোহী'র কোন্‌-কোন্‌ অংশ তাঁর লেখা, তা 'বিদ্রোহী'র নিয়মিত পাঠকরা অনায়াসে বুঝ্‌তে পারেন ; কারণ বাঙ্‌লাদেশের জীবিত লেখকদের মধ্যে আর কারো মনে এত জোর নেই (পূর্ব্বোক্ত সুপ্রসিদ্ধ কবি ছাড়া) যে পর-পর তিনটে সেন্‌টেন্স্‌ অ্যাড্‌মিরেশন্‌-মার্কা দিয়ে শেষ করেন। তা ছাড়া, তাঁর একান্ত নিজস্ব ট্রেইড্‌-মার্ক্‌ 'বর্ণনার অতীত' তো আছেই। খবরের কাগজ মহলে তিনি 'বর্ণনার অতীত'-বাবু বলে' পরিচিত। ছোটখাটো, গোলগাল মানুষটি ; মাথায় টাক পড়ি-পড়ি কর্‌ছে ; মুখে দু'দিনের দাড়ি-গোঁফ জমেছে। পরণে (বলাই বাহুল্য) অসম্ভব মোটা খদ্দর—আধ-ময়লা ; চোখে অসম্ভব

---

* বক্তৃতায় বা প্রবন্ধে—এমন কি, সাধারণ আলাপেও উষা দেবী কখনো ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করেন না বলে' তিনি বিখ্যাত।

পাওয়ারের চশ্‌মা—এত পুরু চশ্‌মা যে তা'র পেছনে 'বর্ণনার অতীত'-বাবুর চোখ আছে কি নেই, বোঝা যায় না।

'বর্ণনার অতীত'-বাবু বল্‌লেন 'আপনার প্রবন্ধগুলো'—!'

নিরঞ্জনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে উমা বল্‌তে লাগ্‌লো: 'দেখুন, আমার সাম্‌নের সপ্তাহের প্রবন্ধটা কাল সকালে ঘণ্টা-খানেকের জন্য একটু পাঠিয়ে দিতে পার্‌বেন কি? দু' এক জায়গায় পরিবর্ত্তন কর্‌তে হ'বে। আর, সুভাষবাবুর যে-নতুন ছবিখানা পেয়েছেন, তা আর্ট-কাগজে ছাপানো সম্ভব হ'বে কি? ছবিখানা ভালো—তাই বল্‌ছি। আর-এক কথা। "খদ্দর ভাণ্ডারে"র বিজ্ঞাপনের হার আপনারা কিছু কমিয়ে দিতে পার্‌লে ভালো হয়। নতুন দোকান—গোড়ায় আপনাদের একটু সাহায্য না পেলে দাঁড়াবে কী করে'? ভদ্রলোকের সঙ্গে সেদিন কথা হচ্ছিলো। বল্‌লেন—তাঁর দোকানের মজুতি সব কাপড় আগাগোড়া চর্‌কার সুতোয় তৈরি। মিথ্যে যে বলেছেন, তা'র কোনো প্রমাণ পাই নি।...এই যে, বেলা। এত দেরি কর্‌লে কেন? তোমার জন্যেই বসে' আছি। বোসো। চেৎলা মহিলা-সমিতি থেকে এই চিঠি এসেছে; কাল্‌কেই জবাব দিয়ে দিয়ো। আমরা সপ্তাহে দু'দিন—মঙ্গল আর...আর শনিবার এক ঘণ্টার জন্যে দর্জ্জি পাঠাতে পারি—দেড়টা থেকে আড়াইটে। মাসে এক টাকা: সভ্য-পেছু দু'পয়সাও পড়্‌বে না। মেদিনীপুর কংগ্রেস কমিটিতে পঁচিশটা চরকা পাঠাতে হ'বে। আমাদের তকলিগুলো সুবিধের হচ্ছে না;—তা ছাড়া, রাস্তায়-রাস্তায় আরো বেশি ফিরি হওয়া উচিত। সময় যা'দের কম, তা'দের পক্ষে চর্‌কার চেয়ে তকলিই ব্যবহার্য্য; এর আরো বেশি প্রচার আবশ্যক।...হ্যাঁ, মাড়োয়ারি নারী-সংঘকে টেলিফোনে

জিজ্ঞেস করো তো, কাল কলেজে পিকেটিং কর্বার জন্যে তাঁরা ক'জন স্বেচ্ছাসেবক দিতে পার্বেন।...বারো জন? বেশ। বলে' দাও, দশটার সময় বড়বাজার কংগ্রেস কমিটির আপিসে জড়ো হ'তে। আর, ছাত্র-সংঘের কার্য্যাধ্যক্ষকে লিখে' দিয়ো, ষোলো বছরের নীচে যা'দের বয়েস তা'দেরকে যেন না পাঠানো হয়। মদের দোকানের জন্য বেশ শক্ত ছেলে দরকার; মাতালগুলোর আবার কাণ্ডজ্ঞান নেই, মার-ধর করে। তুমি নিজে কাল কলেজ স্ট্রীট্-এ থেকো; কাপড়ের দোকানগুলোর তত্ত্বাবধানে। শুন্‌লাম, অনেক জাপানী কাপড় দিশি বলে' চালানো হচ্ছে। আর, বাগ্‌বাজার নারী-শিক্ষা-মন্দিরকে লিখে' দিয়ো, সম্প্রতি, মাসখানেকের জন্য, শ্রীমতী ললিতা বাগ্‌চি সপ্তাহে তিনদিন করে' সংস্কৃত ক্লাশের ভার নিতে পারেন। কিছু দিতে হ'বে না। আর, ঢাকা থেকে লীলা নাগের একটা জরুরি চিঠি এসেছে; তা'র জবাবটা এখনি লিখে' নাও।...“মাননীয়াসু: আপনার চিঠি...”'

নিরঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লো। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে' পাঞ্জাবির দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঘর-ময় পাইচারি কর্‌তে লাগ্‌লো। (পকেটের মধ্যে তা'র হাতের আঙুলগুলোর অস্থৈর্য্যের আর বিরাম নেই।) উমা অভিনেত্রী হ'বার জন্যে জন্মেছিলো—নিরঞ্জন ভাব্‌তে লাগ্‌লো—কিন্তু হ'তে-হ'তে ও হ'লো কিনা বক্তৃতা-দেনে-ওয়ালা। দেশশুদ্ধ লোক ওর বক্তৃতার বাহবা দিচ্ছে। ওর স্থান নাকি সরোজিনী নাইডুর পরেই; ওর বাঙ্‌লা নাকি সরোজিনী নাইডুর ইংরিজির মতই অনর্গল ও প্রবল; কোথাও আট্‌কায় না, কথার জন্য ঠেকে' যায় না, থতমত খায় না—অনায়াস গতিতে তর্‌তর্ করে' চলে; শর্ট্‌হ্যাণ্ডে

টুকে' নিতেও প্রেস্-এর লোকরা হাঁপিয়ে পড়ে। লোকে তা-ই বলে। নিরঞ্জন নিজে কখনো শোনে নি—অবিশ্যি নয়। পাব্লিক মীটিং এর কথা মনে কর্‌লেই ওর গায়ে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। তবু, উমা যখন তা'র official rôle-এ (উত্তর কলিকাতা মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা; বড়বাজার কংগ্রেস কমিটির খদ্দর বিভাগের পরিচালিকা; 'বিদ্রোহী'র সম্পাদকীয় পরিষদের সভ্য; শ্যামবাজার স্বেচ্ছাসেবিকাবাহিনীর G. O. C.—ছোট-খাটো পদগুলো ধর্‌ছি নে) অধিষ্ঠিত হ'য়ে বসে, তখন ওকে বিখ্যাত বক্তা বলে' কল্পনা করা শক্ত নয়—যেমন এখন। অনর্গল কথা বলে' যাচ্ছে—এ-কথা, ও-কথা সে-কথা—একটার পর একটা, নির্ব্বিঘ্ন স্বাচ্ছন্দ্যে কথা বলে' যাচ্ছে। ওর কণ্ঠস্বরে নদীর স্রোতের মত আবেগ; মৃদু, কিন্তু পরিপূর্ণ, মসৃণ। A trifle monotonous—বক্তৃতা দিতে-দিতে হয়েছে। এবং আরো হয়েছে: ওর সব কথাই এখন বক্তৃতার অংশ মনে হয়। A trifle rhetorical—ওর ভাষা। একজন মানুষ যে আর-এক জনের সঙ্গে আলাপ করে—এমন কি, গল্পও করে—তা যেন ও ভুলে' গেছে; এক-জন লোক এক হাজার লোকের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করে মাত্র; এর বেশি কিছু নয়। নিরঞ্জন এমন দিনের কথা মনে কর্‌তে পারে, যখন উমা conversationকে আর্ট-হিসেবে চর্চ্চা কর্‌তো; কিন্তু এখন public speaking-এর বৃহত্তরো (এবং স্থূলতরো) আর্ট অবলম্বন করে' ও 'conversation' কথাটার মানে ভুল্‌তে বসেছে। ভুল্‌তে বসেছে যে conversation মাত্রেই private; তা'কে public করে' তুল্‌তে গেলে জন্‌সন্-সাহেবের মত দিগ্বিজয়ী দিগ্‌গজ হওয়া যায় মাত্র—তা'র বেশি কিছু নয়।' কিন্তু উমার পক্ষে এখন কিছুই private নয়—এক

ওর শোবার ঘর ছাড়া। এক ওর শোবার ঘর ছাড়া।···নিজের রসিকতায় নিরঞ্জন হেসে উঠ্‌লো।

'বিদ্রোহী'র সহকারী সম্পাদক কৌতুহলী হ'য়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হাস্‌ছেন যে?'

নিরঞ্জন জবাব দিলো, 'হাসি পাচ্ছে।'

জবাবটা প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি, তাই বিঃ-সঃ-সঃ প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করলেন; কিন্তু নিরঞ্জন তা শুন্‌তে পেলো না। কারণ, নিরঞ্জন তখন ভাব্‌ছিলো যে উমা আজকাল বাইরে এবং ঘরে—সর্ব্বত্রই বক্তৃতা করে, কথা বলে না। ওর সব কথাই—নিরঞ্জন ভেবে-ভেবে বিশেষণ-গুলো বার করলে—formal, cold, business-like. And a trifle defiant—সব কথাতেই একটু challenge-এর ভাব আসে: রাজনৈতিক বক্তৃতা দে'য়ার ফল। ধরা যাক্‌, ও যদি জিজ্ঞেস করে: 'ভালো আছেন?' তা হ'লে মনে হ'বে, ও বল্‌ছে: 'ভালো নেই, বল্‌ছেন? আমার সঙ্গে ও-সব চালাকি চল্‌বে না; ভালো আপনাকে থাক্‌তেই হ'বে।' আর, কেমন-যেন একঘেয়ে, সব সময় একই সুর চল্‌ছে; ওর গলার আওয়াজের subtle cadence গুলো হারিয়ে যাচ্ছে। এক হাজার লোকের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত চীৎকার কর্‌তে থাক্‌লে তা হ'বেই। বড় বেশি uniform। Subtle, cadence, uniform; আগে আরো কত গেছে। নিরঞ্জনকে পদে-পদে ইংরিজি শব্দের শরণ নিতে হচ্ছে—সর্ব্বদাই হয়। অথচ উমা কখনো ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করে না—আশ্চর্য্য! কী করে' চালায়? অথচ, সব কথাই তো ও চমৎকার প্রকাশ করে' যায়, এমন কি, কথার জন্যে কখনো ওকে হাত্‌ড়াতেও হয় না। ভাবার

ওপর—এবং যা আরো বেশি—মনের ওপর আশ্চর্য্য দখল। নির্ভীক সুস্পষ্ট উচ্চারণ; পরিষ্কার, নির্ভুল ভাষা—কোনো ফাঁক নেই, জোড়াতালি নেই। ঠিক বক্তৃতার মতই শুনতে। হোক্—তবু, আশ্চর্য্য। কী করে' মানুষ এত ভালো করে' কথা বলতে পারে? নিরঞ্জন কিছুতেই ভেবে পায় না। কোনো সন্দেহ নেই: অভিনেত্রী হ'বার জন্যেই ও জন্মেছিলো। নিরঞ্জন উমার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালো। ওর dic—'মুখে বলা' একটু শুনলো: '·বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বয়নালয়ে আটটি তাঁত চলিতেছে; তন্মধ্যে ছয়টি—লিখেছো?—ছয়টি খদ্দরের জন্য ও দুইটি মুগা, তসর প্রভৃতির জন্য··· নিয়োজিত হয়। বয়নালয়ে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিচারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। অল্পদিন যাবৎ আমরা একটি রঞ্জন-বিভাগও খুলিয়াছি। এখন পর্য্যন্ত ভালো রঙের খদ্দর···অত্যন্ত বিরল।' নিরঞ্জন নিজের অজান্তে বলে' ফেললো, 'ঠিকই।' বেলা কাগজ থেকে মুখ তুলে একবার ওর দিকে তাকালো, কিন্তু উমা একভাবে বলে' চললো: 'প্যারাগ্রাফ্। প্রত্যেক বড় শহরে এই রকম বয়নালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি। আপনি যদি সচেষ্ট হন্, তবে ঢাকায়···'

নিরঞ্জন দূরে সরে' গেলো। কিন্তু ঘরের ওপার থেকে উমার একঘেয়ে গলার আওয়াজ ওর কানে এসে বাড়ি খাচ্ছে; অনবরত। বেলার টেবিলের ওপর নুয়ে'-পড়া মাথার খোঁপার ওপর দৃষ্টি আবদ্ধ করে' ও ভাবতে লাগলো: উমার মন কী আশ্চর্য্য রকম সাজানো-গুছোনো। পরিপাটি দেরাজের মত; প্রত্যেক জিনিষের জন্য আলাদা-আলাদা তাক—নম্বর-দে'য়া, লেবেল-আঁটা; কখনো কোনো ভুল হয় না, এ-তাকের জিনিষ ও-তাকে চলে' এসে গোলমাল বাধায় না; চক্ষের

নিমেষে যে-কোনো জিনিষ বা'র করা যায় ; আবার দরকার শেষ হওয়া মাত্র সে-তাক ভেতরে ঠেলে' দিয়ে অনেক দূরের আর-এক তাক থেকে পরের মুহূর্ত্তের দরকারী জিনিষটি বাইরে আনা যায়। কলের মত নিখুঁত, নির্ভুল ; কলের মত সময়-বাঁচানো, হ্যাঙাম-কমানো। এরি নাম Efficiency, এবং এরি পুরস্কার হচ্ছে Success। বড় হাতের E আর বড় হাতের S। (এ দুটো শব্দ উমা বাঙ্‌লায় বল্‌বে কী করে' ?) Efficiency, বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম্ম ; Success, বিংশ শতাব্দীর মানুষের একমাত্র দেবতা—'that bitch-goddess'। Success —কী কঠোর তপস্যা তা'র জন্যে ; কী অপূর্ব্ব বৈরাগ্য। স্বাধীনতা, আনন্দ, নিজের ব্যক্তিত্বের উপভোগ—সব ত্যাগ কর্‌তে হ'বে ; কেননা, তা না হ'লে আশানুরূপ Efficient হওয়া যা'বে না, এবং তা না হ'লে আশানুরূপ টাকা হ'বে না, এত বেশি টাকা হ'বে না, যা খরচ কর্‌বার অন্য উপায়ের অভাবে philanthrophist হ'তে বাধ্য হ'য়ে GREAT লোকদের তালিকায় নাম ওঠানো যা'বে। সেইজন্য কলের মত Efficiency দরকার ; নিজের নিজস্বতাকে হত্যা করে' কল বনে'-যাওয়া দরকার। পশ্চিম থেকে এই প্রথম ধর্ম্মের উদ্ভব—পশ্চিমের পশ্চিম আমেরিকা থেকে। আমেরিকার multi-millionaireরা এর প্রচারক। রক্‌ফেলার, মর্গ্যান, হেন্‌রি ফোর্ড্। আধুনিক পৃথিবীতে এঁরাই আদর্শপুরুষ। কেননা, এঁরা জন্মেছিলেন রাস্তার কুকুরের মত গরীব হ'য়ে ; অথচ ব্যবসাবুদ্ধি আর অধ্যবসায়ের গুণে এত টাকা জমাতে পার্‌লেন, যা একসঙ্গে একজন লোকের হাতে ইতিপূর্ব্বে কখনো আসে নি। এঁদের ছবিতে, জীবনীতে, উপদেশে পৃথিবী টলমলাচ্ছে। কী চমৎকার, বিনয়ী, ভদ্র, সদালাপী লোক এঁরা—যেন কুবেরের সম্পত্তি

আছে বলে'ই আচার-ব্যবহারে ছোটলোক হ'বার অধিকার এঁদের আছে। হেন্‌রি ফোর্ড্ একটুও নোঙ্‌রামি সইতে পারেন না—যেন পৃথিবীর অন্য-সব লোক নোঙ্‌রামিতে গড়াতে না পেলে মরে' যায়! হেন্‌রি ফোর্ড্-এর জীবনে একটু বিলাসিতা নেই—যেন তিনি ইচ্ছে কর্‌লেই বিলাসিতা কর্‌তে পারেন, যেন বিলাসিতা কর্‌বার মত শারীরিক স্বাস্থ্য আর মানসিক প্রাচুর্য্য তাঁর আছে! তা-ই যদি হ'বে, তা হ'লে আর তিনি অত টাকা কর্‌বেন কী করে'? ওটুকু মনুষ্যত্বই যদি তাঁর মধ্যে থাক্‌বে, তা হ'লে কি আর সারা জীবনে Efficiency-ধর্ম্মের ক্ষুর-ধার-পন্থা থেকে তাঁর একবারো স্খলন হ'তো না? হেন্‌রি ফোর্ড্-এর জীবনে একটুও অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খলতা নেই! চমৎকার! যেন বলা হ'লো: 'আমার টাইপ্-রাইটারটা আমার এমন বাধ্য! A-র চাবি টিব্‌লে কখনো B ওঠে না।' যেন উচ্ছৃঙ্খল হ'বার মত স্বাধীনতাই হেন্‌রি ফোর্ড্-এর আছে। স্বাধীনতা Efficiencyর শত্রু, তাই তা'র উচ্ছেদ হোক্। নিজের মর্জ্জি-মত চল্‌লে অনেক সময় নষ্ট হ'তে পারে, তাই, প্রত্যেক মানুষের যে একটা আলাদা মর্জ্জি আছে, তা ভুলে' যেতে হ'বে। সব লোক এক রকম কাজ করুক্, এক রকম খাবার খাক্, এক রকম চিন্তা করুক্, এক রকম আমোদে যোগ দিক্, তা হ'লেই ব্যবসা ফেঁপে উঠ্‌বে, লোক-পেছু পাঁচখানা মোটার রাখা সম্ভব হ'বে, হেন্‌রি ফোর্ড্-এর স্বর্গে আমরা বাস কর্‌তে পার্‌বো। তাই, বাড়ির বদলে হোটেল, বইয়ের বদলে খবরের কাগজ, আড্ডার বদলে সভা। পাছে অবসরের সময়টা লোকে যে যা'র ইচ্ছে-মত কাটায়, সেই ভয়ে প্রতি সন্ধ্যায় সকলের জন্য টকি আর রেডিয়োর ব্যবস্থা। এ-সব জিনিষ লোকের ভালো লাগুক্ বা না-ই

লাগুক্, একবার নেশা করাতে পার্‌লেই হয়—তা হ'লেই টাকা। অবসর কাটানোর জন্য কেউ যেন নিজস্ব কোনো উপায় বা'র কর্‌তে না পারে, তা হ'লেই ব্যবসার ক্ষতি। তাই অন্য-সব জিনিষ তুলে' দাও—সবার আগে, মদ। মদও একটা নেশা কিনা। মদ খেয়ে তোমার ভালো লাগে, কিন্তু নিজস্বভাবে কোনো জিনিষ ভালো লাগবার অধিকার তোমার নেই; তাই মদ তুমি খেতে পার্‌বে না। নিছক ব্যবসাদারি—পিউরিটানিজ্‌ম্‌-এর আধুনিক এবং আমেরিকান সংস্করণ। 'That bitch-goddess'-এর উপাসনা; ঈশ্বরের নয়। সমস্ত পৃথিবীতে এই অভিনব বৈরাগ্য-ধর্ম্ম ছড়িয়ে পড়্‌ছে—মায় আমাদের দেশেও। নিজের সমস্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি চাপা দিয়ে রাখো; তোমার কোনো খেয়াল যেন Efficiencyকে ঢিলে করে' না দেয়, তা হ'লেই কিন্তু Success-এর চরম চূড়োয় চড়্‌তে পার্‌বে না। উমাকে দিয়েই নিরঞ্জন দেখ্‌তে পাচ্ছে। উমাকে এখন দেখে মনে হয়, ও কোনো কালে ওয়াল্‌ স্ট্রীট্‌-এর এক প্রকাণ্ড ব্যাঙ্কার হ'তে পারে। উমা, এর চেয়ে তুমি কেন সবরমতী আশ্রমে চলে' গেলে না?

ঘুর্‌তে-ঘুর্‌তে নিরঞ্জন আবার উমার টেবিলের ধারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো। উমা তখন চিঠি শেষ করে' আন্‌ছে: 'এ-বিষয়ে আপনার মতামত জানিতে পারিলেই যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিব। নিবেদন ইতি।'

নিরঞ্জন টেবিলটার গায়ে ভর্‌ দিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লো, 'তোমার কাজ শেষ হ'লো, উমা?'

উমা বল্‌লো, 'টেবিলটার গায়ে ও-রকম করে' ভর্‌ দিয়ো না, নিরঞ্জন; বরং ঐ ইজি-চেয়ারটায় বোসো।—চিঠিটা একবার পড়ো তো, বেলা।'

'আঃ, কী মুস্কিল!' বলে' নিরঞ্জন সরে' গেলো। রাস্তার দিকের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে মাথার চুলগুলো নিয়ে খানিক টানা-হেঁচড়া কর্‌লে। কী করা যায়? 'বিদ্রোহী'র সহকারী সম্পাদক ঠায় এক ভাবে বসে' পাটের চাষ সম্বন্ধে একটা প্যাম্‌ফ্‌লেট পড়্‌ছিলেন; নিরঞ্জন তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বিঃ-সঃ-সঃ ওর দিকে এক জোড়া চশ্‌মা (কেননা, চোখ দেখা যায় না) তুল্‌তেই জিজ্ঞেস কর্‌লো, 'আপনি বিয়ে করেছেন?'

'বর্ণনার অতীত'-বাবু বল্‌লেন, 'না। বিবাহ, আমার মতে—!'

নিরঞ্জন জিজ্ঞেস কর্‌লো, 'কোনো ছেলেপিলে হয়েছে?'

বিঃ-সঃ-সঃ হঠাৎ উঠে' দাঁড়িয়ে মুখের চেহারা ভয়ঙ্কর করে' বল্‌লেন, 'মানে?'

দূর থেকে উমার আদেশ এলো, 'ক্ষমা চাও, নিরঞ্জন।' বেলা মুখ ফিরিয়ে একবার তাকালো।

নিরঞ্জন অভিমানিত শিশুর মত বল্‌লে, 'আচ্ছা। তা-ই তবে। ক্ষমা কর্‌বেন।' জান্‌লার দিকে ফিরে' যেতে-যেতে সে বিড়্‌বিড়্‌ কর্‌তে লাগ্‌লো: 'নাঃ; হোপ্‌লেস্‌, একেবারে হো-ওপ্‌লেস্‌।'

হতাশ হ'য়ে নিরঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লো। এবং, কোনো পুরুষ যখন হতাশ হ'য়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তখন এক সিগ্রেট-খাওয়া ছাড়া এত বড় পৃথিবীতে আর কী সে কর্‌তে পারে? কিন্তু, নিরঞ্জন দেশ্‌লাই জ্বালাতে পারার আগেই বিঃ-সঃ-সঃ তীক্ষ্ণস্বরে বলে' উঠ্‌লেন: 'সিগ্রেট খাচ্ছেন?' নিরঞ্জন এত চম্‌কে উঠলো যে তা'র হাত থেকে জ্বালানো কাঠিটা পড়ে' গেলো। দেশ্‌লাইর আর-একটা কাঠি বা'র কর্‌তে-কর্‌তে সে বল্‌লে, 'আপনি খাবেন একটা?'

'আমি ? আমি খাবো ?' চীৎকার কর্‌তে গিয়ে 'বর্ণনার অতীত'-বাবুর গলা ভেঙে গেলো। 'আপনি আমাকে এ-কথা জিজ্ঞেস কর্‌তে সাহস পেলেন ?'

নিরঞ্জন ম্লানমুখে বল্‌লো, 'ও, আপনি বুঝি ধূম-পান-নিবারণী সভার প্রেসিডেণ্ট্ ?' তারপর, একটু আগেকার কথা মনে করে': 'ক্ষমা কর্‌বেন।' সমস্ত বুক ভরে' ধোঁয়া টেনে নিয়ে সে ঠোঁট গোল করে' আস্তে-আস্তে বা'র কর্‌তে লাগ্‌লো। হঠাৎ তা'র সুনীলের কথা মনে পড়্‌লো; সুনীল আশ্চর্য্য ring তৈরি কর্‌তে পারে। ইচ্ছে কর্‌লেই পারে। আর, সে—অনেক চেষ্টা করে'ও···

'দেশের জন্য কত লোক প্রাণ দিচ্ছে, আর আপনি সামান্য নেশার জন্য এখনো বিলেতকে পয়সা দিচ্ছেন! লজ্জা করে না আপনার ?'

নিরঞ্জন ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে' বিঃ-সঃ-সঃ-র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।'

উমা বল্‌লো, 'তা ছাড়া, নিরঞ্জন, তোমার স্বাস্থ্যের কথাও ভাবা উচিত।

বিঃ-সঃ-সঃ নিরঞ্জনের কাছে এসে হাত-জোড় করে' বল্‌তে লাগ্‌লেন, 'দয়া করে' ওটা ফেলে' দিন্। ফে লে' দি ন্। **ফেলে' দিন্।**'

নিরঞ্জন কোনো কথা না বলে' জানালা দিয়ে 'ওটা' রাস্তায় ফেলে' দিলো। বিশাল অরণ্য এই পৃথিবী; অন্ধকার রাত; নিরঞ্জন একা, নিরঞ্জন পথ হারিয়েছে। যে-দিকে পা বাড়ায়, হোঁচট খায়। নিরঞ্জন এখন শুয়ে' পড়ে' মৃত্যুর অপেক্ষা করুক্।

বিঃ-সঃ-সঃ বিদায় নিলেন। বিজয়ের গর্ব্বিত হাসি তাঁর মুখে।

মাতৃভূমির সামান্য একটু সেবা কর্‌তে পেরেছেন বলে'ও তাঁর মনে তৃপ্তি আর ধরে না।

বেলা এতক্ষণ চুপ করে' ছিলো; এইবার নিরঞ্জনকে জিজ্ঞেস কর্‌লো, 'চা দেবো?'

ইজি-চেয়ারে শুয়ে' নিরঞ্জনের নিজকে একটা মাড়ানো পোকার মত মনে হচ্ছিলো। তাই, এই প্রশ্ন শুনে' হঠাৎ সে বেলার প্রতি কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌লো। বেলা নিতান্ত দয়া করে' তা'কে একটু সান্ত্বনা দিতে চাচ্ছে; বেলার তবু দয়া আছে। সোজা হ'য়ে বসে' প্রাণপণে দু'হাত মোচ্‌ড়াতে-মোচ্‌ড়াতে সে বল্‌তে লাগলো: 'Thank you; thank you *ever* so much.…So kind of you, I'm sure, *so* kind of you. *Really* so kind…'

উমা ওর কথা কেটে দিলো: 'তোমার বিলিতি ভদ্রতার বুক্‌নিগুলো অস্থানে এবং অপাত্রে প্রয়োগ কর্‌ছো, নিরঞ্জন। বেলা এর মর্য্যাদা বুঝ্‌বে না।'

কিন্তু বেলা শুধু বল্‌লো, 'বসুন্: চা করে' আন্‌ছি।'

* * *

'বেলা মনে করে, নিরঞ্জন,' ঠোঁটের এক কোণে হেসে উমা বল্‌লো, 'যে তুমি আর আমি পরস্পরের প্রেমে পড়েছি। তাই, চায়ের অছিলায় ও উঠে' গেলো।'

'নেহাৎ মিথ্যে মনে করে না', নিরঞ্জন বল্‌লো, 'আমি তো অনেকদিন যাবৎই তোমার প্রেমে পড়ে' আছি। তোমার কথা জানি নে।'

উমা এতক্ষণে ওর সরকারী চেয়ার ছেড়ে উঠে' দাঁড়ালো।

টেবিলের ওপর কাগজপত্র সব ছত্রখান হ'য়ে পড়ে' আছে—বেলা প্রেমিকযুগলের সুবিধে করে'-দে'য়ায় জন্য আর-একটু পরে উঠ্লেও পার্তো। উমা নিজেই সেগুলোর ব্যবস্থা করে' রাখ্তে লাগ্লো। যেগুলো দরকারী, সেগুলো বাঁ দিকের বেতের বাস্কেটে; বাকিগুলো ওয়েইস্ট্-পেপার বাস্কেটে। হঠাৎ সে-সপ্তাহের 'নবশক্তি'র ভাঁজের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো নিরঞ্জনের সেই চিঠি। তাই তো, এটারো একটা বিলি-ব্যবস্থা কর্তে হয়।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে উমা নিরঞ্জনের ইজি-চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়ালো। বল্লো, 'এখন পড়ে' শোনাবে?' তারপর একটু ভেবে জুড়ে' দিলে, 'এখন সময় আছে আমার।' কিন্তু কথাটা তা'র মুখ থেকে না বেরুতেই তা'র অনুতাপ হ'তে লাগ্লো। নিরঞ্জনকে আহত করা এত সোজা বলে'ই তা'তে কোনো সুখ নেই।

কিন্তু নিরঞ্জনও যে ঘা ফিরিয়ে দিতে না পারে, এমন নয়।— 'দরকার কী, উমা?' নিতান্ত নীরসভবে সে বল্লে, 'তোমার তো যাদুবিদ্যে-টিদ্যেই জানা আছে; খাম ছুঁয়ে'ই বলে' দিতে পারো, ভেতরে কী লেখা আছে।' একটু থেমে: 'স্বদেশী করে' তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট কর্ছো, উমা। ইংরেজের দলে ভিড়ে' যাও; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মেয়ে-ডিটেক্‌টিভ হিসেবে অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে যেতে পার্বে।'

এই সময়ে উমা যা কর্লো, তা লিখ্তে আমার সাহস হচ্ছে না; কেননা, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে আপনারা মনে কর্বেন, আমি বানিয়ে বল্ছি; আর, বিজ্ঞ সমালোচকরা বল্বেন যে উমার মত মেয়ের পক্ষে এ-আচরণ অশোভন, অসঙ্গত, অসম্ভব; সুতরাং এতে 'truth' নেই; কাজে-কাজেই 'beauty'ও নেই, কেননা মহাকবি কীট্‌স্ কি

বলে' যান্ নি যে 'Beauty is truth and truth beauty'? কিন্তু উমার মত মেয়ের—আর, তা-ই যদি বলেন, যে-কোনো মেয়ের—পক্ষে কী সম্ভব, আর কী সম্ভব নয়, তা বিচার করবার আপনি বা আমি কে? আর, যদিই বা কেউ হই, তা হ'লে বিচার কর্‌তেই বা যাবো কেন? চোখের ওপর যা ঘট্‌ছে, তা স্বচ্ছন্দে কেন মেনে নেবো না? তা ছাড়া, পারিভাষিক 'সত্য' (যা='সৌন্দর্য্য') সৃষ্টি কর্‌বার জন্য আমি এ-বই লিখ্‌ছি নে, আপনাদের এ-বই পড়ে' ভালো লাগ্‌বে (বিশেষ করে,' ষোলো থেকে তিরিশের মধ্যে যাঁদের বয়েস), এর চেয়ে মহত্তরো কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই। এবং, উমার এই অসঙ্গত আচরণ আপনাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগ্‌বে; তাই তা লিপিবদ্ধ কর্‌তে আমার একটুও সঙ্কোচ হচ্ছে না।

তা হ'লে জান্‌বেন যে নিরঞ্জন ওর কথা শেষ করা মাত্র উমা ওর ইজি-চেয়ারের হাতলের ওপর গিয়ে বস্‌লো; বসে' এক হাত দিয়ে ওর ঘন চুলে বিলি কেটে দিতে-দিতে (আর-এক হাতে নিরঞ্জনের চিঠিখানা ধরাই আছে) বল্‌লে, 'তোমার চিঠি-ভরা তো এম্‌নি সব কড়া-কড়া কথাই থাকে, নিরঞ্জন; সেই জন্যই তো পড়্‌তে ইচ্ছে করে না। নিরঞ্জন'—-উমা আর-একটু কাছে ঘেঁষ্‌লো, ওর শাড়ির আঁচলের খানিকটা নিরঞ্জনের কাঁধে লুটিয়ে পড়্‌লো, 'তোমার এ-চিঠি তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও; যদি কখনো মিষ্টি করে' লিখ্‌তে পারো, লিখো।' উমা আরো একটু কাছে ঘেঁষ্‌লো; ওর কাঁধ নিরঞ্জনের কানে এসে লাগ্‌ছে।

উমার খদ্দরের আঁচলটা নিরঞ্জনের গালে খস্‌খসে লাগ্‌ছিলো, কিন্তু এমন-এক মুহূর্ত্তে সে খদ্দরকেও ক্ষমা কর্‌তে পারে। কতদিন পর

উমার কাছ থেকে এই একটু আদর ও পেলো! হয়-তো উমাকে ও ভুল বুঝে' আস্‌ছে। এই মুহূর্ত্তে তো ওর মনে হচ্ছে (এবং এমন মুহূর্ত্ত আগেও আরো এসেছে) যে উমা ওকে ভালোবাসে। কিন্তু···যাক্, সে কিছু ভাব্‌তে চায় না ; ওর বুকের মধ্যে তোলপাড় চল্‌ছে, আবেশে ওর চোখ বুজে' আস্‌ছে। উমা যা খুসি তা-ই হোক্, যা খুসি তা-ই করুক্, ও জোর কর্‌বার কে ? দাবী কর্‌বার কে ? প্রশ্ন কর্‌বার কে ? শুধু মাঝে-মাঝে উমা এমনি করে' ওর চুলে আঙুল বুলিয়ে দিক্, তা হ'লেই ও সব সহ্য কর্‌বে ; তা হ'লেই ও তৃপ্ত থাক্‌বে। দূর হোক্ ওর চিঠি—আর ও-সব লিখ্‌বে না। উমার হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে ও দু'টুক্‌রো করে' ছিঁড়ে ফেলে' দিলো। তারপর দুই হাতের মধ্যে উমার এক হাত চেপে ধরে' খানিকক্ষণ রগ্‌ড়ালো। তারপর সেই হাতখানা নিজের হাতে ধরে' ওর সারা মুখে একবার বুলোলো।

উমা বল্‌লো, 'দাড়ি কামাতে গিয়ে গাল কেটে ফেলেছো বুঝি ? গলা যে কেটে ফ্যালো না, তা-ই আশ্চর্য্য।'

কিন্তু নিরঞ্জনের মনে এই ব্যঙ্গোক্তি একটু আঁচড়ও কাট্‌লো না ; ও মাথা নীচু করে' উমার হাতের ওপর চুম্বন কর্‌লো।

হাত সরিয়ে নিয়ে উমা বল্‌লে, 'ছেলেমানুষ!'

হঠাৎ কী যে হ'লো, উমা তা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লো না। হঠাৎ—এত হঠাৎ নিরঞ্জন চেয়ার ছেড়ে উঠ্‌লো যে উমার আশ্রয়হীন শরীর টাল সাম্‌লাতে না পেরে ধপাস্ করে' ইজিচেয়ারের মধ্যে পড়ে' গেলো। উমা তাকিয়ে ঢ্যাখে, নিরঞ্জন তা'র দিকে পেছন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

উমা অনেকটা নিজের মনে প্রশ্ন কর্‌লে, 'কী হয়েছে ?'

নিরঞ্জন আচম্‌কা ঘুরে' ওর দিকে মুখ করে' দাঁড়ালো ; এবং

নিরঞ্জনের মুখ দেখার সঙ্গে-সঙ্গে উমার কিছুই বুঝ্তে বাকি রইলো না। নিরঞ্জনের আসন্ন বিস্ফোরণের জন্য তৈরি হ'তে-হ'তে ও ভাবলে, ছেলেমানুষ বল্‌লে যে চটে' যায়, সে ছেলেমানুষ ছাড়া আর কী?

কিন্তু নিরঞ্জন ফাট্‌তে দেরি কর্‌লো। ওরো তো তৈরি হওয়া দরকার, এবং যে-কোনো কঠিন কাজের জন্য যে-কোনো পুরুষের তৈরি হ'বার পক্ষে সিগ্রেটের মত এমন জিনিষ আর কী আছে? নিরঞ্জন দু' আঙুলের মধ্যে সিগ্রেটটাকে একটু আদর কর্‌লে; তারপর সেটা ধরিয়ে উমার কাছে এগিয়ে এলো।

ওর চোখের ওপর চোখ রেখে উমা বল্‌লে, 'তবু খাচ্ছো?'

নিরঞ্জন—ওর পক্ষে—প্রশংসনীয় শান্ততার সহিত আরম্ভ কর্‌লো, 'তবু মানে? তুমি কি ভেবেছো তোমার ঐ সহকারী সম্পাদকের কথায় আমি তখন সিগ্রেট ফেলে দিয়েছিলাম? কিন্তু ভদ্রলোক আর-একটু হ'লেই একটা scene করে' আন্‌ছিলেন, and I hate scenes of all things in the world, they get on my nerves so…তা'র চেয়ে খানিকক্ষণ না-হয় সিগ্রেট না-ই খেলাম।'

নিরঞ্জন বল্‌লো, 'লোকে মনে করে, আমাকে bully করা খুব সোজা। কথাটা একেবারে মিথ্যেও নয়; আমি ঝগ্‌ড়া কর্‌তে ভালোবাসি নে, এই সুবিধে পেয়ে অনেকেই আমাকে bully করেছে। কিন্তু তুমি আমাকে কখনো bully কর্‌তে পার্‌বে না, উমা; সে-চেষ্টাও তুমি কোরো না। ধরো, এই সিগ্রেট খাওয়া নিয়েই। সেই সহকারী সম্পাদক আমাকে চড় বসিয়েও দিতে পার্‌তেন; আমার শরীর দুর্ব্বল, আমি হয়-তো কিছুই কর্‌তে পার্‌তাম না। কিন্তু তুমি, উমা, তুমি যখন বল্‌লে, "তবু খাচ্ছো?", তখন'—নিরঞ্জনের স্বর আস্তে-আস্তে চড়্‌তে

লাগ্‌লো, 'সেই কথার পেছনে যে-প্রকাণ্ড দাম্ভিকতা আর বিরাট ন্যাকামি আছে, তা-ও আমার চোখে পড়্‌বে না, অত বোকা আমি নই। এবং সে-দাম্ভিকতা আর ন্যাকামি আমি সহ্য কর্‌বো, অত দুর্ব্বলও আমি নই। উমা, তুমি আমাকে কথায়-কথায় ঠাট্টা করো, তা আমি জানি। যখন তুমি আছো বলে' ঈশ্বরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছিলাম, প্রেমের সেই নিবিড়তম মুহূর্ত্তে তুমি বলে' উঠ্‌লে, "ছেলেমানুষ!" কথাটায় হয়-তো আপত্তি কর্‌বার কিছু নেই, কিন্তু যে-ভাবে তুমি সেটা বলেছিলে, তোমার মুখে থেকে কথাটা যে-মানে নিয়ে বেরিয়েছিলো, তা'র জন্যে কোনোকালে তোমাকে যে ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বো, এ-ই আশ্চর্য্য। অথচ, কর্‌বো—তা-ও ঠিক। এখনি ক্ষমা করে' বসে' আছি। এবং, তুমি তা জানো। তুমি জানো যে তুমি যা-ই করো না কেন, আমার মন কখনো বদ্‌লাবে না। তাই, আমাকে নিয়ে তুমি খেলা কর্‌ছো,'—নিরঞ্জন একবার মুখের ওপর হাত বুলিয়ে নিলো—'আমাকে সঙ্‌ সাজিয়ে তুমি মজা ছাখো; বন্ধুদের কাছে তুমি আমাকে হাস্যাস্পদ করে' তুলেছো। তা'রা তোমার সম্বন্ধে যা বলে, উমা, খবরের কাগজে তা ছাপানো যায় না; তা শুন্‌লে হয়-তো তুমি একটু দুঃখিতই হ'বে। তা'দের কাছে আমি চুপ করে' থাকি বটে, কিন্তু মনে-মনে জানি যে ঠিকই বলে তা'রা। তবু তোমাকে ভালোবেসে যাই। আমাকে নাকি কোনো মেয়ে কখনো ভালোবাস্‌তে পারে না, তবু তোমাকে ভালোবেসে যাই।' নিরঞ্জনের গলা ভেঙে গেলো; কান্নার মত করে' ও বলে' উঠ্‌লো, 'উমা, আমার উপায় কী হ'বে, বল্‌তে পারো?'

সিগ্রেটটা আঙুলের বাড়ি খেয়ে-খেয়ে ছিঁড়ে গিয়েছিলো; সেটা ফেলে' দিয়ে একটা চেয়ারে বসে' পড়ে' নিরঞ্জন দুই হাতের ভেতর

মুখ ঢাক্‌লো। আঙুলের ফাঁক দিয়ে ওর নিঃশ্বাস সবেগে বেরিয়ে আস্‌ছে

'পারি, নিরঞ্জন,' উমা ওর সরকারী গলায় বল্‌তে লাগ্‌লো, 'কিন্তু তা'র আগে আমার কয়েকটা কথা শুনে' নাও। তোমার যা বল্‌বার, তা তুমি বলেছো; এইবার আমার কথা শোনো। তোমার বন্ধুরা আমার সম্বন্ধে কী মনে করেন, তা আমি জানি নে। সুকুমার সেন যদি তাঁদের প্রতিনিধি হন্‌, তা হ'লে তাঁদের মতামতের প্রতি বিশেষ যে মূল্য আরোপ করি, তা-ও নয়। তাঁদের মতামত প্রার্থনা না করে' তুমি যদি আমার সাহায্য চাইতে, তা হ'লেও আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে দিতে পার্‌তাম। কারণ, নিরঞ্জন, তোমার মস্তিষ্ক খুব পরিষ্কার নয়। সেখানে ধারণার চাইতে কল্পনাই বেশি। আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাব্‌তে-ভাব্‌তে—তোমার আশে-পাশে কী হচ্ছে না হচ্ছে, তা তুমি দেখ্‌তে শেখো নি। কোনো জিনিষই তোমার চোখে পড়ে না। ভারতবর্ষের মত প্রকাণ্ড একটা জিনিষও নয়। আমি—যা'র সঙ্গে তুমি দু' বছরের ওপর অন্তরঙ্গভাবে মিশ্‌ছো, সে-ও নয়। এখন প্রতিবাদ কোরো না; আর, পারো তো হাত দুটো অমন করে' মুচ্‌ড়িয়ো না। আমার সঙ্গে যে তোমার কোনো মিল নেই, এ-কথাটা এতদিনেও তুমি উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌লে না। তোমার জীবন কল্পনা নিয়ে, আমার কাজ নিয়ে। আমার লক্ষ্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা; তোমার, ব্যর্নার্ড্‌ শ-র মত নাটক-লেখা। আমার মতে, তোমার কংগ্রেসে যোগদান করা উচিত; তোমার মতে, আমার অভিনেত্রী হওয়া উচিত। দু'জনের বিশ্বাসই সমান দৃঢ়। তাই, মীমাংসা অসম্ভাব্য। আমি চর্‌কা চালাই, বক্তৃতা দিই, পিকেটিং করি; আর তুমি বই পড়ো, প্রেম করো, বিলিতি সিগ্রেট

খাও। বল্‌তে পারো, আমি আগে এ-রকম ছিলাম না ; কিন্তু আমার প্রকৃতিতে আগাগোড়াই এ-সব জিনিষ ছিলো নিশ্চয়ই, নইলে একদিনে এমন প্রাবল্য নিয়ে তা ফুটে' উঠ্‌তে পারে না। নিরঞ্জন, আমি তোমাকে পছন্দ করি, কিন্তু পছন্দ করা মানে আর কতটুকু! নিরঞ্জন, তুমি আমার কাছে প্রেম চাও, কিন্তু কী করে' আমি তোমাকে ভালোবাস্‌তে পারি ?—'

'যেমন করে' একজন মেয়ে একজন পুরুষকে ভালোবাসে। তুমি মেয়ে, আমি পুরুষ, পরস্পরের ওপর এই আমাদের সব চেয়ে বড় দাবী। দু'জনের যৌবন আমাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় মিল।'—নিরঞ্জনের মুখ থেকে তীব্রবেগে কথাগুলো বেরুতে লাগ্‌লো—'কী আসে যায়, তুমি যদি খদ্দর পরো, আর আমি বিলিতি সিগ্রেট খাই ? কী আসে যায়, তোমার যদি বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা থাকে, আর আমার লেখ্‌বার ? প্রেম এত ছোট জিনিষ নয়, উমা, যে এই-সব ছোটখাটো বৈষম্যও তা'তে সইবে না। আমাদের মধ্যে কোনো মিল যদি না-ই থাক্‌বে, তা হ'লে কেন আমি তোমাকে ভালোবাসি ? আমি যে তোমাকে ভালোবাস্‌তে পার্‌ছি, তোমার প্রতি মুহূর্ত্তের প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও প্রতি মুহূর্ত্তে ভালোবাস্‌তে পার্‌ছি, তা'তেই কি প্রমাণ হয় না যে কোনো-খানে, appearances ছাড়িয়ে অনেক নীচে, কোনো-এক অন্ধকার গভীরতায় আমাদের দু'জনের পরিপূর্ণ ঐক্য আছে ? এবং সেই ঐক্য হচ্ছে আমাদের এই মধুর ও প্রধান বৈষম্য ; তুমি মেয়ে, আর আমি পুরুষ। তুমি আমাকে আকর্ষণ করো, এবং আমি তোমাকে আকর্ষণ করি ; না করে'ই পারি নে। তুমি শপথ করে' বল্‌লেও আমি বিশ্বাস কর্‌বো না যে মনে-মনে আমার প্রতি তোমার প্রবল আকর্ষণ নেই।

কিন্তু গান্ধীর শিষ্য হ'য়ে তুমি যে শুধু স্বদেশী হয়েছো তা নয়, সন্ন্যাসী হয়েছো—মানে, ভণ্ড হয়েছো। এবং সেখানেই আমার আপত্তি। তোমার ধারণা হয়েছে যে প্রেম—যা মানুষেব সব চেয়ে স্বাভাবিক বৃত্তি —প্রেম পাপ। উপভোগ অন্যায়। তাই তুমি নিজকে কষ্ট দিচ্ছো ; নিজের, এবং সকলেব সঙ্গে ভণ্ডামি করছো ; নিজকে বিশ্বাস করাবাব চেষ্টা কর্‌ছো যে প্রেম না হ'লেও তোমার চলে, প্রেম তুমি চাও না ; এবং আমাকে বিশ্বাস করাবার চেষ্টা কর্‌ছো যে আমাকে তুমি ভালোবাসো না। কা'কে বাসো, শুনি ? কাউকেই নয় ; কেননা, ভালোবাস্‌তে তুমি ভয় পাও, তোমাব মনে বিকৃতি ঘটেছে। যদি সত্যি-সত্যি মনের কথা বল্‌বার মত সাহস তোমার থাক্‌তো, তা হ'লে তুমি অসঙ্কোচ গৌরবে স্বীকার কর্‌তে যে তুমি আমাকেই ভালোবাসো, ভালোবাসো, নিশ্চয়ই ভালোবাসো…' বল্‌তে-বল্‌তে নিরঞ্জন একটা চেয়ারের ওপর কোল্যাপ্স্‌ কর্‌লো।

'প্রতিবাদ করে' যখন কোনো লাভ নেই', উমা আরম্ভ কর্‌লো, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে বেলা এসে ঢুক্‌লো। নিরঞ্জন চট্‌পট্‌ চুলগুলোর ওপব একবার হাত বুলিয়ে, পাঞ্জাবিটা একটু টান্‌ করে', মুখ-চোখের চেহাবা ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেব বেগ যথাসাধ্য স্বাভাবিক করে' ভদ্রলোক সাজ্‌লো। ওর চেষ্টায় যে কোনো ফল হ'তেই হ'বে, তা নয় ; তবু চেষ্টা কর্‌তে দোষ নেই।

বেলা জিজ্ঞেস কর্‌লো, 'আপনার চা এ-ঘরেই আন্‌বো, না পাশেব ঘরে যাবেন ?'

উমা ওর রিস্ট্‌-ওয়াচের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, 'আর সাত মিনিটের মধ্যে আমার কাছে যুগ-বাণী প্রকাশালয় থেকে এক ভদ্রলোক

আস্‌বেন। বেলা, জবাহরলালের সেই জীবনীর পাণ্ডুলিপিটা সংশোধন করে' রেখেছো? বেশ। আমি নিজেও একবার দেখে দিচ্ছি।'—উমা ইজি-চেয়ার ছেড়ে উঠ্‌লো—'নিরঞ্জন, তুমি পাশের ঘরে গিয়েই চা খাও।'

* * *

'একখানা কচুরি খেয়ে দেখবেন না?' বেলা বল্‌লো, 'ভেতরে মাংস আছে।'

নিরঞ্জন ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বল্‌লো, 'খাচ্ছি, খাচ্ছি।' বলে' এক টুক্‌রো কচুরি ভেঙে মুখে দিলো। যদিও খেতে তা'র একটুও ইচ্ছে কর্‌ছিলো না। কিন্তু না খেলে বেলা হয়-তো offence নেবে। কিসে এবং কখন্ যে লোকে offence নেয়, নিরঞ্জনের সে-বিষয়ে খুব অস্পষ্ট ধারণা, কিন্তু এটুকু সে বোঝে যে সংসারে—ভদ্রলোক এবং মহিলাদের মধ্যে কথায়-কথায় offence নেবার রীতি আছে। নিরঞ্জন কোনোকালেও পুরো-দস্তুর ভদ্রলোক হ'য়ে উঠ্‌তে পারে নি, বহু চেষ্টা করে'ও নয়। তা'র ম্যানার্স্ নাকি deplorable—সবাই তা-ই বলে—কখন্ এবং কোথায় কী কর্‌তে এবং বল্‌তে হয়, এবং—যা জানা বেশি দরকারী—কী না-কর্‌তে এবং না-বল্‌তে হয়, নিরঞ্জন তা কিছুতেই মনে রাখ্‌তে পারে না। শর্ব্বরীর সব উপদেশ মাঠে মারা যায়। নিরঞ্জনের, তাই, নিজের জন্য ভয়ের সীমা নেই; কোনো পার্টিতে গেলে ভয়ে-ভয়ে ও চুপ করে'ই থাকে। ভাগ্যিস্ থাকে। নিরঞ্জন রায়ের একবার মুখ ছুট্‌লে আর কা'র সাধ্যি কথা বলে—হোক্ সে সুকুমার সেন, যে রসিকতা ফিরি করে' বেড়ায়; হোক্ সে অমিতা চন্দ—pretty আর witty অমিতা চন্দ, ফুর্‌ফুরে মেয়ে, ঝক্‌ঝকে মেয়ে অমিতা চন্দ—

যে-মেয়ের মত আমাদের মধ্যে আর কেউ নয়, কেউ নয়; হোক্ সে অতনু মিত্র, অ্যাপোলোর মত যা'র চেহারা, যা'র কালো চোখ আলস্যে আর বাসনায় মদির, যা'কে দেখে মাথা ঠিক রাখ্তে পারে, এমন মেয়ে বাঙ্লা দেশে কেউ নেই—অবিশ্যি অমিতা চন্দ ছাড়া; হোক্ সে সাবিত্রী বোস্, সোনাব ঘণ্টার মত যা'র চুল মাথার দু'দিক দিয়ে নেবে এসেছে, রূপোর ঘণ্টার মত বেজে ওঠে যা'র গলার স্বর। নিরঞ্জন যখন কথা বল্তে থাকে, সবাই হতভম্ব হ'য়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, যতক্ষণ চীৎকার কর্তে গিয়ে ওর গলা না ভেঙে যায়, একটা সোফার ওপর স্তূপ হ'য়ে ভেঙে পড়ে' ও হাঁপাতে না থাকে।

কিন্তু এ-রকম ঘটনা সচরাচর নয়; নিরঞ্জন সাবধান থাকে। কিন্তু যখন হয়, পরে ওর অনুতাপের সীমা থাকে না; পরে ওব বিনয়ের আতিশযো সবাই অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ে। ও কেলেঙ্কারি করেছে; এ-অপরাধ ওর ক্ষমা করা হোক্; বাকি জন্মের মত ও একেবারে লক্ষ্মী ছেলে হ'য়ে থাক্বে। এবং সেই ক্ষমা অর্জ্জন কর্বার জন্যে নিজকে ও এত মৃদু, এত ছোট করে' ফেলে যে তখন ওকে দিয়ে আপনি যা খুসি তা-ই করিয়ে নিতে পারেন। এখন, যেমন, বেলা ওকে কচুরি খাওয়াচ্ছে। উমার সঙ্গে এইমাত্র ওর যে-বাচনিক ডুয়েল হ'য়ে গেলো, তা'র ফলে নিজকে নিয়ে ও এখন বেজায় সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়েছে: কখন্ কী অভদ্রতা করে' ফেলে, সে-ভয়ে ওর চেয়ারটায় আরাম করে' বস্তেও পার্ছে না; চাম্চে দিয়ে চা-টা নাড়্বার আগে দু'মিনিট ভাব্ছে—এটা ওর উচিত হ'চ্ছে কিনা। সেই ভয়েই ও কচুরি খাচ্ছে—যদিও খাবার ইচ্ছে ওর একবিন্দুও নেই।

কিন্তু কেন ও নিজকে একেবারেই সাম্লাতে পারে না? কখনো,

কোথাও নয়? সামান্য ব্যাপারেই কেন জ্বলে' ওঠে, একটুতেই ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে? লোকের উপহাস—এবং যা আরো খারাপ—করুণা সহ্য করে? অন্য লোকের কাছে যেমন-তেমন, কিন্তু উমার কাছে এসে এই রকম 'কাণ্ড-কারখানা' অমার্জ্জনীয়, অমার্জ্জনীয়। এ-সব সময়ে উমার চোখে ওকে কেমন দেখায়, নিরঞ্জন তা কল্পনা কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লো।···না, উমা ওকে সঙ্‌ সাজায় নি; নিরঞ্জন নিজেই ওর সে-পরিশ্রম বাঁচিয়েছে। ভুল, ভুল; নিরঞ্জনের সব কথা ভুল। উমা কোনোকালেও ওকে ভালবাস্‌বে না। উমা ঠিক বলেছে; কী করে' উমা ওকে ভালোবাস্‌তে পারে? ও দুর্ব্বল, দুর্ব্বল। ও হীন, তুচ্ছ, অবিবেচ্য। ওকে চোখেই পড়ে না। ওকে চেষ্টা কর্‌লেও আমলে আনা যায় না। নিরঞ্জন, তুমি আর বাইরে মুখ দেখিয়ো না; নিজের ঘরে বন্ধ হ'য়ে পড়ে' থাকো, বাকি জন্মের মত 'Shame shall be thy lot'।

'আপনার চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে না তো?'

'ঠাণ্ডা? না, না, মোটেও তো নয়।' নিরঞ্জন হঠাৎ অথই জলে পড়ে' হাবুডুবু খেতে লাগ্‌লো। এক চুমুকে পেয়ালার বাকি চা-টা শেষ করে' আবার বল্‌লো, 'মোটেও তো ঠাণ্ডা হয় নি, মোটেও নয়।'

'চা-টা খাবার মত হয়েছে তো?'

'চমৎকার হয়েছে, চমৎকার। এত ভালো চা আমি বেশি খাই নি। আপনাকে অনেক আগেই বোধ হয় বলা উচিত ছিলো, কিন্তু কখন্ কী বল্‌তে হয়, আমি কিছুতেই তা মনে কর্‌তে পারি নে। Deplorable manners আমার। ক্ষমা কর্‌বেন।'

নিরঞ্জন বেলার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখ্‌লো, তা'র মুখ

অন্য দিকে ফেরানো। নিরঞ্জন উস্‌খুস্ কর্‌তে লাগ্‌লো। ওর কথাগুলো কি তা হ'লে বেলা শোনে নি? কিন্তু শুনেছে নিশ্চয়ই, নইলে একটু পরে নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস কর্‌বে কেন? 'আর-এক পেয়ালা খাবেন?'

'নিশ্চয়ই—মানে, if you please; if it doesn't mean a frightful lot of trouble to you।' হঠাৎ শারীরিক যন্ত্রণার মত একটা কথা তা'র মনে ফিরে' এলো। রুদ্ধশ্বাসে সে বল্‌তে লাগলো, 'আমার ইংরিজি ভদ্রতার বুক্‌নিগুলো ক্ষমা কর্‌বেন; বাঙ্‌লায় ও-সব বলা যায় না বলে'ই—। কিন্তু বিশ্বাস করুন্—they are sincere, I really mean them—ঐ যাঃ, আবার ইংরিজি হ'য়ে গেলো।' নিরঞ্জন হতাশভাবে চেয়ারে হেলান্ দিলে।

বেলা নীরবে নিরঞ্জনের খালি পেয়ালা ভর্ত্তি করে' দিলে।

হঠাৎ নিরঞ্জন বল্‌লো, 'আপনি চা খাচ্ছেন না যে?—এটাও আমাব অনেক আগে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিলো—তা ই নয়? না জানি আপনি আমাকে কী ভাব্‌ছেন।'

বেলা চায়ে দুধ আর চিনি মিশিয়ে বল্‌লো, 'আমি আগেই খেয়েছি। চা-টা খুব বেশি কড়া হ'য়ে গেছে কি? আর দুধ দরকাব হ'বে? কি চিনি?'

নিরঞ্জন চায়ে চুমুক দিয়েই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে পড়্‌লো: 'ঠিকই হয়েছে। চা আমি কড়া করে'ই খাই—খুব কড়া। ঠিকই হয়েছে; দুধ-চিনি কিচ্ছু দরকার নেই। Excellent tea—মানে, চমৎকার চা। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমার প্রতি আপনার এত দয়া!'

বলে' নিরঞ্জন বেলার দিকে তাকালো; কিন্তু বেলার মুখ তখন

অন্য দিকে ফেরানো। নিছক ভদ্রতা ;—নিরঞ্জন ভাব্‌তে লাগ্‌লো—কিন্তু ভদ্রতাও কত সুন্দর হয়, কত মধুর। হ্যাঁ, মধুর—এমন কি, touching। শুধু মুখের কথাই তো খরচ হয়, মিষ্টি করে' বলা একটু কথা—তবু, মন তা'তে খুসি হয়, হৃদয়কে তা স্পর্শ করে। নিরঞ্জন এম্‌নিই অপদার্থ যে এই ভদ্রতা কর্‌তেও সে শেখে নি। বেলা যদি কখনো ওর বাড়ি যায়, তা হ'লে ও কখনোই তা'কে এই রকম আপ্যায়ন কর্‌তে পার্‌বে না ; হয়-তো চা খাওয়াতেই ভুলে' যা'বে ; হয়-তো নিজেই সারাক্ষণ কথা বল্‌তে থাক্‌বে। চেয়ারের হাতলে আঙুল দিয়ে টোকা দিতে-দিতে সে বার-বার মাথা নাড়্‌লো। না, তা'কে দিয়ে কিছু হ'বে না। কিছু হ'বে না। এক যদি নাটক লেখা হয়। নাটক ও লিখ্‌বেই, এম্‌নি একটা প্রতিজ্ঞা না ওর মনে ছিলো ? আজ সকালেই না ও মনে-মনে ভাব্‌ছিলো—চুলোয় যাক্‌ উমা, ব্যর্নার্ড্‌ শ-র মত ও লিখ্‌বেই, সাহিত্য নিয়েই ওর জীবন ? বাজে, বাজে, বাজে কথা। নিরঞ্জন রায় আবার লিখ্‌বে ! একটা মেয়েকে ছিনিয়ে নেবার ক্ষমতা যার নেই, একটা মেয়ের ভালোবাসা পাবার যোগ্যতা যা'র নেই, সে আবার লিখ্‌বে ! এমন অসম্ভব স্পর্দ্ধা কী করে' তা'র হ'তে পেরেছিলো ? নিরঞ্জনের চোখের সাম্‌নে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মিলিয়ে যেতে-যেতে একটিমাত্র সত্যে এসে ঠেক্‌লো : প্রেম। প্রেম ; প্রেম ছাড়া জীবন বৃথা। কেন মানুষ টাকা রোজগার করে, বই লেখে, কলকব্জা বানায়, ছুটোছুটি, কথা-কাটাকাটি করে—আসলে, যখন, মানুষকে যা বাঁচিয়ে রাখে, তা প্রেম, প্রেম ছাড়া আর-কিছুই নয় ? কেন এত সভা-সমিতি, কেন এরোপ্লেন আর ওয়্যার্লেস, খুনোখুনি আর দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ব্যর্নার্ড্‌ শ আর জি, কে, চেস্‌টার্‌টন্‌, যখন, এক

প্রেম ছাড়া কিছুতেই কিছু আসে যায় না? ভালোবাস্‌বে—এবং ভালোবাসা পা'বে, এ-ই কেন মানুষের জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য নয়? কারণ, তা হ'লেই সব জিনিষেরই মানে হয়; আর, তা না হ'লে কিছুরি কোনো মানে হয় না। কেন মানুষ অন্য-সব কাজ, অন্য-সব চিন্তার আগে, সবার আগে এরি চেষ্টা করে না—ভালোবাস্‌তে এবং ভালোবাসা পেতে? কেন অনর্থক এই হৈ-চৈ, এই ভিড়-ঠেলে'-চলা, মাথায়-মাথায় ঠোকাঠুকি, পয়সার জন্য, যশের জন্য কাড়াকাড়ি, ইংরেজের সঙ্গে শত্রুতা করে' দেশের লোকের হাতে মার-খাওয়া?...

হঠাৎ নিরঞ্জন বেলাকে জিজ্ঞেস কর্‌লো, 'আপনি কা'কে ভালোবাসেন?' সঙ্গে-সঙ্গে কপাল থেকে গলা পর্য্যন্ত লাল হ'য়ে উঠে' বেলা চেয়ার ছেড়ে উঠে' দাঁড়ালো। 'Shy! Shy! Shy!'—ইউজিন্ মার্চ্চব্যাঙ্ক্‌স্‌-এর সেই গভীর নৈরাশ্য আবার নিরঞ্জনের মনে কথা কয়ে' উঠ্‌লো: 'All the love in the world is longing to speak; only it dare not, because it is shy! shy! shy!' লজ্জা; নিদারুণ, নিষ্ঠুর লজ্জা; মরে' গেলেও কেউ স্বীকার কর্‌বে না—পারতপক্ষে, নিজের কাছেও নয়। কোনো জিনিষই নিরঞ্জনের চোখে পড়ে না—উমা ঠিকই বলেছে; কিন্তু ওর intinct গুলোর অসাধারণ প্রখরতা ও নিজেই অনুভব করে (আর, সেই জন্যেই তো ওর বিশ্বাস কর্‌বার সাহস হয়েছিলো যে নাটক-লেখা ওর হ'বে); এবং instinct-এর কথনো ভুল হয় না; তাই, বেলার লজ্জায় লাল মুখের দিকে একবার তাকিয়েই ও বুঝ্‌তে পেরেছে—জান্‌তে পেরেছে যে বেলা ভালোবাসে। বেলাও ওর মত একজন; তাই বেলা ওকে বুঝ্‌তে পারে, তাই ওর প্রতি বেলার অত দয়া; বেলার ভদ্রতা নিছক

বুদ্ধদেব বসু

উপন্যাস

সাড়া ২৲

অকর্ম্মণ্য ১॥০

ছোট গল্প

অভিনয়, অভিনয় নয় ২৲

রেখাচিত্র ১॥০

কবিতা

বন্দীর বন্দনা ২৲

ভদ্রতা নয়, তা'র আড়ালে সহানুভূতি আছে। নিরঞ্জনের পক্ষে এটা একটা প্রকাণ্ড আবিষ্কার; নিরঞ্জন আনন্দে হেসে উঠ্‌লো। সেই হাসির শব্দ বেলার অতি-দীর্ঘ কুমারী-জীবনের সহস্র নিয়ম-কানুনের শক্ত বাঁধাবাঁধিকে মুহূর্ত্তের জন্য ঢিলে করে' দিয়ে গেলো। মুহূর্ত্তের জন্য ও জ্বলে' উঠ্‌লো।—'হাস্‌ছেন?'

নিরঞ্জনের প্রখর instinct ওকে আবার সাহায্য কর্‌লো। 'হাস্‌ছি; কিন্তু আপনাকে ঠাট্টা করে' নয়; অভিনন্দন করে'। আপনি তো জানেন না যে আমাকেই পৃথিবীর সব লোক ঠাট্টা করে, কাউকে ঠাট্টা কর্‌বার ক্ষমতা আমার নেই।'

মুহূর্ত্তের জন্য বেলা জ্বলে' উঠেছিলো; সে-মুহূর্ত্ত ফুরিয়েছে; এখন সে পালাতে পার্‌লে বাঁচে। কিন্তু ওকে দরজার দিকে এগোতে দেখেই নিরঞ্জন এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে' ছুটে' গিয়ে ওর পথ আগ্‌লে দাঁড়ালো। পাঞ্জাবির পকেটসুদ্ধ হাত দুটো পেছনে টেনে নিয়ে একত্র করে' বেলার মুখের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে' ও অন্তরঙ্গ-ভাবে বল্‌তে লাগ্‌লো, 'আমার কাছে লজ্জা কর্‌বেন না, আমিও আপনার মতই একজন। সেই জন্যই তো আমার কাছ থেকে আপনি লুকিয়ে থাক্‌তে পার্‌লেন না। কী করে'ই বা পার্‌বেন? আমি একেবারে হো-ওপ্‌লেস্‌, কিন্তু কতগুলো জিনিষ আমি ঠিক বুঝি। জানেন না, এই মুহূর্ত্তে আপনাকে পেয়ে আমার কত ভালো লাগ্‌ছে। এতক্ষণ আমার ভীষণ মন-খারাপ ছিলো—কেন, তা তো আপনি জানেনই। উমা আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে,—ফিরিয়ে অবিশ্যি বহুদিন ধরে'ই দিচ্ছে, কিন্তু আজ প্রথম ওর মুখ থেকে স্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান শুন্‌লাম। ওর কাছ থেকে তাড়া খেয়ে আমি ছিট্‌কে পড়্‌ছিলাম,

আপনি দিলেন আশ্রয়। উমা কাজের লোক, আমার কথা শোন্‌বার সময় ওর নেই, ভালোবেসে ও সময়ের আর উৎসাহের বাজে খরচ কর্‌তে চায় না। আমি ওর উপহাসের পাত্র, শুধু ওর নয়—সমস্ত পৃথিবীর; কারণ, পৃথিবীর সব লোক উমার মত ব্যস্ত, উমার মত হিপক্রিট। আমার প্রচুর অবসর নিয়ে আমি একা-একা ঘুরে' বেড়াই, কেউ আমাকে আমল দেয় না। এক-এক সময় ওদের তুলনায় নিজকে এত ছোট, এত নগণ্য মনে হয় যে মরে' যেতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, এই পৃথিবীতে আমার না জন্মালেই ভালো ছিলো।···এম্‌নি মন নিয়ে আমি বসে' ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক শুভ মুহূর্ত্তে আপনি আমার কাছে নিজকে উদ্‌ঘাটিত কর্‌লেন, আপনার মধ্যে আমি নিজকে দেখ্‌লাম; দেখ্‌লাম, পৃথিবীতে আমি একেবারে একা নই। আমি একা নই; এই আনন্দেই তো তখন আমি হেসে উঠেছিলাম।··· আপনাকে'—নিরঞ্জনের মুখে বিজয়ের গর্ব্বিত হাসি ফুটে' উঠ্‌লো; প্রবলতরো ভাবে সে বলে' যেতে লাগ্‌লো, 'আপনাকে আমি ধরে' ফেলেছি, এখন আর আমার কাছ থেকে আপনি কিছুই গোপন কর্‌তে পার্‌ছেন না। বরং বলুন্‌—সব বলুন্‌, তা'তে আপনারো ভালো হবে। কে সে? কেমন দেখ্‌তে? কেমন তা'র কথা? কবে তা'কে প্রথম দেখেছিলেন? সব বলুন্‌, আমার মত ভালো শ্রোতা আর পাবেন না।' নিরঞ্জন চুপ কর্‌তে যাচ্ছিলো, কিন্তু হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় সে অত্যন্ত মৃদুস্বরে, প্রায় কানে-কানে বলার মত করে' বল্‌লে, 'আপনার অদৃষ্ট হয়-তো আমার চাইতে ভালো; আপনি হয়-তো তা'র ভালোবাসা ফিরিয়ে পেয়েছেন? কিম্বা হয়-তো সে আপনার দিকে ফিরে'ও তাকায় না,

আপনার দুর্ভাগ্য হয়-তো আমার চেয়েও বড় ? কিন্তু যা-ই হোক্ না কেন—'

বেলার মুখের ওপর চোখ পড়্‌তেই নিরঞ্জন বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। বেলার মুখ কাগজের মত শাদা, তা'র চোখ বোজা, তার নীচের ঠোঁট থর্‌থর্‌ করে' কাঁপ্‌ছে ; কী হ'লো এর মধ্যে ?···হঠাৎ নিরঞ্জন যেন চাবুকের বাড়ি খেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠ্‌লো, দু'হাত মোচ্‌ড়াতে-মোচ্‌ড়াতে আর্ত্তস্বরে সে বল্‌তে লাগ্‌লো, 'ক্ষমা কর্‌বেন, ক্ষমা কর্‌বেন, আমি একেবারে ভুলে' গিয়েছিলাম !' হাত দু'টো ছাড়িয়ে নিয়ে সে আঙুলের গাঁটগুলো মাথার দু'পাশে ঠুক্‌তে লাগ্‌লো— 'আমি ভুলে' গিয়েছিলাম যে ভদ্র-সমাজে কেউ কাউকে এ-সব কথা জিজ্ঞেস করে না—মানে, ততখানি আলাপ আপনার সঙ্গে আমার নেই। **I've been awfully impertinent**—তা-ই নয় ? কিন্তু বিশ্বাস করুন্‌, এটা আমি ইচ্ছে করে' করি নি ; আমি একেবারে ভুলে' গিয়েছিলাম—সব কথাই আমি ভুলে' যাই। কেন আপনি আমাকে আগেই থামিয়ে দিলেন না ? কেন মনে করিয়ে দিলেন না আমাকে ? ছি-ছি—I've behaved like a fool—a fool and a cad। বলুন, আপনি কি কখনো আমাকে ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বেন ?' নিরঞ্জন নিজের মাথার চুলগুলো ধরে' পাগলের মত টান্‌তে লাগ্‌লো।

হাজার হ'লেও, বেলার রক্তমাংসেরই তো শরীর, এবং রক্তমাংসের সহ্য কর্‌তে পারার একটা সীমা আছে। নিরঞ্জনকে বিমূঢ় করে' দিয়ে বেলা ছুটে' ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু দরজার কাছে বাধা পেলো উমাকে। নিমেষে বেলার সমস্ত রক্তমাংস পাথর হ'য়ে গেলো।

'কী হয়েছে, বেলা ?' উমা একবার বেলার, একবার নিরঞ্জনের মুখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লো, 'তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন ?'

নিরঞ্জন নতমুখে অপরাধ স্বীকার কর্‌লো, 'আমি ওঁকে অপমান করেছি।'

'অপমান করেছো ?'—উমার মুখে কৌতুকের হাসি ফুটে' উঠ্‌লো—'কী রকম ?'

নিরঞ্জন অসঙ্কোচে বল্‌লে, 'আমি ওঁকে এমন-সব কথা বলেছি, যা কোনো ভদ্রলোকের কোনো মহিলাকে বল্‌বার রীতি নেই। সেই জন্য উনি offence নিয়েছেন। অবিশ্যি, ক্ষমা আমি চেয়েছি। তবে, উনি তা গ্রহণ করেছেন কিনা সন্দেহ। উমা, তুমি যদি আমার হ'য়ে ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলো—'

'তা-ই নাকি ?' উমার তীক্ষ্ণদৃষ্টি বেলার সমস্ত মুখ তন্নতন্ন করে' খুঁজে দেখ্‌লো, 'তা-ই নাকি, বেলা ?···হ'বেও বা ; নিরঞ্জনের তো আবার কাণ্ডজ্ঞান নেই। কিন্তু, আশা করি, বেলা, তুমি ওকে বেশ যত্ন করে'ই চা খাইয়েছো। আশা করি, বেলা, ওর এ-সামান্য ত্রুটি তুমি গায়ে মাখো নি। ওর প্রতি যে অসীম দয়া তোমার।'

নিরঞ্জন গাঢ়স্বরে বল্‌তে লাগ্‌লো, 'সত্যি অসীম দয়া। উমা, আমি যখন—'

উমা ওর কথা কেটে দিয়ে বল্‌লো (হঠাৎ ওর গলার আওয়াজ সজীব, উৎফুল্ল—এমন কি, লঘু হ'য়ে উঠ্‌লো ; নিরঞ্জন তা'র মধ্যে সেই পুরোনো' 'subtle cadence'গুলো শুন্‌তে পেলো)—উমা বল্‌লো, 'চলো নিরঞ্জন, একটা ট্যাক্সি নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি ;

চলো।'—উমা নিরঞ্জনের হাতের ওপর হাত রাখ্‌লে—'আর, ছ্যাখো বেলা', উমা ওর শুষ্ক সরকারী ভাষায় বল্‌লো, 'গেলো মাসের আয়-ব্যয়ের হিসেবটা কাল্‌কে সমিতিতে দাখিল কর্‌তে হ'বে। একটা খস্‌ড়া করে' রেখো—আমি ফিরে' এসে দেখ্‌বো।'

বেলা মিলিয়ে গেলো। নিরঞ্জনের হাত ধরে' উমা দরজার দিকে এগোচ্ছে। উমা ঠোঁটের এক কোণে হাস্‌ছে, প্রায়ই ও যেমন করে' হাসে—তবু এখনকার হাসি যেন একটু আলাদা। আর নিরঞ্জন—নিরঞ্জনের বুকের মধ্যে তোলপাড় চল্‌ছে; সেখানে প্রত্যেক হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে একটি গান বেজে উঠ্‌ছে: 'আমি সুখী; আমার মত সুখী পৃথিবীতে আর-কেউ নয়।'

দৃশ্যটি সুন্দর; সুতরাং এখানেই যবনিকা টানা যাক্‌।

৪

দৃশ্য-পরিবর্ত্তনে যেটুকু দেরি হ'লো, তা'তে ওদের ট্যাক্সি অনেকদূর এগিয়ে গেছে। হ্যারিসন্‌ রোডের ক্রসিং-এ ওদেরকে ধরা গেলো। কেননা, ওদের ট্যাক্সি সেখানে এসে থাম্‌তে বাধ্য হয়েছে—নইলে শেয়ালদা থেকে হাওড়ার দিকে আর হাওড়া থেকে শেয়ালদার দিকে বিপুল ট্র্যাফিকের স্রোত অনায়াসে চলাফেরা কর্‌বে কী করে'? কিন্তু পার্ক্‌ সার্কাসের একখানা বাস্‌ (ড্রাইভার অনেক দূর থেকে সুবিধে দেখ্‌তে পেয়ে accelerator চেপে দিয়েছিলো) হাঁপাতে-হাঁপাতে চলে' গেলো, পুলিশের সর্ব্বশক্তিমান বাহু আনত 'হ'লো; হ্যারিসন্‌ রোডের দু'দিকে স্তূপীকৃত ট্র্যাফিক্‌ একসঙ্গে দুলে' উঠ্‌লো; ওদের

ট্যাক্সি কলেজ স্ট্রীট্ দিয়ে হু-হু করে' ছুট্‌তে লাগ্‌লো। নিরঞ্জন তখন কবিতা আবৃত্তি কর্‌ছে।

যখনি ওর মন খুব ভালো লাগে, নিরঞ্জন কবিতা আবৃত্তি করে। অবিশ্যি ওর আবৃত্তি শুনে' কেউ বুঝ্‌তে পারে না ; ওর মুখ থেকে শুন্‌লে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতাও আপনার কাছে অর্থহীন কিচিরমিচির মনে হ'বে। তা হোক্—ও তো আর লোককে শোনাবার জন্যে কবিতা আওড়ায় না, লোকে না বুঝ্‌লে ওর ভারি তো বয়ে' গেলো! লোককে শোনাতে ও চায়ও না—তাই এত মৃদুস্বরে কথাগুলো উচ্চারণ করে যে—এখনকার কথাই ধরুন্—ওর আধ হাত দূরে বসে'ও উমা শুধু একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন শুন্‌তে পাচ্ছে। উমা অবিশ্যি জানে, কী ব্যাপার। ভালোই, নিরঞ্জন যত খুসি পদ্য আওড়াতে থাক্, উমার অনেক কথা ভাব্‌বার আছে। ওদের কলেজ-পিকেটিং-এ বিশেষ সুবিধে হচ্ছে না ; ছেলেদের সহানুভূতি নেই, মেয়েদের তো আরো নেই। ভলান্টিয়ারি কর্‌তে যা'রা আস্‌ছে, তা'রা সব পাড়াগেঁয়ে ভূত—কিচ্ছু বোঝে না, কিচ্ছু জানে না, শুধু গাধার মত চীৎকার কর্‌তে পারে। হোক্ সে-চীৎকার বন্দে মাতরম্!—ওদের গাধাত্ব তা'তে কিছু কমে' যায় না। জীবনে কোনোদিক দিয়েই যা'দের আর-কিছু হ'বার আশা নেই, তা'রাই দেশ-সেবা কর্‌তে আসে—অনেক স্বেচ্ছা-সেবিকাকে দেখেও উমার এ-কথা মনে হয় ;—উমার পক্ষে তা যতই অনুচিত হোক্, তবু হয়। খারাপ চেহারা দিয়ে নালিশ করার অবিশ্যি কোনো মানে হয় না—কিন্তু, উমার প্রায়ই মনে হয়, ওদের দলে ভালো-চেহারার মেয়ে এত কম কেন? সহজ উত্তর: ভালো-চেহারার মেয়েরা ভালো বিয়ের আশা রাখে, তাই তা'রা ইস্কুল-কলেজ

ছাড়্‌তে চায় না ; ভালো-চেহারার মেয়েদের অনেক পুরুষ-বন্ধু জোটে, তাই তা'দের দিন দিব্যি ফুর্ত্তিতে কেটে যায়। যা'রা 'স্বদেশী'তে আসে, ও-সব সুবিধে পায় না বলে'ই আসে। আর আসে, জীবনে যা'রা ব্যর্থ হয়েছে। মধ্য-বয়সী—এমন কি, বৃদ্ধা সব মহিলা। নিরাশ্রয়, নিষ্প্রাণ বিধবা। কিম্বা স্বামী-পরিত্যক্তা। না হয়, স্বামী যা'দের উন্মাদ কি চিররুগ্ন কি পঙ্গু। কেউ চরকার সুতো বেচে' স্বামীপুত্র নিয়ে কায়ক্লেশে দিন চালায়। অনেক বয়স্কা ধর্ম্মের বদলে 'স্বদেশী'কে আঁকুড়ে' ধরেছেন—দেশের দুঃখ দূর কর্‌বার জন্য নয়, নিজেদের জীবনের অসহ্য শূন্যতা ভরে' তোল্‌বার জন্য। দেশের জন্য সত্যি অনুভব করে, সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকাবাহিনীর মধ্যে এমন ক'জন আছে? জীবনটা সুখে-দুঃখে কোনোরকমে কাটিয়ে দিতে হ'লে যে-সামান্য যোগ্যতা দরকার হয়, তা-ও যা'দের নেই, তা'রা কর্‌বে দেশ স্বাধীন? না—গভীর দুঃখে উমা ভাব্‌তে লাগ্‌লো—কোনো আশা নেই, কোনো আশা নেই। কিছু হ'বে না—যতক্ষণ দেশের সেরা লোকেরদেরকে না পাওয়া যায়। অমন যে-ক'জন এসেছেন, সবাই নেতৃস্থানীয়। কিন্তু কাজ যা'দেরকে দিয়ে করাতে হ'চ্ছে, তা'রা —অনিচ্ছাসত্ত্বেও উমার মনে কথাটা জেগে উঠ্‌লো—অকথ্য…

বৌবাজারের মোড়ে এসে ট্যাক্সি ডানদিকে মোড় ফির্‌লো। নিরঞ্জন তখন আবৃত্তি কর্‌ছে :

> Had we but world enough, and time,
> This coyness, lady, were no crime.
> We would sit down, and think which way
> To walk and pass our long love's day. ...

—তা'রা অকথ্য ; অথচ তা'দের ওপরই সব নির্ভর কর্‌ছে : নেতা আর ক'জন দরকার ? যা'দেরকে নিয়ে 'সেনাবাহিনী', তা'দের মধ্যে বুদ্ধিমান, সবল, সুস্থ লোক না এলে মহাত্মা কি মতিলাল, কারো সাধ্যি নেই কিছু কর্‌তে পারেন। সেইজন্যই তো কলেজে কিছুদিন দারুণ পিকেটিং চালানো দরকার, যদিই বা দু'একজনকে পাওয়া যায়। দু' একজন ! দু' একজনে কী হ'বে ? তবু··। চেষ্টা কর্‌তে দোষ কী ? কাল্‌কে শহরের সবগুলো কলেজ আক্রমণ কর্‌তে হ'বে। লোক দরকার। কংগ্রেসের সবগুলো শাখা-কমিটিতে আজকে রাত্তিরেই খবর পাঠাতে হ'বে—যেখানে যত লোক আছে, কেচে-কুড়িয়ে সব যেন পাঠানো হয়।···

> But at my back I always hear
> Time's wingèd chariot hurrying near :
> And yonder all before us lie
> Deserts of vast eternity.

উমার তীক্ষ্ণ হুকুম এলো : 'রোক্‌খে।'

সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউতে ঢুকে'ই ট্যাক্সি থেমে গেলো। আর থাম্‌লো নিরঞ্জনের আবৃত্তি।

উমা দ্রুতস্বরে বল্‌লো, 'দুঃখিত, নিরঞ্জন, কিন্তু তোমাকে এখানে নাবিয়ে দিতে হচ্ছে। এক্ষুনি আমাকে বাড়ি ফির্‌তে হ'বে, জরুরি কাজ। যাও।' হতবুদ্ধি নিরঞ্জনকে উমা একরকম ধাক্কা দিয়েই ফুটপাথে নাবিয়ে দিলো।—'চালাও—জোর্‌সে।' গাড়ি মুখ ঘুরিয়ে বোঁ করে' বেরিয়ে গেলো—সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউ দিয়ে সোজা উত্তর দিকে। নিরঞ্জন শূন্যদৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

*   *   *

পাথরের মত ভারি মন নিয়ে পরদিন সকালে নিরঞ্জন ঘুম থেকে উঠ্‌লো। কাল একসন্ধ্যার মধ্যে উমা ওকে কম নাকানিচুবুনি খাওয়ায় নি। নিমেষে স্বর্গে তুলেছে, পরের মুহূর্তেই একেবারে পাতালে—আবার সেই ধাক্কা সাম্‌লাতে-না-সাম্‌লাতেই এক হ্যাঁচ্‌কা টানে স্বর্গে। এম্‌নি। কিছুই বোঝা যায় না। যায় না? খুব যায়। জলের মত সোজা। অত সোজা বলে'ই হঠাৎ খট্‌কা লাগে। ওর বন্ধুরা—'সুকুমার সেন যাদের প্রতিনিধি'—তা'রা কবে থেকেই তো বল্‌ছে। ফের চোখ বুজে' নিজের ওপর অপার করুণায় ও ডাক্‌তে লাগ্‌লো, 'নিরঞ্জন, নিরঞ্জন।' মনে-মনে নিরঞ্জন রায়ের মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে ও বল্‌তে লাগ্‌লো, 'নিরঞ্জন, তুমি সরে' পড়ো, ভুলে' যাও। অনেক হয়েছে, নিরঞ্জন, আর নয়। নিরঞ্জন রায়: "shame shall be thy lot…shame shall be thy lot।" তা-ই নিয়ে তুমি থাকো, নিরঞ্জন। কারো কাছে তুমি যেয়ো না, কেউ তোমাকে চায় না, নিরঞ্জন। আত্ম-করুণার উচ্ছ্বাসে সকালটা ওর এক রকম কেটে গেলো। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিজকে করুণা কর্‌বার ক্ষীণ পরিতৃপ্তিও আর রইলো না; ওর মনের সব ফেনা শুকিয়ে গেলো; অনেক চট্‌কিয়েও আর নিজকে সুইন্‌বার্ন্‌-এর কোনো-কোনো কবিতার মত করে' তুল্‌তে পার্‌লো না। সকালবেলা বিছানায় শুয়ে'-শুয়ে' ও বার-বার আবৃত্তি করেছে:

> Let us go hence and rest; she will not love.
> She shall not hear us if we sing hereof,
> Nor see love's ways, how sore they are and steep,

Come hence, let be, lie still ; it is enough.
Love is a barren sea, bitter and deep ;
And though she saw all heaven in flower above,
She would not love.

সাধারণত, মন ভালো থাকলেই সে কবিতা আওড়ায়, কিন্তু তখন সুইনবার্ন-এর এই বিষণ্ণ সুর ক্লোরোফর্ম-এর মত তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলো। অন্য-লোকের লেখা আওড়াচ্ছে না—সে যেন নিজেই কথা বলে' যাচ্ছে ;—তা'র মনের অবস্থা এই রকম পরিষ্কার, অবিকল করে' সে নিজে কখনো বল্‌তে পার্‌তো না। তখনকার মত, এই কবিতার সঙ্গে নিরঞ্জন এক হ'য়ে গিয়েছিলো।

কিন্তু এখন—দুপুরবেলা—সে-নেশা অনেকটা কেটে গেছে। বিষাদ দূর হ'য়ে এখন এসেছে অনুঈ—কিছুই-ভালো-লাগে-না-ভাব। নিরঞ্জনের এ-ভাব খুব কম হয়, কিন্তু যখনি হয়, তখনি ও কতগুলো নতুন বই কেনে। কারণ, এমন মুহূর্ত্ত ওর জীবনে আসা অসম্ভব, যখন কতগুলো নতুন বই ওর হাতে এলে ওর মন একটুও চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌বে না—সে যতই কেন bored না হোক্। বইগুলো দেখ্‌তে ওর ভালো লাগে, ছুঁ'তে ভালো লাগে, নতুন কাগজের গন্ধ শুঁকতে ভালো লাগে ; বইগুলো ওর—এ-কথা ভাব্‌তে ভালো লাগে। অনুঈর বিরুদ্ধে ওর এ-অস্ত্র কখনো ব্যর্থ হয় না, তাই প্রয়োগ কর্‌তেও কখনো ভুল হয় না। এখনো হ'লো না। দুপুরের রোদ ওর সয় না, তবু ও টাকা নিয়ে বেরুলো—বই কিন্‌তে।

* * *

প্রেসিডেন্সি কলেজের দরজায় ভিড় জমেছে—পিকেটিং হচ্ছে।

নিরঞ্জন বাস্-এর ঐ দিকে বসেছিলো বলে'ই হোক্, বা নিছক boredom থেকেই হোক্ ও-দিকে একবার না তাকিয়ে পার্‌লো না। একদল মেয়ে কলেজের গেইট্ আগ্‌লে রয়েছে—তা'দের মধ্যে উমা! মুহূর্ত্তে নিরঞ্জনের মাথায় রক্ত চড়ে' গেলো। কোথায় গেলো তা'র ক্লান্তি, কোথায় তা'র বিষাদ আর boredom! উমা পিকেটিং করে বলে'ই ও জান্‌তো, কিন্তু চোখে এর আগে কখনো দ্যাখে নি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর নাইট্ মুহূর্ত্তে সঙ্কল্প করে' ফেল্‌লো যে উমাকে এই আত্ম-অবমাননা থেকে উদ্ধার কর্‌তেই হ'বে। তাড়াতাড়ি বাস্ থেকে নাব্‌তে গিয়ে ও পড়্‌তে-পড়্‌তে নিজকে সাম্‌লে নিলো। বেজায় ভিড়; ভলাণ্টিয়ার, ছাত্র, পুলিশ, মজা-দেখ্‌নে-ওলা। নিরঞ্জন কী করে' যে ভেতরে ঢুকে' গেলো, নিজেই টের পেলো না। উমা সবার আগে দাঁড়িয়ে হাত-জোড় করে' ছাত্রদেবকে কী-সব বল্‌ছে। অসহ্য! নিরঞ্জন চীৎকার করে' ডাক্‌লো: 'উমা।'

মুহূর্ত্তের জন্য উমার—এবং আরো অনেক—চোখ নিরঞ্জনের ওপর এসে পড়্‌লো। উমা যে ওকে চেনে, এমন-কোনো লক্ষণ সে দেখালো না। আর-সব চোখ ওকে ভুলে' গিয়ে আগেকার মত চার পাশে তাকাতে লাগ্‌লো। নিরঞ্জনের আবির্ভাবে কোথাও কোনো ছাপ পড়্‌লো না;—এক, উমার পেছনে দাঁড়ানো বেলার মুখের ওপর ছাড়া। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বেলার মুখ প্রথমে লাল, পরে শাদা হ'য়ে উঠে' তারপর স্বাভাবিক রঙে ফিরে' এলো। কিন্তু অত লোকের মধ্যে কেউ তা লক্ষ্য কর্‌লো না।

পিকেটিং চল্‌ছে। ছাত্ররা কেউ বাড়ি ফিরে' যাচ্ছে, কেউ মজা-দেখ্‌নে ওলাদের সঙ্গে জুটে' যাচ্ছে, কেউ বা চুপ করে' অপেক্ষা

কর্‌ছে—ফস্ করে' যদি এক ঝাঁকে ঢুকে' যেতে পারে। নবাগতরা অনেকেই তর্ক কর্‌ছে—কিন্তু সোনার মত যে-মেয়ের গায়ের রঙ্, আর মেঘের মত যে-মেয়ের চুল, তা'র সঙ্গে কলেজের ছোক্‌রাবা তর্কে এঁটে উঠ্‌তে পার্‌বে কেন? দু' মিনিটে তা'রা হার মেনে বসে। যে-ছেলেকে নিতান্তই বাগানো যায় না, উমা দু'বাহুর এক সুন্দব ভঙ্গীতে তা'র সমস্ত যুক্তি উড়িয়ে দিয়ে বলে, 'মোট কথা, যেতে পার্‌বেন না।' এ-চমৎকার যুক্তির চমৎকার উত্তর আছে: 'যাবোই।' কিন্তু ষোলো থেকে কুড়ির মধ্যে যে-ছেলেদের বয়েস, উমা দেবীব সাম্‌নে যে ও-কথা বলা যেতে পারে, তা তা'রা ভাব্‌তে পারে না। আসল কথা এ-ই; যদিও এ-প্রসঙ্গে 'বিদ্রোহীতে' লেখা হবে: 'উমা দেবীর অকাট্য যুক্তি-প্রয়োগের ফলে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের চৈতন্যোদয় হইয়াছে। তাহারা অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছে যে দেশের প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্য...' ইত্যাদি।

কুৎসিত, কুৎসিত, এক পাশে দাঁড়িয়ে নিরঞ্জন ভাব্‌তে লাগ্‌লো, ব্যাপারটা আগাগোড়া কত যে কুৎসিত, উমা তা সত্যি বুঝ্‌তে পার্‌ছে না—এ-ও সম্ভব? এই উন্মুক্ত প্রকাশ্যতা, হাতুড়ে ডাক্তারের মত ভিড়ের সাম্‌নে নিজকে জাহির-করা, ছেলেমানুষের মত পথ-আগ্‌লে-দাঁড়িয়ে-থাকা, ইডিয়টের মত তর্ক, যা'র শেষ কথা হচ্ছে, 'মোট কথা, যেতে পার্‌বেন না।'—মানুষের স্বাধীনতার ওপর এই অত্যাচার, যৌবনের idealismকে হীনভাবে exploit করা—কুৎসিত, কুৎসিত—এর ভাল্‌গারিটি অসহ্য। কিন্তু কী করা যায়? উমা ওর দিকে একবারো তাকাচ্ছে না; এত লোকের মধ্যে নিরঞ্জনই বা কী করে' ওর কাছে এগিয়ে যেতে পারে? আর তা-ও, ওর হাত ধরে' টেনে

না নিয়ে এলে ও যে ওখান থেকে নড়্বে, এমন মনে হচ্ছে না।...

হঠাৎ পেছনের সব লোক যেন ঠেলা খেয়ে একটা ঢেউয়ের মত ভেতরে এসে পড়্লো। দু' একটা চীৎকার শোনা গেলো, তারপর চক্ষের পলকে লোকগুলো সব চারদিকে ছিট্‌কে পড়্তে লাগ্লো; নিরঞ্জনের পাশে যা'রা ছিলো, তা'রা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। গোলমাল, হৈ-চৈ; নিরঞ্জন এতক্ষণে ভাব্লো, ব্যাপার কী?

সঙ্গে-সঙ্গে সে ব্যাপার টের পেলো। শপাং করে' তা'র পিঠে এক চাবুকের বাড়ি পড়্লো। 'উহু...' নিরঞ্জন যেন মৃত্যু-যন্ত্রণায় চীৎকার করে' উঠ্লো। কিন্তু সে-চীৎকার তা'র মুখ থেকে না মিলোতেই সে ঘুরে' দাঁড়িয়ে দেখ্লো এক সার্জ্জেণ্ট্ লিক্‌লিকে চাবুক হাতে নিয়ে দাঁত বা'র করে' হাস্‌ছে।

নিরঞ্জন ভেবেছিলো, তা'র ঘুষিতে সাহেবের নাক বুঝি দিল্লী উড়ে গেছে; কিন্তু একটু পরে সে দেখ্লো যে সাহেবের নাক তাঁর মুখ-মণ্ডলে তেমনি শোভা পাচ্ছে, এবং তা'র দু' হাত দু'টো কনেষ্টবলের মুঠোতে আবদ্ধ। পরে, থানার কয়েদখানায় বসে'-বসে' নিরঞ্জন ভেবেছে যে আর আধ সেকেণ্ড্ আগে মার্‌লেই সার্জ্জেণ্ট্‌টাকে আর মুখ দেখাতে হ'তো না।

এরি মধ্যে 'বিদ্রোহীর' সহকারী সম্পাদক কী করে' যেন উমার কাছে এসে চুপি-চুপি বল্‌লেন, 'পুলিশ ভিড় ভাগিয়ে দিচ্ছে। ধর-পাকড় হ'তে পারে।' বি-সঃ-সঃ একটু দূরে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন, উমা কখন্ যে সেখানে গিয়ে উঠ্লো, অন্য মেয়েরাই বা কে কোথায় গেলো, কিছু বোঝা গেলো না। নিরঞ্জন ছাড়া পুলিশ

আরো চারজনকে গ্রেপ্তার কর্‌লো ; তা'দের মধ্যে একজন ভলাণ্টিয়ার, দু'জন ছাত্র, আর-একজন রাস্তার লোক। নিরঞ্জন ভাব্‌লো, ঐ ভলাণ্টিয়ারের সঙ্গে যদি ওকে এক ঘরে রাখা হয়, তা হ'লেই ও গিয়েছে।

* * *

নিরঞ্জনের অপরাধ, পুলিশের শান্তি-রক্ষা-রূপ কর্ত্তব্যে বাধা দিতে চেষ্টা করা। নিরঞ্জন বল্‌লো যে হ্যাঁ, ঐ সার্জ্জেণ্ট্‌টাকে ও ঘুসি তুলে-ছিলো, লাগে নি বলে' অত্যন্ত দুঃখিত। কারণ, লাগ্‌লে, চাবুকের বাড়ির শোধ হ'য়ে যেতো—তুলনায় তা যত কমই হোক্‌ না।

হাকিম বল্‌লেন যে নিরঞ্জন যদি মিঃ গডার্ডের কাছে ক্ষমা চায় তা হ'লেই তিনি ওকে সামান্য কিছু জরিমানা করে' ছেড়ে দিতে পারেন।

Never—নিরঞ্জন বল্‌লে—বরঞ্চ that bloody swine-এরই ওর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

হাকিম বল্‌লেন, 'You must withdraw what you have said.'

নিরঞ্জন বল্‌লো, 'I'll see you damned first'.

সুতরাং নিরঞ্জনের ছ' মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হ'য়ে গেলো।...

কোর্টের বাইরে অবিশ্যি শর্ব্বরী—আর বেলা। বেলা অনেক কথা বল্‌বে বলে' এসেছিলো, কিন্তু নিরঞ্জনকে দেখে ওর চোখ জলে ভরে' উঠ্‌লো, এবং বেলার চোখে জল দেখে হঠাৎ নিরঞ্জনের চোখ ফেটে কান্না আস্‌তে লাগ্‌লো। জেলখানায় ছ'মাস ;—শর্ব্বরীর শিশু জেলখানায় ছ'মাস কাটাবে। ছ' মাস তো দূরের কথা—সাত দিনের

মধ্যেই নিরঞ্জন মরে' যা'বে; ওর শরীর খাবাপ, তায় ও একেবারে অকর্ম্মণ্য, সারাজীবন ওর আরামে, স্বাচ্ছন্দ্যে, বিলাসিতায় কেটেছে—জেলখানার কষ্ট ও কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না, কিছুতেই নয়। সাত দিনের মধ্যেই ও মরে' যা'বে, এতে ওব নিজের কোনো সন্দেহ নেই। মর্‌তে ওর আপত্তি নেই—কিন্তু এত কষ্ট পেযে মবা! নিরঞ্জন জল-ভরা চোখে শর্ব্বরীর দিকে তাকিয়ে রইলো, শর্ব্ববীব গাল বেয়ে অকপটে জলের ফোঁটা পড়ছে। বেলা আছে মুখ ঘুরিযে। এম্‌নি তিনজন। সময় অল্প, কোনো কথা বলা হ'লো না।···

খবর পেয়ে 'বিদ্রোহী'র সহকাবী সম্পাদক সাম্‌নের সপ্তাহের জন্য লিখ্‌তে বস্‌লেন: 'পাঠকগণ অবগত থাকিবেন যে কিছুদিন পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখে পিকেটিং সম্পর্কে যে-পাঁচজন যুবক গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নিবঞ্জন রায় একজন। গত বৃহস্পতিবার পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ——র এজলাসে তাঁহাব ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। নিরঞ্জনবাবু ধনী ও সাহিত্যরসিক; কলিকাতাব সাহিত্য-সমাজে তিনি সুপবিচিত! সাহিত্য-রসে মগ্ন হইয়াই তিনি জীবন-যাপন করিতেন; বহুদিন পর্য্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল না। কিন্তু আজ এই বাণী-কমলার বরপুত্র দেশের সেবায় হাসিমুখে কারাগার বরণ করিয়া নিয়াছেন! তাঁহার এই স্বার্থত্যাগ, এই অপূর্ব্ব দেশভক্তি, এই গৌরবময় অনুপ্রেরণা—' একটু ভেবে বিঃ-সঃ-সঃ বসিয়ে দিলেন,—'বর্ণনার অতীত! সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে আমাদের অভিনন্দন জানাইতেছি! এবং যাঁহার প্রভাবে শ্রীযুক্ত রায়ের মনে এই পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, সেই অক্লান্তা কর্ম্মিণী, ভারতবর্ষের নারীদের আদর্শস্থানীয়া শ্রীযুক্তা

উমা দেবীকে আমরা বলি, "ধন্য! ধন্য!"—কারণ তাঁহার অসংখ্য গৌরবময় কীর্ত্তির মধ্যে নিরঞ্জনবাবুর এই পরিবর্ত্তন-সাধনও তুচ্ছ নহে।'

* * *

নিরঞ্জন কিন্তু ছ'মাসেও মরে' গেলো না ; বরং একটু মোটাসোটা, গাল-ভরা হ'য়েই জেল থেকে বেরুলো।

বাইরে শর্ব্বরী তা'র জন্য অপেক্ষা কর্‌ছিলো—আর বেলা। নিরঞ্জন আশা—হ্যাঁ, আশাই করেছিলো যে উমাও থাক্‌বে। কিন্তু উমাকে না দেখে সে নিজকে খুব বেশি দুঃখিত হ'তে দিলে না। উমার কত কাজ—ওর হয়-তো সময় নেই, বা মনেই নেই। তা ছাড়া, নিরঞ্জনের কাছে না-হয় জেলে ছ' মাস কাটানো একটা ভীষণ কীর্ত্তি ; ও যে মরে' যায় নি, এই জন্যই নিজের প্রতি ওর কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। কিন্তু উমাব কাছে তো তা জল-ভাত ; ওর সাঙ্গোপাঙ্গোরা হামেসাই জেলে যাচ্ছে ; বেরুচ্ছে, আবার যাচ্ছে। জেলে-যাওয়াতে যে কোনো কষ্ট আছে ; এমন কি, বিশেষত্ব আছে, উমার তা মনে হ'বার কথা নয়। কিন্তু নিরঞ্জনের কাছে—খোলা রাস্তায় শর্ব্বরী আর বেলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ও ভাব্‌তে চেষ্টা কর্‌লো, এই ছ'মাস জেলখানার কয়েদি হ'য়ে ও কাটালো কী করে'? উঃ, মানুষের জন্য মানুষ এত কষ্টের ব্যবস্থা করে! কী খাওয়া—আর কী পোষাক, খদ্দরের চেয়েও সহস্রগুণে খারাপ। তবু তো জেইলার্‌-বাবুকে বলে'-কয়ে' মাথার চুলগুলো ও ভদ্রলোকের মত করে'ই ছাঁটাতে পার্‌তো। আর কাজ—ওর শরীর

দুর্ব্বল বলে' ওর কাজ ছিলো নারকোলের ছিব্‌ড়ে থেকে দড়ি বানানো —সেটাই নাকি সোজা। হে ঈশ্বর, এ-ই যদি সোজা হয়—! তা ছাড়া, নিরঞ্জন political prisoner'ও নয়—নিতান্তই সাধারণ কয়েদি ; চোর, গুণ্ডা, গাঁটকাটাদের দলের। সেই সব লোকের সঙ্গে রোজ ওর মেলামেশা ; না জানি ওর মন কত নোঙ্‌রা হ'য়ে গেছে!

কিন্তু যাক্‌ ও-সব। নিরঞ্জন প্রবল মাথা-ঝাঁকুনি দিলো—এখন আর দুঃখের চিন্তা কেন? আবার শর্ব্বরী, ওর সেই বইয়ে-ঠাসা ঘর ; আবার সিগ্রেট, আবার পরিস্কার, নরম জামা-কাপড়, নরম বিছানা, ভালো খাওয়া ; আবার সাহিত্যচর্চ্চা, আবার জীবন। এইবার ওকে নাটক লিখ্‌তে হ'বে ; ছ'টা মাস এমন বিশ্রী অপব্যয় হ'লো, আর গাফিলি করা চলে না। লিখ্‌তে বস্‌বে—এ-কথা মনে কর্‌তেই ওর পঁচিশ বছরের জীবনের সমস্ত উপভোগপ্রিয়তা, ওর আভিজাত্য আর কাল্‌চার শারীরিক অনুভূতির মত ওকে আপ্লুত করে' দিলো।...গাঢ়-চোখে ও শর্ব্বরীর দিকে তাকালো, পরে বেলার দিকে। জেলখানায় শর্ব্বরী কি বেলা যখন ওকে দেখ্‌তে যেতো, ঐ কুৎসিত পোষাকে দেখা দিতে নিরঞ্জনের রীতিমত লজ্জাই কর্‌তো। উমা এই ছ'মাসে ওকে একদিনো দেখ্‌তে আসে নি—নিরঞ্জনের মনে পড়্‌লো—আজকে এলেও তো পার্‌তো।

কিন্তু নিরঞ্জন এখনো জানে না যে উমা এই মুহূর্ত্তে আছে পাব্‌নাতে, কারণ সেখানকার অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট ম্যাজিস্‌ট্রেইট্‌ হচ্ছে হিমাংশু গুহ, নিরঞ্জনের বন্ধু হিমাংশু, নিরঞ্জনের ব্রিলিয়েণ্ট্‌ বন্ধু হিমাংশু, আই-সি-এস্‌ হিমাংশু—এবং হিমাংশু বিলেত থেকে ফিরে'-আসা মাত্র উমা তা'কে বিয়ে করেছে। অবিশ্যি এ-খবর শুনে' ওর এই মুহূর্ত্তের

আনন্দ আরো বেড়ে যা'বে ; কারণ এতদিনে তো উমা বুঝ্তে পেরেছে —পারে নি কি ?—যে নিরঞ্জন আগাগোড়া যে-কথা বল্ছিলো, সে-কথাই ঠিক ; নিরঞ্জনের দাবী, প্রকৃতির দাবী না মিটিয়ে যে ওর উপায় নেই, তা ও এতদিনে তো স্বীকার কর্তে বাধ্য হ'লো—হ'লো না কি ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ :

অমিতা চন্দ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ :

অমিতা চন্দ

এই উপন্যাস শেষ করে' অমিতা চন্দকে পড়্‌তে দিয়েছিলাম। কারণ, বই বেরিয়ে গেলে যদিও সবাই তা পড়্‌বে, এবং, আশা করি, প্রশংসাও কর্‌বে, তবু, অমিতা চন্দ ছাড়া এমন আর কে আছে, যা'কে এই উপন্যাস হাতে-লেখা অবস্থায় পড়্‌তে দিতে পার্‌তাম ? মনে হ'লো, লোকের প্রশংসা পরে, আগে অমিতার প্রশংসা শুনে' নিই। ও যে আমার এ-বই পড়ে' উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌বে, তা অবিশ্যি না বল্‌লেও চলে।

কিন্তু সেদিন যখন ওর উচ্ছ্বাস শোন্‌বার জন্যে তৈরি হ'য়ে (খুব বেশি প্রশংসা শুন্‌লে আমি আবার অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ি কিনা !) ওর কাছে গেলাম (সকালবেলায়—কারণ, সকালে ছাড়া ওকে একা পাওয়া মুস্কিল), 'বিভূতি', ও আমাকে দেখেই বল্‌তে লাগ্‌লো, 'তোমার ওপর ভয়ানক চটেছি আমি। আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখ্‌তে পার্‌লে না তুমি ? ধিক্ তোমাকে। হ'তে আমার প্রেমিক, এ-ক্রটির না-হয় ক্ষমা পাওয়া যেতো। বইখানা আমাকে উৎসর্গ করে' লিখ্‌তে :

> There they are, my fifty men and women
> Naming me the fifty poems finished !

মানে, ঐ-রকম একটা-কিছু। তাবপর হয়-তো ভাষা জোটাতে না পেবে কোটেশন্-মার্কাব মধ্যে ব্রাউনিঙ্ই তুলে' দিতে :

Take them, love, the book and me together :

Where the heart lies, let the brain lie also.

আব আমি মুগ্ধ হ'য়ে যেতাম। আসলে ওটা হ'তো কন্‌সোলেশন্-প্রাইজ, তবু আমি মুগ্ধ হ'য়ে যেতাম। কিন্তু তুমি না হ'লে আমাব প্রেমিক, না কর্‌লে আমাকে বই উৎসর্গ। এখন ওদের সবাব কাছে আমি মুখ দেখাবো কী কবে,' বলো তো ?'

ঈষৎ হাসিতে ওব ঠোঁট দু'টি একটু খুলে'ই বুজে' গেলো ; চকিতের জন্য আমি ওর দাঁতের আভাস পেলাম (সুকুমাবেব মতই সুন্দর দাঁত, এবং দাঁতের ব্যাপারে এর চেয়ে বড় প্রশংসা আছে বলে' আমি জানি নে), চকিতের জন্য ওর নীচের ঠোঁটের ঠিক তলায় একটু ডান পাশে —ছোট তিল যেন নড়ে' উঠ্‌লো। যখনি অমিতা ঐ রকম করে' হাসে, ওর ঠোঁটের নীচে সেই তিল নড়ে' ওঠে বলে' মনে হয়। বল্‌তে কী, এ-জন্য ও বিখ্যাত ! সাবিত্রী বোস্ তুলির সাহায্যে ওর সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা করেছে ; কিন্তু, হায়, তিল যদি বা হ'লো, হাসি সে রকম হয় না। হঠাৎ দু' ঠোঁটের একটু ফাঁক হ'য়েই বুজে'-যাওয়া, যেন 'আ' আর 'ও'র মাঝামাঝি একটা স্বরবর্ণ উচ্চারণ কর্‌তে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলো। ও-রকম হাসি সাবিত্রী বোসের আসে না। প্রবাদ আছে, চেষ্টায় ব্যর্থ হ'য়ে সাবিত্রী সাতদিন বাড়ি থেকে বেরোয় নি ; যেমন প্রবাদ আছে, সুকুমার সেনের মুচ্‌কি হাসি দেখে অমিতা সাতদিন আয়নায় মুখ ছাখে নি। মুচ্‌কি হাসিটা সুকুমারেরো বিশেষত্ব কিনা !

'অমিতা চন্দ : যে-মেয়ের মন তরল পদার্থ, সে অনেক পুরুষের ওপর দিয়েই বয়ে' যায়, কোনো একজনের কাছে এসে আট্‌কে' থাকে না। তাই, সব গল্পেই তা'র কথা থাকে, কিন্তু তা'কে নিয়ে কোনো গল্প হয় না।'

'হয় না?' অমিতা আমার চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়ালো। আমি মুখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকালাম। ওর পাৎলা শরীরকে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ছাই-রঙের শাড়ি পা থেকে বুক অবধি উঠেছে। কিন্তু তা'র পরেই অতিরিক্ত আঁচলটা বুকের ওপর দিয়ে চলে' না গিয়ে বাঁ কাঁধ পেরিয়ে পিঠের ওপর মুখ থুব্‌ড়ে পড়্‌তে বাধ্য হয়েছে—নইলে পুরুষের চিত্ত-বিভ্রম ঘট্‌বে কী করে'? পূবের জানালা দিয়ে রোদ এসে ওর কালো চুলকে সোনালী-নীল করে' দিয়েছে, কিন্তু ওর মুখ আছে ছায়ায়; ওর গাঢ় বাদামী চোখ থেকে ঠাট্টার আভা মিলিয়ে গেছে; ওর দৃষ্টি শান্ত; শান্ত—এমন কি, কোমল। ওর দৃষ্টির কোমলতা আর শাড়ির ধূসরতা নিয়ে ও আমার চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়েছে—পাৎলা আর ঋজু, ঠাণ্ডা আর মসৃণ।

'হয় না?' অমিতা বল্‌তে লাগ্‌লো, 'আচ্ছা বিভূতি, আমি যদি তোমাকে একটা গল্প বলি, তুমি তা তোমার বইয়ে জুড়ে' দিতে প্রতিজ্ঞা করবে? কিন্তু হয়-তো আমার গল্প বইয়ে লেখ্‌বার মত হ'বে না, কারণ, ওদেরকে নিয়ে তৈরি হয়েছে যে-সব গল্প, বিশেষ-একটা জায়গায় এসে তা'দের চমৎকার সমাপ্তি ঘটেছে; গল্পগুলো যেখান থেকে সুরু হয়েছিলো, গোল হ'য়ে ঘুরে' এসে আবার সেখানেই মিলেছে। কিন্তু যে-গল্প খানিকদূর এগিয়েই হঠাৎ থেমে গিয়ে শূন্যে ঝুল্‌তে থাকবে, তোমার পাঠকদের কাছে তা খাপ্‌ছাড়া, বেমানান্ মনে হ'বে না কি?

তবু, বিভূতি, তুমি চেষ্টা কর্‌বে তো? তুমি চেষ্টা কর্‌লে হয়-তো একটা-কিছু দাঁড়িয়েও যেতে পারে। কিন্তু তোমাকে এখনি বলে' রাখ্‌ছি বিভূতি, তোমার লেখ্‌বার সব কলকজ্জা হাতের কাছে ঠিকঠাক করে' রেখো; কারণ, এ-গল্প লেখা একটু শক্ত হ'বে; লেখ্‌বার কায়দার ওপরেই সব নির্ভর কর্‌বে কিনা। ভারি ছোট গল্প;—বইয়ের পৃষ্ঠায় তা'র আয়তন ভদ্র-রকমের বড় করে' তুল্‌তে হ'লে মাঝে-মাঝে তোমার নিজের গভীর দার্শনিকতা জুড়ে' দিতে হ'বে। তোমার ব্যবসার সবগুলো কৌশলের দরকার হ'বে, বিভূতি; তবে যদি এ-গল্পকে গল্প বলে' চালাতে পারো। একবার চালাতে পার্‌লে তোমার বইয়ে বোধ হয় তা মানিয়ে যা'বে, কারণ এটাও প্রেমের গল্প। আমার প্রথম প্রেমের। প্রেম ঠিক প্রথম নয়; কিন্তু কৌমার্য্যের অপবাদ থেকে সেই আমার মুক্তি-লাভ। এবং সে-জন্য আমার সেই প্রেমিক ততটা দায়ী নয়, যতটা আমি। আমার সেই প্রেমিককে আমিই সব শিখিয়েছিলাম, কারণ ওর ছিলো তোমরা যা'কে বল্‌বে angelic innocence। অবিশ্যি, বয়েসই বা কী ছিলো ওর—মোটে আঠারো; বছর দেড়েকের বড় আমার। এ-বয়েসের ছেলেমেয়েরা কী হয়, তা তুমি জানো, বিভূতি; তাই ওর innocence-এ আশ্চর্য্য হ'বার কিছু ছিলো না।—আমার কথা ছেড়ে দাও; আমি বারো বছর বয়েসে মশারির নীচে লুকিয়ে-লুকিয়ে "Venus and Adonis" পড়্‌তাম, তারপর সমস্ত রাত ঘুম হ'তো না। খারাপ? হ্যাঁ, খারাপ নিশ্চয়ই, কিন্তু আমি ঐ রকমই ছিলাম। তাই অতটা এঞ্জেলিয়ানা আমার সহ্য হ'লো না। যেটুকু সহ্য হয়েছিলো—শুধু তা-ই নয়, খুব ভালোই লেগেছিলো, তা ছিলো ওর চেহারায়। ভারি সুন্দর চেহারা ছিলো ওর—মিষ্টি হাসিখুসি, উজ্জ্বল

একখানা মুখ—রেনল্ডস্-এর এক দেবদূতের মুখের মত। কিন্তু, ওর চেহারা যে এত সুন্দর, তা-ও ও জান্‌তো না। তা-ও আমাকেই হয় ওকে বলে' দিতে। আমার সঙ্গে দেখা না-হওয়া অবধি ও বাঁ দিকে টেড়ি কেটে চুল আঁচ্‌ড়াতো ; backbrush কর্‌লে যে ওকে অনেক বেশি ভালো দেখায়, তা-ও আমাকে হ'লো ওকে হাতে-কলমে শিখিয়ে দিতে। চেহারা যত খুসি দেবদূতের মত হোক্, তা'তে কারো কোনো আপত্তি নেই ; কিন্তু ও-রকম পবিত্রতা নিয়ে আমরা কী কর্‌বো—আমরা, যা'দের নিতান্তই একটা করে' শরীর আছে ? তাই ওকে দেখামাত্র আমি মনে-মনে ঠিক কর্‌লাম : ওর দেবদূতপণা থেকে আমি ওকে মুক্তি দেবো, ওর পাখা পড়্‌বে খসে', আমার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে ও নেবে আস্‌বে মাটির ওপর।

'হ'লোও তা-ই। প্রথমটায়, ওর লজ্জা ভাঙাতেই গেলো অনেকদিন কেটে। ও আমাদের বাড়ি আসে, চা খায়, গল্প করে, বই পড়্‌তে নেয়, বইগুলো সত্যি-সত্যি পড়ে, পড়ে' ফিরিয়ে দেয়। অবিশ্যি ও যে আমার প্রেমে না পড়েছিলো, তা নয় ; পড়েছিলো বই কি—in his own way। এবং ওর নিজের ধরণটা যে কী সাংঘাতিক, তা তখন কি আর বুঝ্‌তে পেরেছিলাম ! আর, তখনি যদি বুঝ্‌তে পারতাম, তা হ'লে আজ্‌কে কি আর তোমাকে এ-গল্প ব'ল্‌তে হ'তো, বিভূতি ? অনেকদিন পর ও এসে আমাকে কতগুলো কথা বল্‌লো, যা'র উত্তরে আমি ওকে কতগুলো কথা বল্‌লাম। তা'র পরেও অনেকদিন কেটে গেছে, কিন্তু ওকে আর দেখি নি। বোধ হয় দেখ্‌বোও না।

'এদিকে আমাদের বন্ধুতা দিনে-দিনে গাঢ় হ'তে লাগ্‌লো। বন্ধুতা—কারণ, তখন পর্য্যন্ত তা বন্ধুতার বেশি কিছু হয় নি। আর, সব দিক

ভেবে দেখ্‌তে গেলে, বন্ধুতাই বা কম উপভোগ্য কী—বিশেষ করে' এই রকম বন্ধুতা—আমাদের ভেতর যে-রকম ছিলো। কারণ, আমাদের ভেতর ছিলো perfect friendship ; পৃথিবীর কোনো ভালো জিনিষই একা উপভোগ করা যায় না, তাই তোমাকে আমার দরকার, এই অত্যন্ত সংসারিক নীতিতে যা প্রতিষ্ঠিত, অথচ গোড়ায় যা'র একটু সেণ্টিমেণ্ট্যালিটিও আছে—অল্প-একটু, ever so little। তাও একেবারে গোড়ায়, দীঘির টল্‌টলে জলের একেবারে নীচে পাঁকের মত ; বাইরে থেকে তা'র অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না ; আর, আমরাও তা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে' আমাদের উপভোগের স্বচ্ছতাকে ঘোলা করে' তুল্‌তাম না। বড় জোর খানিক ঠাট্টা আর খানিক আদর করে' আমি ওকে বল্‌তাম, “Chubby cherub”, এবং খানিক আদর আর খানিক ঠাট্টা করে' ও আমাকে বল্‌তো, “Lavender-lady”। ল্যাভেণ্ডার আমার প্রিয় সেণ্ট্ কিনা।

'কিন্তু এর বেশি মধু-সম্ভাষণের বিনিময় আমাদের মধ্যে হ'তো না। আমাদের দেশে, যেখানকার প্রেমের আইডিয়েল্ হচ্ছে :

> হৃদয়ের সুর দিয়ে নামটুকু ডাকা,
> অকারণে কাছে এসে হাতে হাত রাখা,
> দূরে গেলে একা বসে' মনে-মনে ভাবা,
> কাছে এলে দুই চোখে কথা-ভরা আভা।—

সেখানে আমাদের সেই প্রেমকে লোকে প্রেম বলে'ই মান্‌বে না বোধ হয়। অকারণে কাছে এসে—আচ্ছা, বিভূতি, অকারণে কেন? দু'জনার মধ্যে প্রেমই থাকে যদি, তা হ'লে আর অকারণ হয় কী করে'? প্রেমই কি যথেষ্ট কারণ নয়? তোমার কি মনে হয় না, বিভূতি,

রবীন্দ্রনাথ যখনি আর-কোনো চার অক্ষরের কথা খুঁজে' পান্ না, তখনি অকারণ বসিয়ে দেন্ ? তাঁর কাব্যে নদী অকারণে বয়, অকারণে তারা ফোটে, ফল অকারণে রসে ভরে' ওঠে, তাঁর নিজের কাব্য-স্তূপ থেকে সৌরজগৎ পর্য্যন্ত সবি অকারণ সৃষ্টির আনন্দে তৈরি হয়। এমন যে ছেলে অমিত, সে-ও তাঁর পাল্লায় পড়ে' ইংরেজি কবিতার তর্জ্জমা করে' বল্লো :

> যে-শুভ-খনে মম
> আসিবে প্রিয়তম,
> ডাকিবে নাম ধরে' অকারণ।

Isn't it the limit ? আমার অনেকদিন মনে হয়েছে, বিভূতি, রবীন্দ্রনাথের মনে প্রেম সম্বন্ধে কোনোকালেই একটা তীব্র অনুভূতি ছিলো না ; নইলে এটা কী করে' হ'তে পার্লো যে এতবড় যাঁর প্রতিভা, তাঁর কাছ থেকে আমরা একটিও real love-lyric পেলাম না—এমন একটি কবিতা, যা অমিত লাবণ্যর কাছে আবৃত্তি কর্তে পার্তো ? আমার নিজের কথা বল্তে পারি, বিভূতি—রবীন্দ্রনাথ যদি হেরিক্ বা ব্যর্ন্স্-এর মত একটি কবিতাও লিখ্তেন, তা হ'লে না-ই বা লিখ্তেন তিনি গীতালি আর গীতাঞ্জলি, রক্ত-করবী আর মুক্ত-ধারা—আমি অন্তত একটুও দুঃখিত হ'তাম না। এ-কথা ভেবে কি তোমার দুঃখ হয় না, বিভূতি—যে-সাহিত্য আমাদের এই নগণ্য দেশের একমাত্র গণ্য জিনিষ, তা'তে এ পর্য্যন্ত প্রেমের কবিতাই লেখা হয় নি—রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথকে, দিয়েও নয়। হয়-তো আমাদের সমসাময়িক কবিরা—কিন্তু, বিভূতি, প্রেমের গল্প বল্তে গিয়ে আমি অতি-আধুনিক কবিতার আলোচনায় অবতীর্ণ হচ্ছিলাম, এখন খেয়াল

না হ'লে হয়-তো দুপুর অবধি সাহিত্য নিয়েই বক্তৃতা করে' যেতাম—তুমিও বাধা দিতে না ; কারণ, বিভূতি, তুমি আমার কথা শুন্‌তে ভালোবাসো। তা ছাড়া, আমার গল্পটা বোধ হয় তোমার কাছে জুৎসই লাগ্‌ছিলো না। তবু হয়-তো আমাকে খুসি কর্‌বার জন্যে তুমি চেষ্টা কর্‌বে, এই আশায় শেষ পর্য্যন্ত বলি—মানে, একে যদি শেষ বলা যায়। বিভূতি, আমাদের দু'জনের চরিত্রে তুমি একটা জিনিষের ওপর খুব জোর দিয়ো—উপভোগপ্রিয়তা। অসম্ভব pleasure-loving এরা দু'জন—তোমার গল্পের প্রেমিক-যুগল। Pleasure-loving—এ-কথাটাও ওর, আমার সেই প্রেমিকের। ও অবাক্‌ হ'তো, আমার মত pleasure-loving মেয়ে এ-দেশে কোথেকে এলো ? ও বল্‌তো, আমি অতটা pleasure-loving বলে'ই আমাকে ওর এতটা ভালো লাগে। সময় আনন্দে কাট্‌তো, এ-ই ছিলো আমাদের একত্র হ'বার কারণ। এবং, তা আমরা দু'জনেই জান্‌তাম ; রাবীন্দ্রিক অকারণতার মারপ্যাঁচে আমরা কখনো জড়িয়ে পড়ি নি। আমাদের ঈশ্বরের একটি-মাত্র নিষেধাজ্ঞা ছিলো: Thou shalt not feel bored। যখন যা ভালো লাগ্‌তো, ইচ্ছে হ'তো, খেয়াল চাপ্‌তো, তখনি আমরা তা-ই কর্‌তাম। এ-বিষয়ে কোনো ভদ্রতা-জ্ঞান বা চক্ষুলজ্জা আমাদের ছিলো না। ঘর-ভরা লোকের ভেতর থেকে হঠাৎ প্রকাশ্যে উঠে' যেতে আমাদের আট্‌কাতো না। প্রতিবেশীকে পছন্দ না হ'লে তাঁর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান কর্‌বার সৎসাহস আমাদের ছিলো। কোনো পৃথিবী-বিখ্যাত বই ভালো না লাগ্‌লেও—শুধু, ও-বই পড়েছি, এই আত্ম-প্রসাদের লোভে হাজার পৃষ্ঠার বিরক্তি ভোগ কর্‌বার দুর্ব্বলতা আমাদের ছিলো না। সেইজন্যই তো আমাদের বন্ধুতা—বন্ধুতাই বলি—ছিলো

অনেকটা matter-of-fact ; দূরে-গেলে-একা-বসে'-মনে-মনে-ভাবা-গোছের কবিত্ব তা'তে ছিলো না। দূরে গেলে আমরা এ ওর কথা ভেবে মন খারাপ কর্‌তাম না, কোনো সময়েই মন খারাপ কর্‌তাম না। ও ছেলেও ছিলো ঐ ধরণের ; অজস্র প্রফুল্লতা, প্রচুর হাস্‌বার ক্ষমতা, স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, উৎসাহ ;—পৃথিবীর কোনো ভালো জিনিষে অরুচি নেই। ঝক্‌ঝকে ছেলে—আমার মতই ঝক্‌ঝকে, বিভূতি। উপভোগ কর্‌বার বিরল প্রতিভা ওর মধ্যে লুকিয়ে ছিলো, আমার সংস্পর্শে এসে তা ফুটে' উঠ্‌লো। ক'টা মাস যা কাট্‌লো, বিভূতি, এখনো তা আমার জীবনে সব চেয়ে সুখের দিন বলে' মনে হয়। বাড়িতে মাসের তিরিশ-দিন (বা তিরিশ সন্ধ্যা) উৎসব চলেছে—আরো কয়েকজন বন্ধু ছিলো আমাদের—রোজই পার্টি-মত হ'তো, হয় ওর বাড়িতে, নয় আমার। আঁটসাঁট পার্টি নয়—যেখানে সবাই বসে' চা গেলে, আর মিহি গলায় ভদ্র আলাপ করে। বুঝ্‌তেই তো পার্‌ছো, বিভূতি—তোমার বাড়িতেও তো ঐ রকম পার্টিই হয়। সব চেয়ে মজা হ'তো, ও আর আমি যখন এমন-কোনো কথা বলে' হাস্‌তাম, যা আর কেউ বুঝ্‌তো না, কিম্বা যখন, কোনো মেয়েকে সবাই গান কর্‌তে অনুরোধ কর্‌ছে, ও মুখ-বিকৃতি করে' বলে' উঠ্‌তো, 'I hate music'। এ-সব অবিশ্যি strictly good manners নয়, কিন্তু ভারি মজার।—আর, অনেক দূরের পাহাড়ে মাঝে-মাঝে আমাদের পিকনিক হ'তো, পাহাড়ের ধারে হয়-তো ছোট এক ঝর্ণা, তা'র পাশে জলে পা ডুবিয়ে ঠিক দু'জন বস্‌বার মতই এক পাথর। তোমার জানা দরকার, বিভূতি, যে এ-গল্পের ঘটনাস্থল হচ্ছে মিহিজাম। মিহিজাম—যেখানকার শুক্‌নো আকাশে এমন শাদা জোছ্‌না ফোটে, যা সঁ্যাৎসেঁতে বাঙ্‌লাদেশে কখনো দেখ্‌বার আশা

কর্‌তে পারো না, যেখানে প্রকাণ্ড সব দীঘি ভরে' নীল পদ্ম ফুটে' থাকে, আর সেই দীঘির জলে সাঁওতাল মেয়েরা কালো-পাথরে-গড়া নিঁখুত শরীর বুক অবধি ডুবিয়ে রাখে, চৈত্র মাসে যেখানে অজস্র কৃষ্ণচূড়া দিগন্তকে লাল করে' দেয়। সেই শাদা জ্যোছ্‌নায় দীঘির ধারে আমরা বেড়াতাম, ঘাসের ওপর বসে' লোরেঞ্জো-জেসিকার প্রেমের দৃশ্য অভিনয় কর্‌তাম—'in such a night as this'। ঐ রকম এক রাত্তিরে ও আমাকে প্রথম চুম্বন করেছিলো—বলা উচিত, আমি ওকে দিয়ে আমাকে চুম্বন করিয়েছিলাম; কারণ, এ-সব বিষয়ে ওর অনভিজ্ঞতা এত বেশি ছিলো যে জ্যোছ্‌নায় কোনো মেয়ের সঙ্গে দীঘির ধারে বেড়াতে থাক্‌লে তাকে যে চুম্বন কর্‌তেই হয়, তা-ও ও জান্‌তো না। মানে, তখনো জান্‌তো না। পরে অবিশ্যি জান্‌লো—খুব পরেও নয়। সবি জান্‌লো। আমার chubby cherub-এর চেরাবত্ব শীগ্‌গিরই ঘুচে' গেলো—ধন্যবাদ আমাকে। ঠিক কী করে' যে তা হ'লো, বলা কঠিন। কারণ, পৃথিবীর সব আশ্চর্য্য জিনিষের মত, তা-ও হঠাৎ একদিন ঘটে' গেলো—একেবারে হঠাৎ, আমরা কেউ তা'র জন্যে তৈরি ছিলাম না, কয়েক মিনিট আগেও কেউ সে-কথা ভাব্‌তে পার্‌তাম না। এক রাত্রে আকাশ ভেঙে নেবেছিলো বর্ষা, কেয়ার গন্ধে ঘরের হাওয়া ভারি হ'য়ে এসেছে, বাইরে বাতাস উঠেছে ক্ষেপে—তারপর, তারপর the atmosphere did the rest। আমাদের নিজেদের কোনো হাতই ছিলো না, বল্‌তে পারো। কেমন করে' কেয়ার গন্ধে আর হাওয়ার শব্দে মিলে' আমাদের মনে নেশা ধরিয়ে দিলো—ও-সব বলা ভারি শক্ত। তোমার পক্ষে লেখাও খুব সোজা হ'বে না, বিভূতি। এখানেই তোমার বাহাদুরির পরিচয় পাওয়া

যা'বে। এখানেই তোমার ব্যবসার সব কলকব্জা, সাজ-সরঞ্জামের দরকার হ'বে। এখানেই তোমার কারুকার্য্য, শিল্প-কলার যা stock আছে, সব খাটাতে হ'বে। এ-জায়গাটা গুছিয়ে লেখা চাই, বিভূতি, চারদিক সাম্‌লে। বৃষ্টি সুরু হ'বার পর তিনটে asterisk বসিয়ে দিয়ে ভীরুর মত পালিয়ে যেয়ো না; কিম্বা আরো খানিক দূর এগিয়ে তিনটে ডট্‌-এর শরণ নিয়ে নিজের হার মেনে নিয়ো না; অথচ একেবারে blatant হ'বে না—বুঝ্‌তে পার্‌ছো? তুমি ভালো লেখো বলে'ই যদি তোমার বিশ্বাস থাকে, তা হ'লে আর তুমি লিখ্‌তে ভয় পা'বে কেন? নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে পাঠকদেরকে ঠকাবে কেন? হ্যাঁ, অনেক risk আছে—তা ঠিক, অনেক লেখকের পক্ষে; কিন্তু তোমার পক্ষে নয়। অন্তত, আশা করি, নয়। এখানটা যদি নিরাপদে উৎরোতে পারো বিভূতি—আশা করি, পার্‌বে—তা হ'লে আর বাকি গল্পের জন্য তোমাকে ভাব্‌তে হ'বে না: বাকিটা চোখ বুজে' লিখে' যেতে পার্‌বে। বাকি আর বেশি নেইও; কারণ, সেই বর্ষার পর শরৎ এলো, দুধের মত শাদা জ্যোছ্‌না নিয়ে, সেই জোছ্‌নায় আমরা "শরীরী ছায়ার মত" ঘুরে' বেড়ালাম—আর তা'র পরেই তো আমাকে চলে' আস্‌তে হ'লো কল্‌কাতায়, মিহিজাম আর আমার সেই প্রেমিককে গুড্‌-বাই বলে'। "গুড্‌-বাই"—গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে আমি হাস্‌তে-হাস্‌তে বল্‌লাম; ও হাস্‌তে-হাস্‌তে জবাব দিলো, "গুড্‌-বাই"। গাড়ি চল্‌তে সুরু কর্‌লো; আমি জান্‌লা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওর হাত ধর্‌তেই ও এত জোরে চাপ দিলো যে আমার চোখে প্রায় জল এসে পড়্‌লো। এখন মনে হচ্ছে, বিভূতি, জলটা বোধ হয় নিছক শারীরিক কষ্টেই আস্‌ছিলো না; অনেক নীচ থেকে হয়-তো একটুখানি সেন্টিমেণ্ট্‌ ভেসে উঠেছিলো সেদিন। জীবনে

দু' চারবার সেন্টিমেন্ট্‌ও উপভোগ করা যায়—যায় না, বিভূতি? কল্‌কাতায় এসেও ওর কথা মনে পড়্‌তো ; প্রথম প্রেমের ধাক্কা সাম্‌লে উঠ্‌তে কিছু সময় নেয়। কিছুদিন পত্র-ব্যবহার কর্‌লাম। তারপর—যেন উভয় পক্ষের সম্মতিতেই—তা বন্ধ হ'য়ে গেলো। চিঠি-লেখাটা আমার মতে সময়ের বাজে খরচ—ওরো দেখ্‌লাম, তা-ই মত। মনে রেখো, বিভূতি, আমরা দু'জনে pleasure-loving ; মনে রেখো, আমাদের প্রেম আগাগোড়া matter-of-fact। দূরে যদি গেলাম তো দূরেই গেলাম ; কাছে যদি এলাম তো এলামই। দু'দিনে কল্‌কাতা আমায় গ্রাস করে' নিলো ; তারপর এলো—থাক্‌ তা'র নাম না-ই বল্‌লাম ; তোমরা তা'কে চিন্‌বে না ; তোমাদের সঙ্গে তখনো আমার দেখা হয় নি। হু-হু করে' দু'বছর কেটে গেলো ; এমন সময় হঠাৎ একদিন ও এসে উপস্থিত। সেই chubby cherub—তবে, অতটা chubby নয় ; কারণ, রোজ দাড়ি কামিয়ে গাল খস্‌খসে হ'য়ে উঠেছে ; আর মোটা ফ্রেইমের চশমার দরুণ মুখটাও হয়েছে আগেকার চাইতে একটু গম্ভীর। ঠিক গম্ভীরও নয়, একটু ভারি—বয়েসের সঙ্গে-সঙ্গে যা হয়। তেম্‌নি হাসিখুসি, পরিষ্কার, ঝক্‌ঝকে ছেলে। এতদিন পর ওকে দেখে এত ভালো লাগ্‌লো। হঠাৎ কোত্থেকে? কী খবর? কেমন আছো? Ripping ; দু'বছর বম্বেতে জ্যর্নালিজ্‌ম্‌ শিখেছে—বিলেত যাচ্ছে শীগ্‌গির। চা খেতে-খেতে দু'জনে মিলে তুমুল হাসাহাসি। মিহিজাম-jokes ; তা ছাড়া, এটা, ওটা, সেটা। কিন্তু চা খাবার পর হঠাৎ ওর হাসি থেমে গেলো, হঠাৎ ও গম্ভীরমুখে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ কর্‌লো, কত কথাই যে বল্‌লো! কী যে বলেছিলো, তা এখন আমি মনে কর্‌তে পার্‌ছি নে ; শুধু মনে আছে,

ওর অনেক কথারই আরম্ভে ছিলো, "what did you mean"—আর মনে আছে, একবার "বিয়ে" কথাটা শুনেছিলাম। ওর সব কথা শুনে' আমি হেসে উঠ্লাম। হাস্‌তে-হাস্‌তে অনেক কথা বল্‌লাম ওকে। দু'বছর—দু'বছর সময়, নয় কি? কী করে' ও আশা কর্‌তে পারে যে একজন মেয়ে এতদিন ওর অপেক্ষায় বসে' থাকবে? কী করে' ও ভাব্‌তে পারে যে এতদিনে সেই মেয়ের জীবনে আর-কেউ এসে জুটবে না? পৃথিবীতে তা কি কখনো হয়? না, হ'তে পারে? বিশেষ করে', যা'রা pleasure-loving—কিন্তু, বিভূতি, হঠাৎ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মুখে কথা আট্‌কে গেলো। বিভূতি, নিছক ব্যক্তিগত দুঃখে মানুষের মুখের ও-রকম চেহারা হয় না। আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লাম, আমার কথা শুন্‌তে-শুন্‌তে ওর সমস্ত পৃথিবী চুরমার হ'য়ে গেলো, ওর সমস্ত আকাশ গেলো অন্ধকার হ'য়ে। কারণ, এতদিন ও যা-কিছু সত্য বলে' জেনেছে, যে-সব বিশ্বাসের আশ্রয়ে ও নিশ্চিন্তে, আরামে দিন কাটিয়েছে, আমার মুখের কথায় তা গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে পিষে' গেছে, পৃথিবী থেকে পা ফস্‌কে' ও গড়িয়ে পড়্‌ছে। ও যে মনে-মনে একটা আইডিয়েল্ পোষণ কর্‌তো, আমার এই অত্যন্ত সাধারণ কথাও যে ওর সইবে না, তা আমার পক্ষে বোঝা কী করে' সম্ভব ছিলো, বলো? আগে তো ওর মধ্যে তা'র কিছুমাত্র আভাস পাই নি, আগাগোড়া তো আমি ওকে আমারই মত pleasure-loving বলে' জেনে এসেছিলাম। সব কথা ভালো করে' বোঝাবার সময়ও পেলাম না, বিভূতি; কারণ, একটু পরেই ও কোনো কথা না বলে' চলে' গেলো, এবং সেদিনের পর আমি আর ওকে দেখি নি, বোধ হয় দেখ্‌বোও না। ওর অবিশ্যি

কোনো দোষ ছিলো না, বিভূতি, কিন্তু আমারো কোনো দোষ ছিলো না।'

এই গল্প বলেছিলো অমিতা চন্দ—ফুর্‌ফুরে মেয়ে, ঝক্‌ঝকে মেয়ে, অমিতা চন্দ—সেদিন সকালবেলায়, যখন পূবের জানালা দিয়ে রোদ এসে ওর কালো চুলকে সোনালী-নীল করে' দিচ্ছিলো।